পরিত্রাণ।

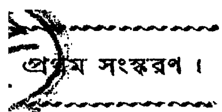
(কাব্য)

وما ارسلنک الا رحمة للعالمين

শেখ ফজলল করিম প্রণীত।

প্রকাশক—মোহাম্মদ মেহের উল্লা।

ছাতিয়ানতলা—যশোহর।



প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৫৯ নং কড়েয়া রোড্—রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১০ সাল; ফাল্গুন।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ-পত্র।

চিশ্‌তিয়া খান্দানের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, অমায়িকতার মাধুরী-মণ্ডিত ধর্ম্মোজ্জ্বল চরিত্র গুণে বিভূষিত, সারল্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, জীবনের আনন্দ-কানন, অশেষ গুণালঙ্কৃত তাপস প্রবর, পরমারাধ্যতম পীর, জোনাব হজরত হাফেজ, কারী, হাজী, মৌলবী, মওলানা, ফকির—

মোহাম্মদ্ শাহ সাহাব উদ্দীন চিশ্‌তি সাবেরি সাহেব—

ভক্তি-নিকেতনেষু।

চঞ্চল সৌভাগ্য আজি সুতন্ত্র পরশে
হইয়াছে স্থির,
বড় আশা পাব দেব অন্তিমে তোমার
চরণ মঞ্জীর!
সাধু তুমি,—পৃথিবীর অতুল সৌরভ,
জ্ঞানী তুমি,—পৃথিবীর অক্ষয় গৌরব;
—চির দিন রহিবে সমান;
দয়া ক'রে লও গুরো! সেবকের তব
জীর্ণ "পরিত্রাণ"!

অবতরণিকা।

নিরুদ্দিষ্ট বিষয়ের অন্ধকার বর্ণনা অনায়াস সাধ্য করিতে, কল্পনাই কবি-দের একমাত্র অবলম্বনীয়া। কাজেই এ পুস্তকেও স্থান বিশেষে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কল্পিত বিষয়ের দায়িত্বের হিসাব করিলে, কবিদের গুরুদণ্ড হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু উদার হৃদয় পাঠকেরা এতদিন তাঁহাদের সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া মহত্বেরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং আমিও আমার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমার পাত্র।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যখন খ্রীষ্টিয় ও জড়বাদের প্রবল সজ্ঘাতে সুপবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের হীনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যখন আরবের গৃহে গৃহে প্রস্তর নির্ম্মিত দেব-দেবীর উপাসনা চলিতেছিল, সেই সময়ে দয়াময় খোদাতাআলা ইস্‌লামের পুনঃ-সংস্কারের জন্য হজরত রেসালতপানা খাতেমন্‌-নবিয়িন্‌ মোহাম্মদ সল্লাল্লহ্‌ আলায়হে ওয়ালিহি-ওয়া-সাল্লেমকে প্রেরণ করেন। ভীষণ মরুভূমির অনলময় তপ্তবক্ষে নিরাশ্রয় হজরত মোহাম্মদ (দং) কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ইস্‌লামের সংস্কার করিয়াছিলেন, কি কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া বিংশতি বৎসরে পৃথিবীতে পুনরায় নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন,—ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। মুসলমানের সেই মুক্তি-কর্ণধার চিরারাধ্য হজরত মোহাম্মদের (দং) স্বাত্বিক জীবনের কাহিনী,—ইস্‌লামের জন্য ও আমাদের জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগ,—কবি-তুলিকায় চিত্রিত করি-বার আশায় পরিত্রাণ কাব্যের সৃষ্টি। দুঃখের বিষয়, আশা যতটুকু—তুলি-কায় ততটুকু রংএর অভাব! তবে প্রেমে-পুণ্যে-সঞ্জীবিত সত্য ধর্ম্মের উজ্জল কাহিনী, আপনা হইতেই ধর্ম্মভীরু পাঠকের হৃদয়ে সজীব ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিতে পারিবে;—এইটুকুই যা' আশা।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকের কতকাংশ "প্রচারক" পত্রিকায় প্রকা-শিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে "প্রচারকের" প্রচার শেষ হওয়ায়, আর কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নাই।

বঙ্গ-বিখ্যাত মোহামেডান মিশনরী, বাগ্মীপ্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুন্‌শী মেহের উল্লা সাহেব গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণে যে অকৃত্রিম সদাশয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থের দুই একটী স্থানে আমি মাইকেল ও নবীন বাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছি; এজন্য তাঁহাদের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিলাম। প্রুফ দেখার ত্রুটিতে কোনও কোনও স্থলে সামান্য এক আধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

নূতন শিল্পির কাব্য রচনার চেষ্টা এই প্রথম। দুরাশার কবলে পতিত হইয়া, সে যাহা করিয়াছে, কবিতার হিসাবে তাহাতে ত্রুটি লক্ষিত হইলেও বিষয়-গৌরব সে ত্রুটি অপনোদিত করিতে পারিবে। কারণ চন্দ্রে কালী থাকা স্বত্বেও তাহার গুণের কোন হ্রাস হয় নাই। ইতি।

কাকিনা,
১লা মাঘ; ১৩১০। } শেখ ফজ্‌লল করিম।

—০—

ভ্রম-সংশোধন।

—o—

পৃষ্ঠা।	ছত্র।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৩	৭	বুঝিবার	যুঝিবার।
৩১	৪	দূরলোকে	দূর লোকে।
৩১	১১	উৎসবে	উৎসব।
৩৩	৬	ধ্বনীত	ধ্বনিত।
৪২	১৪	অজ্ঞায়	আজ্ঞায়।
৪৮	১৬	প্রসাদে	প্রাসাদে।
৯৮	২৬	পত্রহীনা	পত্র হীন।
১০০	১৮০	জেলে	জ্বলে।
১০১	১১	ইস্লাম	মোস্লেম।
১০৬	২	কোরেশ	কোরেশে।
১০৮	৪	মোস্লম	মোস্লেম।
১১৫	৩	চলি	চল।
১১৯	৫	দীপ্তি	দীপ্ত।
১২২	৩	সাধিত	সাধন।
১২৩	১৩	বিচরণ	বিরচন।
১৩১	৩	ইসলামের	ইস্লামে।

পরিত্রাণ।

(কাব্য)।

প্রথম সর্গ।

আরব।—সাধারণ সভা-গৃহ।

মধ্যাহ্ন তপন-তীক্ষ্ণ খর কর-জালে
সন্তাপিত মরুবাসী তৃষ্ণায় কাতর,
ঝাঁ ঝাঁ করে দিগঙ্গনা লতা-পুষ্পহীনা
যেন সে বিধবা বেশ; দীনা ভিখারিণী।
বিরল বলাকা কুল; অসহ্য উত্তাপে
লভেছে শরণ-সুখ, অজানিত দেশে—
ধূ ধূ ধূ ধূ চারি দিকে বালুকা প্রান্তর
কত অভিশাপে যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া
অনল বহিছে বুকে অনিল ঝলকে,
খর্জ্জুর বাবেল (১) তরু শীর্ণ কলেবর
শুকায়েছে রসাভাবে বিশ্ব-চরাচর!

* * *

অদূরে পর্ব্বতবর (২) উন্নত মস্তকে
হতাশ প্রণয়ী হেন পথ পানে চেয়ে
ডাকিছে কাতরে যেন শান্তির-মন্দিরে
জুড়াতে বিদগ্ধ হিয়া; ঢালি দিতে প্রেম—

(১) এক প্রকার কণ্টক সমাকীর্ণ বৃক্ষ বিশেষ; বাবলা গাছ।
(২) জবল-কোবা এবস্ পর্ব্বত।

সংসারের দূরদেশে নিভৃত-কান্তারে
মনুষ্য-সঙ্গম-হীন বিরল বিতানে ;
ভুলিয়া সে হিংসা-দ্বেষ নীচ-অভিমান
অহমিকা, ভ্রূকুটির তুচ্ছ অভিরোষ ;
মনোসুখে পিপাসিত বিহঙ্গম গণ
গাহে না পঞ্চমে হেথা মাতায়ে ভুবন !

*　　*　　*

উদাস চৌদিশি যেন নাহি মনোরম
কারুকার্য্যময়ী পট। কোকিল কূজন
বিঁধে না হিয়ায় শেল। নাই সে পাপিয়া
অতৃপ্তি-সঙ্গীত লয়ে নীরস বিভূমে !
ঝঙ্কারে না মধুকর অর্দ্ধ স্ফুট ফুলে
শ্যামাঙ্গিনী দূর্ব্বাতনু নব-কিশলয়
কোথায় এখানে ? সুপ্ত কঙ্কর প্রান্তর !
নেত্র-তৃপ্ত নাহি করে নবীন নীরদ।
পশু নাই—পক্ষী নাই—হাহাকারময়,
ভগ্ন যেন প্রকৃতির নিরাশ হৃদয় !

*　　*　　*

তবে কিবা আছে হেথা ? মুগ্ধ প্রজাপতি
এ ফুলে সে ফুলে যদি করে না চুম্বন,
ক্ষীণাঙ্গিনী কামিনীর কোকিল-গঞ্জিনী—
না উঠে সঙ্গীতস্রোত। বিলাস-চাতুরী
কটাক্ষে খেলে না যদি ভেদিয়া হৃদয় ?—
উষ্ট্র-তৃষ্ণা পশুগুলি কাতর পরাণে
জুড়া'তে ভ্রমিছে শুধু! কই হেন স্থান
পণ্য-ভার ক্লিষ্ট-বপু জুড়াবে যেথায় ?
জল কোথা ? কি পিয়িবে হেন শুষ্ক ভূমে
দারুণ এ দ্বিপ্রহরে নাশিতে পিপাসা ?

ফুল নাই, ফল নাই, বৃক্ষ হীন স্থান,
প্রকৃতি হয়েছে যথা ভীষণ শ্মশান!

*　　*　　*

ওকি ?

উচ্চ-সৌধ মুখরিত জন-কোলাহলে
উলঙ্গ কৃপাণ করে দৌবারিক দল
সশস্ত্র ভ্রমিছে যেন যম অনুচর!
কিসের এ মহাসভা ? কহলো কল্পনে
সুধামুখি! চল দেখি হেন দ্বিপ্রহরে
সমবেত নরগণ, কেন এ ভবনে ?
পিশাচের দেশে (১) আজি কোন্ অভিলাষে
মুহুর্মুহু জয় ধ্বনি হ'তেছে কীর্ত্তন,
শত-বজ্র এক সঙ্গে গর্জ্জয়ে যেমন!
রক্ত-জবা বিনিন্দিত রোষ-কষায়িত,
আরক্ত লোচনদ্বয়—মুষ্টি-বদ্ধ কর!
থেকে থেকে শিহরিছে, এ কি হেরি আজি
রসের উৎসব ছেড়ে!—ছেড়ে নৃত্য পরা
স্বরগ বাসিনী যত নবনী সম্ভবা—
যুবতী রসিকা বক্ষ—ভ্রমরের মত।
মন্মথের শরাসনে, বঙ্কিম চাহনে
নিয়ত অধীর হিয়া, তারা কেন আজি
ছাড়িয়া সকল,—ঢল ঢল নেত্রে রক্ত ?
(কামের মদিরা ?) সকলি আশ্চর্য্য হেরি!
বালি-বাঁধে মহাস্রোত রোধে কি কখন
কামুকের বীর সাজ আজি কি কারণ ?

(১) এই সময়ে এখানে সতীত্ব হরণ প্রভৃতি কুকার্য্য যথেচ্ছ হইত।

"অসহ্য অসহ্য ইহা—ভীষণ আঘাত
লাগেরে হৃদয়ে, আহা হেন অত্যাচার!
আমাদের চির-পূজ্য সাধনার ধনে—
বিচূর্ণ করিব আজি এতদিন পরে?
কোথা সেই যাদুকর—ঈশ্বর প্রেরিত!!
দুর্দ্দান্তেরে আজিকেই নিশার আঁধারে
হইবে বধিতে;—নতুবা, নতুবা জান—
মিথ্যা সব অহঙ্কার; মিথ্যা ধর্ম্মবল,
বৃথা এত দেব-পূজা হৃদয় শোণিতে।
ত্যজ অবসাদ,—দেখ অন্তিম ভীষণ
ধর অস্ত্র—ধর অসি বধ সে পামরে
শত্রুরে দলিয়া রক্ষ আপন ধর্ম্মেরে!"

*　　*　　*

"বিন্দু মাত্র রক্ত যদি থাকে ধমনীতে
লজ্জা যদি মনে হয় মরণ সমান
আর কেন?—কোন্ মোহে ভুলিতেছ সবে?
কোরেশ বংশের (১) নাম ডুবাইবে শেষে—
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছাড়ি কোন্ হতভাগা
নিরাকারে করে পূজা; "এক" নাকি সেহ!!
কিসের প্রেরিত? দুষ্ট ছল—মায়াবাদে
ভুলাইছে আরবের অন্ধ নরগণে;
পিতৃ-পূজ্য দেবগণে করিয়া সংহার
মিথ্যা একেশ্বরবাদে কোন দুরাশয়
আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম দিবে বিসর্জ্জন?
এঁক বিভু? হেন মিথ্যা শুন'না কখন। (২)"

(১) কোরেশ বংশ—ইহা মক্কার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বক্তাও এই বংশোদ্ভব।

(২) কোরেশ দলের তদানীন্তন দলপতি আবু সুফিয়ানের বক্তৃতা।

*　　*　　*

"পাগল—পাগল সেহ—দেহ তাড়াইয়া,
কি কাজ বধিয়া আহা অভাগার তরে,
মতিচ্ছন্ন যদি কিছু ক'রে থাকে ভ্রমে
উচিত মার্জ্জনা করা, তাহারে বধিলে
কি যশ পাইবে বল ? কলঙ্ক মাখিয়া
জগতের চির-ঘৃণ্য হইবে স্বেচ্ছায় ?
নির্ব্বাসন কর কিম্বা দেহ কারাগারে
ভুঞ্জুক অপার-ক্লেশ যাবত জীবন।
ডুবুক নরকে যারা করেছে গ্রহণ
তার সে ইস্‌লাম ধর্ম্ম। জানিয়া শুনিয়া
হেন মায়া-ফাঁদে নাহি দিব মোরা ধরা ;
প্রলয়ে ত্রৈলোক্য যদি ভেঙ্গে হয় সারা
তথাপি ইস্‌লাম ধর্ম্ম না সেবিব মোরা (১) !

*　　*　　*

"তা' হবে না, তা' হ'বে না, হইবে বধিতে,
কে হেন দুর্ম্মতি কবে অগ্নি-কণা হে'রে—
না নিভায় জল দানে ভবিষ্য ভাবিয়া ?
কে কোথায় নিজ-বাসে প্রদানে অনল ?
না পার তাহাই বল। কাপুরুষ হেন
চ'লে যাও পত্নী-ক্রোড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শিয়া,
একাই সারাকা (২) দেখ পারে কি না আজি
অতি তুচ্ছ এই কার্য্যে ; হেন ভীত সবে ?
কাপুরুষ-ঘৃণ্য-সৃষ্টি অধম আমরা !
ধিক্ ধিক্ নর-জন্মে—ধিক্ এ জীবনে
আরব নিস্পন্দ আজি ধরিতে কৃপাণ ?"

(১) দ্বিতীয় বক্তার মত—ক্রমান্বয়ে বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে।
(২) জনৈক পৌত্তলিক।

সহস্র বিদ্যুত জিনি অস্ত্র কড় কড়
ধ্বনিল সভার মাঝে ; হইল গর্জ্জন
"নহে ভীত আরবের বীর-পুত্রগণ
সামান্য এ রণরঙ্গে ; মাতঙ্গ কি কভু
ডরে পিপীলিকা হে'রে ? তুচ্ছ মোহাম্মদ
তৃণ হেন ফুৎকারেতে যাইবে উড়িয়া
নিভাইব ইস্‌লামের নব-ধর্ম্ম-তেজ,
বীর্য্য দিব রসাতলে। নতুবা কালেতে
এ অঙ্কুরে বিষ-বৃক্ষ হইলে উদ্ভূত
ধ্বংস হবে দারা পুত্র প্রিয় পরিজন
বিহিত এ বিষ-মূল করা উৎপাটন !"

* * *

"দেবেন্দ্র পুরীর সম পূত মক্কা ধাম
অনন্ত শোভার সৃষ্টি,—আলোকের দেশ
প্রাণান্তে অন্যের পদে দিব না হেলায়।
দূর ব্যাপী সুখ রাজ্য আমাদের হ'তে,
হবে পর পদানত ? কি ছার জীবন
কিসের আনন্দ বল, কোন্ প্রাণ লয়ে
অন্ন তুলে মুখে দেই এ আরব ভূমে ?
চরাচরে খ্যাতবীর্য্য যেই শূর-ভূমি
আজি সেথা বীর শূন্য ? কে বলিতে পারে ?
দৈব কিম্বা ভ্রম বশে ইস্‌লাম-পতাকা
দিব না উড়িতে হেথা ; হাসিবে জগত
ত্রিভুবনে হব মোরা নরকের কীট
চল—ফিরে—অটল এ প্রতিজ্ঞা মোদের
স্বর্গ-মর্ত্ত্য যাক্ ডু'বে হোক্ একাকার
তথাপি না টলিবে এ 'প্রতিজ্ঞা' ভীষণ !

*　　*　　*

দিব কি লইব সব ধনৈশ্বর্য্য তার
সুখের স্বর্গীয় গৃহ অস্ত্র-অগ্নি জ্বালি
ঘুচাব রাজত্ব সাধ ; আশা-কল্পতরু
এইখানে চিরতরে করিব নির্ম্মূল
যায় যাবে যশ, যাক্ ধন-জন-মান,
তথাপি দেখিব তারে কত বলীয়ান্ ! !"

*　　*　　*

"দুর্ব্বৃত্ত নগণ্য হয়ে পশেছে কোথায় ?
পতঙ্গের অগ্নি সনে প্রেমের বাসনা !
ভুল, ভুল, ভুল, মুগ্ধ কি ভেবেছে মনে ?
নাহি জানে করে রাজ্য—শুনে নাই কভু
অগণ্য রথীন্দ্র হেথা, হৃদয় শোণিতে
তোষে মাতৃ-ভূমি-পদ ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া,
সুরক্ষিত ইন্দ্রপুরী যথা সুরগণে !
আরব—আরব নাম দিব না অতলে
ফেরুপাল হেন, আজি ত্রিযাম বিঘোরে
দূর কর মক্কা হ'তে। সম্মুখ সমরে
বাসনা পূরাও তার জনমের তরে !"

*　　*　　*

"কি গুণে সে মদ-মত্ত, কেন এত রোষ
আমাদের প্রভু প্রতি ; (১) লহ প্রতিশোধ।
একান্ত বিবেক শূন্য হ'ল নরাধম,
ঘুচাও প্রতিষ্ঠাবল ইস্‌লাম ধর্ম্মের,
দেখিব শূরত্ব তার বীরদম্ভ কত।
উন্মুক্ত কৃপাণতলে নির্ভীক পরাণ

(১) এই সময়ে আরব বাসিরা হবল, লাৎ, মনাৎ প্রভৃতি অনেকগুলি দেবতার উপাসনা করিত।

বিদায় লউক দেখি আরবীর করে!
ধূলায় মিশায়ে যাক্ শৌর্য্য-বীর্য্য-রোষ।
এ উত্তপ্ত মরু মাঝে 'মোহাম্মদ' নাম
জন্মান্তরে আর যেন নাহি করে কেহ।
শোচনীয় পতনের স্মৃতি-ছবি শুধু
কেবল মানস-পটে বিরাজয়ে যেন;
লুপ্ত হোক্ ইস্‌লামের উন্মুখ-গরিমা,
বাক্ যুদ্ধ—বিতণ্ডায় নাহি প্রয়োজন
যাও গৃহে কর সবে রণ আয়োজন!"

* * *

"শত্রুরে অক্ষত রাখি গৃহে ফিরে যেই
বৃথা তার ভুজবল, বৃথা বীরপণা
হত-গর্ব্ব-বক্ষ লয়ে কি কাজ বাঁচিয়া
নিতান্ত পশুর মত। দেহ আত্মবলী
ধর্ম্মযুদ্ধে মাতোয়ারা হও বীরগণ
ধর ধর ধর সবে শাণিত কৃপাণ,
ভ্রূণে হত্যা কর আজি ইস্‌লামের প্রাণ!"

* * *

কাঁপিল আরব ভূমি—কাঁপিল মেদিনী
গম্ভীর আকাশতল প্রতিধ্বনি বুকে
আরবের গৃহে গৃহে করিলা ঘোষণা
বীরের হুঙ্কার রব, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা।
"আজিকে কাঙ্গাল যেই কালি সে সম্রাট
দুর্নিবার অদৃষ্টের স্রোত বিঘূর্ণনে
হইতেছে পলে পলে, বৃথা বিলম্বেতে
ঘটিবে মোদের ক্লেশ দেখ বিচারিয়া।
দুর্ম্মদেরে নিশাযোগে করহ নিধন,
দুধ দিয়া কাল সাপ হবে না পোষণ!"

র-গর্জ্জনে হ'ল কম্পিত আরব,
কোথা হ'তে দুরাচার জন্মিল এখানে ?
নিত্য-মোক্ষ-দাতাগণে নাহি চিনে আজি
অচল প্রতিমা ব'লে হাসে বিদ্রূপেতে,
"অসার" "শকতি হীন" "প্রস্তর" বলিয়া
যত অপমান করে সহে কি পরাণে ?
খদ্যোতের চাঁদ হ'তে এতই বাসনা ?
নিভাও আজিকে সবে তার সে সাধনা !

* * *

"নিশার সুষুপ্তি যবে ঘেরিবে বসুধা
ঘুমাইবে বিশ্বপ্রাণী শ্রান্তি নাশ তরে
সুকোমলা স্নেহময়ী প্রকৃতির কোলে,
সকলি একত্র হ'য়ে বেষ্টিয়া ভবন
নাশহ অরাতি চয়ে, ভাল যুক্তি এই।
নিতান্ত কৃতান্ত তার এসেছে শিয়রে,
নতুবা এহেন কথা ফুটিত না কভু
ক্ষুদ্র সেই কালামুখে (?) দেখিব আজিকে
কেমন ঈশ্বর তার রক্ষে ইসলাম,
বাঁচায় বন্ধুর প্রাণ,—ভাল পরিচয়
হইবে যামিনী-যোগে ; কর বীরগণ !
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন !"

* * *

"সমধিক বাক্য ব্যয়ে নাহি প্রয়োজন,
কার্য্যস্থলে বীরত্বের হবে পরিচয়,
বৃথা গর্ব্ব কোন কালে নহে কার্য্যকরী।
যাও সবে গৃহে তবে পুনঃ হবে দেখা
বীরবেশে, শত্রুনাশে ধরম অর্জ্জনে,—

উলঙ্গ কৃপাণ করে। মায়া পরিহরি
তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী এই নশ্বর প্রাণের ;
ধর্ম্মবল মনুষ্যত্ব যদি লোপ পায়
কি সুখ জীবনে বল ? অধীনতা বিষে
জর্জ্জরিত হবে সবে ; বিহঙ্গম হেন
কঠিন নিগড় পরি আপনার পায়
চির জনমের সুখ হারাব হেলায় !”

* * *

“দুর্ব্বিনীত দেব-দ্বেষী মোহাম্মদ করে
কখন দিব না হ’তে দেব অপমান।
শতবার সহনীয় মৃত্যুর যন্ত্রণা
জ্বলন্ত অনল এর নহে সমতুল—
বিষ—বিষ—বড় বিষ, বড় জ্বালা এতে,
এ জগতে চির দুঃখী হব তবে মোরা
অসহায় ভিক্ষাজীবি। পর মুখ চেয়ে
রহিব সম্বল হীন !—কি ঘৃণা, কি ঘৃণা ! !
যাবে প্রাণ—যাবে পুত্র কিবা ক্ষতি তাহে
হেন কর্ম্মকর ধর্ম্মরক্ষা হয় যাহে !”

* * *

বাজিল বিজয় ডঙ্কা বিহ্বল সভ্যেরা
ততক্ষণে চলিলেক গৃহ অভিমুখে
উলঙ্গ কৃপাণ করে। শ্বেত শ্মশ্রুরাশি
চুম্বিতেছে বক্ষস্থল ; চঞ্চল চরণ—
কোথায় পড়িছে তাহে নাহিক ভ্রূক্ষেপ,—
সুরাসক্ত মদ্যপায়ী বিশৃঙ্খল পদে
চলে যথা ঢলি ঢলি নগরের পথে !
প্রমত্ত কুহক-স্বপ্নে ভ্রষ্টাচারী দল,
ইসলাম ডুবাতে শেষে বাঁধিলেক বল।

*　　*　　*

নীরব নিস্পন্দ গৃহ বহে না নিশ্বাস
অবাত-বিক্ষুব্ধ যথা জলধি-জীবন,
কল্পনার তীক্ষ্ণা কর্ণে পশিল গম্ভীরে
সুদূর আকাশ-পথে হেন বজ্রধ্বনি ;—
(শত দৈত্য-বীর-দাপে কাঁপিল যেমতি
নন্দনের দেবদল—অসুর মর্দ্দনে !)

"কি করিলি কি করিলি রে মোহান্ধ নর,
কে পারে মারিতে তারে বিধি সখা যাঁর,
ঘোর অর্ব্বাচীন তোরা, মজিয়া পাপেতে
কোথায় কাহারে আজি বধিতে মন্ত্রণা ?
সত্য না ডুবিবে কভু—ইস্‌লাম আলোক
পথভ্রান্তে দেখাইবে সনাতন পথ,
তুচ্ছ তোরা নীতি-ভ্রষ্ট কি করিবি তার ?
শত নরপতি কেন বিপুলা ধরণী—
যাঁর পদে দিবে শির সানন্দ অন্তরে
সুরেন্দ্র-সেবিত পদ না ধরিয়া হৃদে
পাপাত্মার-পাপ-বাণে হেরিয়া আঁধার
উদ্যত নাশিতে সেই ঋষি-পূজ্য-জনে ?
উদিত শাসিতে ধরা ইস্‌লাম তপন,
দেখরে মোহান্ধ দল মানস নয়নে !
পঙ্গুরে সাজেনা কভু গিরি-উল্লঙ্ঘন,
না বুঝিয়া কর্ম্মকাণ্ড, পবিত্র আদেশ
হ'য়েছে অধীর ; ভ্রান্তির নির্দ্দেশ বাণে
অন্ধ ছলনায়,—ধরা হের সরা সম,
মণ্ডুকের বীর সাজ বিষধর সনে ?
কেন যাস্ কেন যাস্—সম্বর এখন

নির্ম্মল বিবেক—বুদ্ধি দিয়ে বিসর্জ্জন
জগতে কলঙ্ক ঘোর করিবে রক্ষণ ?”

* * *

“ডুবিলি—ডুবিলি ওরে অজ্ঞান মানব
ফিরে দেখ পিছে অই ভীষণ নরক
লোল জিহ্বা বিস্তারিয়া ডাকিছে তোদেরে ;
বৃথা যাবে অহঙ্কার, ভগ্ন-মনোরথে
জ্বলিবে আগুনে পুড়ি যুগ-যুগান্তর।
অনিবার্য্য তবে কিরে দুর্গতি তোদের ?—
ভেবে দেখ্ কেন হলি সুমতি-বিহীন
পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত আছে এক দিন ?”

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রান্তরে।

অলস বিশ্রান্ত রবি—রক্তিম বরণ
প্রশমিত খর কর,—তবু দাউ দাউ
জ্বলিতেছে মরুস্থলে অনল প্রবাহ ;
এখন অনলময় রয়েছে পবন,
দাব দগ্ধ চারিদিক্, হাহাকার ময়—
ফেলিতেছে হতাশ্বাস। নিরাশ সঙ্গীত—
প্রত্যেক পবন স্তরে আসিছে ভাসিয়া।
জ্বলন্ত আগুন বুকে যেন রে মরুভূ—
নরকের কালমূর্ত্তি করি অভিনয়
পথভ্রান্তে বুঝাইছে একত্ব শকতি—
ত্যজিতে প্রস্তর-পূজা, মজিতে ইস্‌লামে।
সেই পরিচিত রবি, সেই তীক্ষ্ণ কর
অঙ্গার করিয়া যেন রেখেছে প্রান্তর !

* * *

রঞ্জিত গোধূলী-রঙ্গে সুনীল আকাশ ;
দূরে দূরে—অতিদূরে মহীধর-শিরে
নামিছে আঁধার সতী। কি আশ্চর্য্য তবু
শান্ত নহে মানবের চঞ্চল পরাণ।
হেন সুখময় কালে গাহে না হেথায়—
নধর লতিকা ঘেরি গুঞ্জিয়া ভ্রমর,—
কাঁদে না পাপিয়া স্মরি বিরহের গান
নিকুঞ্জ আড়াল হ'তে ; দিবা অবসানে
ধায় না বলাকাদল কলরব করি
আপনার নীড় পানে ; এখানে কেমনে
জুড়াবে আতপ-তপ্ত কঠোর পরাণ!
"দে জল" "দে জল" বলি বিহঙ্গ প্রেমিক
যেখানে আকুল স্বরে যাচে না প্রণয়,—
সেখানে কেমনে বল হবে প্রফুল্লিত
হেন দুঃখ-ময় প্রাণ। তাহাতে আবার
"এক তিনি ভজ তাঁরে—এই আমি দাস"—
গভীর হুঙ্কারময় বিশাল গর্জ্জনে
ভ্রান্ত-চিত্ত আরবের প্রতি গৃহে আজি
কেহ হাসে—কেহ কাঁদে (নগরের দশা)
কোষবদ্ধ তরবারি কটিতে সবায়,
না জুড়ায় সন্তাপিত হেন কারো মন
চিন্তানলে দগ্ধ যেই হয় অনুক্ষণ।

* * *

মলয় পবন কোথা পাইব হেথায়,
হে সুষমে! হেথা কোথা পাব নিরখিতে
তোমার কুসুম-রূপ—জুড়াতে হৃদয় ?
আঁধার করিয়া দিশি হুহুঙ্কার রবে

নাচিছে ঘূর্ণিত বায়ু উড়ায়ে বালুকা!
এখানে প্রসূন দলে মানস রঞ্জিতে
কোথায় বসিবে দেবি? অইসে খর্জ্জুর
শীর্ণ-দেহ জীর্ণ-গর্ভ, অর্দ্ধ দগ্ধ প্রায়!
অইসে ভৈরব রব অইসে গর্জ্জন
আসিছে ভাসিয়া পুনঃ "ভজ একেশ্বর"
সত্য কিম্বা ভ্রম কিছু না পারি বুঝিতে।
আকাশে চাহিয়া দেখি শোণিতের ধারা,
বধি ভীম রণ-রঙ্গে পৌত্তলিক গণে
লেপিয়া দিয়াছে যেন কোন মহারথী।
ফলিত হইয়া তাহা স্বর্ণ কর জালে—
ভাতিছে ভয়ের ছায়া ভবিষ্য কপোলে!

* * *

বেলা যূথী নাহি হেথা, সুরভি মাধবী
হাসে না প্রকৃতি-অঙ্গে অশোক বকুল।
এখানে সরোজ দল ফুটে না সরসে
ক্ষণিক মানস-লোভা বাসন্তী যৌবনে;
বহেনা মলয়-বায়ু মৃদুল হিল্লোলে।
খর করবাল করে মরণ এখানে
নাচিতেছে ঘরে ঘরে; কাঁপিছে মেদিনী
সে দাপটে থর থর—কি প্রলয় ছবি!
করাল বিভূতি মূর্ত্তি হেরি ত্রস্ত রবি
ঢলিয়া পড়িছে ভয়ে অচলের পারে।
আজি যেন ধরণীতে কি হয় কি হয়!
ভাবিয়া বিহ্বলা সতী মহা-প্রহেলিকা!
পাপ ভারে মরুভূমি বুঝি পায় লয়
সেই সঙ্গে লয়ে যত পাতকি নিচয়!

ডুবিল, রক্তিম-রবি অনন্ত গ্রাসেতে
মগ্ন হল চরাচর ঘোর অন্ধকারে,
ভাসিলা ঘুমের ঘোরে সন্ধ্যা কন্যাগণ
পর্ব্বতের শিরোদেশে,—শান্ত সুগভীরে!
মিশাইল পুণ্য-পাপ কল-কোলাহল
ভীষণ সে রজনী-গরভে! হা বিধাতঃ—
কোন্ খেলা খেলিবার এত আয়োজন
করিছ হে আজি এই শ্মশান ভূমিতে?
প্রকৃতির ক্ষীণকণ্ঠে বহে না পবন
সন্ত্রাসে সবিতৃ যেন হ'য়েছে বি-জন!

* * *

ধূম্রল আকাশ পটে স্বপ্নাহত তারা
করিতেছে চো'খা চো'খি হাসিয়া হাসিয়া,
যেন রে নাগর-পাশে সোহাগিনী ধনী
আঁখির ভাষায় করে প্রেম-আলাপন;
কিন্তু না অমিয়া বর্ষে সুধাংশু কিরণ—
কেবল উঠিছে যেন বিশ্ব-বিদারিয়া
নীরবের প্রভঞ্জন! একি ভাবোন্মাদে
আকাশ পাতাল সিন্ধু আজিরে কম্পিত!
মুমূর্ষু পরাণে রোগী কাঁপে যথা শেষ
নিরাশ হৃদয়ে,—আজি তেমতি এ ধরা
অর্দ্ধমৃত আত্মহৃত উঠিছে কাঁপিয়া।
কোথায় আনন্দ আশা কোথা ভালবাসা
প্রকৃতি সেজেছে ভীমা সমর-রঙ্গিণী,
মরুভূমি আরো যেন হ'য়েছে ভীষণ,
পতিবক্ষে রসবতী, মাতৃ ক্রোড়ে শিশু
তা' দেখে লভিছে যেন ভয়েতে শরণ;

বিষাদিনী ধরাদেবী করিলা রোদন।
আকাশে তারকা গুলি ভাবিল মরণ,

* * *

বহিছে প্রচণ্ড বায়ু প্রবল স্বননে
ঝর ঝর উড়িতেছে খেজুরের শাখা,
মনে হয় তরু সারি হয়ে সন্ত্রাসিত
দূরান্তরে পলাইতে ভাবিছে উপায়,
পত্নী হেন বুকে ধরি শিকড় সুন্দরী
উন্মাদ স্বামীর তরে প্রবোধিছে মনে;
আবার, আবার তরু ভীমরব করি
হেলি দুলি' করিতেছে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ।
কাঁপিছে ত্রিলোক-ভূমি হেরি বিভীষিকা;
বিকট অশ্রান্ত বাদ্যে—এ হেন সময়ে—
অদূরে মন্দির মাঝে, কাঁপায়ে ভুবন
শঙ্খ-মন্ত্র-ঘণ্টাধ্বনি হল উচ্চারণ!

* * *

নাহি আজি সুবিমল সুধাকর ধারা,
ফুটে না সুখের নৃত্য লহরে লহরে
প্রকৃতির অঙ্গ-জুড়ি। আজি বিলাসিনী
কৃষ্ণাভ বসন পরি মেখেছে বিভূতি!
বিরহ-মলিনা শুষ্ক যুবতীর মত
এলায়ে চাঁচর কেশ হয়েছে যোগিনী;
অন্ধকার-নদে ধরা কাটিছে সাঁতার
একটু কুলের তরে। কি দৃশ্য তাণ্ডব!
ভূত প্রেত পিশাচের অট্ট-হাস্য রোলে
ভীম কুম্ভীপাক যেন নেমেছে ভূতলে!

সুদূরে আকাশ পথে আঁধারের গলে
শত মুক্তা জিনি শোভে নক্ষত্রের মালা,
মনে হয় সুরবালা পূজা অবসানে
পারিজাত ভাসাইছে মন্দাকিনী-নীরে ;
হেন কালে প্রান্তরের দূরদেশ হ'তে
মধুর "তোস্বুদ" গান হল নিঃস্বরণ
(আহা কি মুরলী জিনি কোকিল কাকলী
মূর্ত্তিমতী শান্তি যেন নামিলা হৃদয়ে !)
হেন প্রলয়ের কালে—এ দৈব দুর্য্যোগে
পশুপক্ষিহীন ভূমি সুষুপ্ত যখন
করাল কালের কোলে বসিয়া তখন
কে গো এ মধুর গাথা করিছে কীর্ত্তন—
"আমি দাস—সেই এক নিত্য নিরঞ্জন
ভজরে তাঁহারি তরে, বাঁধ মত্ত মন"।

* * *

কে এ নর ?—এত বীর্য্য,—হেন পরাক্রমে
গাহিছে অচিন্ত্য গান নির্ব্বিকার চিতে ?
বুঝেছি বুঝেছি হায় তুমি কর্ণধার
অকুল সাগর বক্ষে রক্ষিতে তরণী
প্রবল এ ঝটিকায়—কর্ত্তব্যে মহান্
রাখিয়াছ স্থির লক্ষ্য তুচ্ছ ভাবি প্রাণ
ত্রিলোক পূজিত তুমি বিধাতার সখা ! (১)
লক্ষ অয়স্কান্ত জিনি রূপের গৌরবে
প্রদ্যোতিত মরুস্থলী ; বিরলে তাপস
নিগূঢ় স্বর্গীয় তত্ত্ব করিছে ঘোষণা।
চারিদিকে দেব-দূত সশস্ত্র বেড়িয়া
ইস্‌লামের ভক্তি-সুধা করিতেছে পান ;

(১) হজরত মোহাম্মদ (দরুদ)।

বেষ্টিত শিষ্যের দলে (১) কহিলা প্রেরিত—
"অবিনাশী স্থিতিশীল—তিনি একেশ্বর,
তাঁহারি চরণে নম, দাও, আত্মবলী
ধৈর্য্য ধর—পরকীয় করোনা গমন,
সেই একে ভক্তি ভরে হও নিমগন।
দুস্তর জলধি তলে শুক্তি অভ্যন্তরে
লভে যথা মানবেরা অমূল্য মুকুতা
তেমতি হৃদয়-সিন্ধু করি আলোড়ন
বিভু রূপ এক মুক্তা করহ চয়ন!
এই কাল নিশীথের, বিঘোর কালিমা
যেমতি এ মরুভূমে, তেমতি মোদের
হৃদয় ছাইয়া আছে পাপের আঁধার,
ধর এ ইস্‌লাম আলো ধর এ কোরাণ
আলোকিত হ'য়ে যাক্ আঁধার হৃদয়!
পিয় রে ভকতি সুধা সরল অন্তরে
না ডর গঞ্জনা, নাহি ভীত হও প্রাণে,
চর্ম্ম-বর্ম্মে আচ্ছাদিত ক্ষণস্থায়ী দেহ
পলকে হইবে লয়;—কি ভয় কি ভয়
রক্ষিতে ধরমে তবে প্রাণ করি পণ?
ধর্ম্মই প্রধান সুখ মানব জীবনে
ধর্ম্মই অনন্ত শান্তি—লভিতে নির্ব্বাণ
তবে কেবা পদে ঠেলে এ দুষ্প্রাপ্য নিধি?
তাতে এ জগত-নম্য ইস্‌লাম তরণী—
সুখে দুঃখে পাইয়াছি জীবনে সম্বল
কেমনে উপেক্ষা করি ত্যজিব তাহায়?

(১) এই সময়ে বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (কঃ ওঃ) সঙ্গে ছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে শতাধিক শিষ্য যাথ্রেব (মদিনা মনুওরা) নগরে চলিয়া গিয়াছিলেন, হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাজিঃ) তখন পর্য্যন্ত মক্কাতেই ছিলেন।

সম্মুখে আলোক ছাড়ি যেই ভ্রান্ত নর
স্বেচ্ছায় আঁধার পথে করয়ে গমন
কে হেন তাহার মত হতভাগ্য ভবে ?
ওই যে হেরিছ যত স্বরগের দুত
লাবণ্য মণ্ডিত দেহ উন্নত ললাট—
জ্যোতির্ম্ময় হেম-কান্তি পুরুষ বিরাট—
ওরাও একত্বে মগ্ন, মোরা তুচ্ছ নর—
কি পাপে সে লভিব না হেন আশীর্ব্বাদ ?
থাকে বটে, সিন্ধু-বক্ষে অগণ্য রতন
কিন্তু তা' নগণ্য যথা মুকুতার কাছে
ইস্‌লাম-চন্দ্রিকা পদে তেমতি সকলি
হীন-গর্ব্ব খদ্যোতের সম হয়ে আছে ;
ডুবি ডুবি এ অতল বিশ্বের সাগরে
যে ধরম মণি মোরা পেয়েছি হেলায়,
সেই জ্যোতিঃ জগতের দাও ঘরে ঘরে
বিলাইয়া প্রাণে প্রাণে ; হোক্ সত্যময়
বুঝুক জগত ঠিক্ এসেছে আলোক
পথ ভ্রান্ত পথিকেরে দেখা'তে সু-পথ।
নর-জন্মে দেবতার লভহ আসন
সানন্দ অন্তরে সেবি ইস্‌লাম চরণ!"

*　*　*

নিরবিলা সাধু শ্রেষ্ঠ ; বহুক্ষণ পরে
কি যেন ভাবিয়া পুনঃ লাগিলা কহিতে—
"হে অনাদি আগুশক্তি করুণা-নিলয়—
আজি এই মরুভূমে আঁধার শর্ব্বরী
সকলি লভেছে গৃহে সুখের শয়ান,
একমাত্র দাস প্রভো! পরিচর্য্যা হেতু—
এই দাঁড়াইয়া আছে,—বারেক চাহগো

অধম জনার এই বিষাদিত মুখ।
অতুল মাহাত্ম্য তব ওহে প্রাণময়!
রক্ষ আজি দীন জনে রুদ্র তেজ দানে;
মায়াবাদী ব'লে লোকে করয়ে লাঞ্ছনা।
বিক্ষত শরীর বটে, কিন্তু তবু মন
তব আজ্ঞা পালিবারে আছে নিয়োজিত!
যেই বলে র'ক্ষেছিলে তায়েফ-প্রান্তরে
ভ্রান্ত পৌত্তলিক করে; যেই দয়া ঢালি
হাশেম বংশের প্রাণে রক্ষেছ আমারে,
আজি পুনঃ দাও প্রাণে সেই আত্মত্যাগ
শিখাইতে তব নাম প্রতি ঘরে ঘরে!
"অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত প্রাণ—
শত ধন্যবাদ তবু তব মহিমায়;
যেই শক্তি উদেছিল মারিতে আমায়
তাতেই তাহারা আজি পেয়েছে বিলয়!" (১)

* * *

"জ্যেষ্ঠতাত ভাসাইয়ে গিয়েছেন শোকে—
সে উদ্বেগে একেবারে না হতে শমিত
আবার হৃদয় ভেদি বজ্রাঘাত কেন,
তবে কিহে পরীক্ষিছ বিশ্বাসের বল?
ভেঙ্গেছে হিয়ার সুখ নিরাশ পাথারে
তাহাতে তোমার নাম না পারি প্রচারি!
মিশাইলে কীটোদরে সে চর্ম্ম প্রতিজ্ঞা (২)

(১) পাপিষ্ঠ কোরেশগণের কু-অভিসন্ধি অত্যল্প কালের মধ্যে গৃহবিবাদে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যে হাশেম বংশের সাহায্য আশায় উৎফুল্লিত হইয়া তাহারা এ কার্য্য করিয়াছিল, হজরতের উপর অতিরিক্ত অত্যাচারে তাঁহারা তাহাদিগকে (কোরেশ দলকে) পরিত্যাগ করিলে, তাহারা ভগ্ন মনোরথ হয়। পরন্তু পূর্ব্ব শৌর্য্য বীর্য্যের অবসান হয়।

(২) এই চর্ম্ম প্রতিজ্ঞা দ্বারা কোরেশগণ শপথ করিয়াছিলেন যে, যত দিন হাশেম

পুনঃ জ্বালাইলে অগ্নি কদাচারি দলে,
মনোবাদে গৃহশত্রু ক'রে পরস্পর
করিলে ভস্মেতে শেষ !—দিলে রসাতলে
তা' হলেও ক্ষুদ্র এই কাল নাগ ছানা,
একদিনে বিনাশিতে পারে শতজনা !"

*   *   *

"আমি একা—তুমি মোর সুখে দুঃখে সাথী।
যেই শক্তি অন্ধকার পর্ব্বত গহ্বরে
কোলে আবরিয়া ধরি রেখেছিল মোরে
শান্তির বিশাল রাজ্যে ; আজি তাহা কোথা !
আরো মনে হয় প্রভো ! সেই কাল নিশা
পরিশ্রান্ত হ'য়ে যবে গিরি পাদমূলে
যোড় করে করেছিনু বল ভিক্ষা নাথ,
রক্ষেছিলে সেই কালে কোরেশীর করে
ফল-জল দিয়া দান।—
চির শত্রু যেই—
না মরিয়া তারি হাতে পাইনু জীবন,—
তুমি ভিন্ন এই লীলা কে বুঝিবে বল ?
শূন্য—আঁধারেও হেরি তোমার যতন
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নাম করিনু স্মরণ !"

*   *   *

বংশীয়েরা হজরতকে ত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহাদের সহিত বিবাহ, বাণিজ্য, আহার, বিহার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। (৬১৮ পৃঃ)। আশ্চর্য্যের বিষয়, হাশেম বংশীয়েরা তখনও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, কেবল কুটুম্বত্বের অনুরোধে তাহারা এতটা অত্যাচার সহ্য করিতে ছিলেন। কোরেশগণ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থের প্রলোভনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেও, এ হেন পুণ্যাত্মা জগদালোককে তাঁহারা কাপুরুষদিগের হস্তে দিতে স্বীকৃত হন নাই। এই প্রতিজ্ঞাপত্র কাবা-মন্দিরে ছিল। অধিক দিন এক স্থানে থাকায় কীট দষ্ট হইয়া নষ্ট হয়।

"উপেক্ষিত, অনাদৃত অতি ঘৃণ্য আমি
স্বদেশের ঘরে ঘরে,—নাহি হেন স্থান
কেবল ভূ-ধর ছাড়া ; জুড়াতে হৃদয়।
বন্ধুহীন—প্রীতি শূন্য শোচনীয় মনে
কেবল তোমারি নাম সুখের সান্ত্বনা ;
সুদূরে খ্রীষ্টান-রাজ ইস্‌লাম তনয়ে
ধর্ম্মে উৎপীড়িত হেরি হইয়া সদয়
আশ্রয় দিয়াছে মরি ! অর্থ প্রলোভনে
পিশাচ কোরেশ দল পারেনি ভুলাতে,
সেই মহা শুভক্ষণ পুনঃ মনে হয়
যে দিন যাথ্রেববাসী ষড় মহাজন
ইস্‌লামের গূঢ়-মর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
নবাশার স্বর্ণালোক দিয়েছিল জ্বেলে
আমার নিরাশ হৃদে। আরো জান প্রভো!
অই সে মেলার দিনে দ্বাদশ যাথ্রেবী
করেছিল যবে হায় সত্য ধর্ম্মাশ্রয়,
নাচিয়া উঠিয়াছিল আমার হৃদয়
বাসন্তী পবনে যথা লতিকা দোলয় !"

* * *

"আবার আবার মনে হয় সেইক্ষণ
দ্বি-যাম আঁধারে যবে আকাবা-কন্দরে—
অগণ্য যাথ্রেববাসী, লভি নব প্রাণ
নগণ্য প্রাণের মায়া দিলা বিসর্জ্জন,
শুনি সে বিকট রব "কালি পাবে ফল
ত্যজিলে যেমন আজি পূর্ব্ব ধর্ম্ম বল"
না ডরিল ! পরদিন যম-অত্যাচারে
চাহিয়া তোমারি মুখ স'য়েছিল তা'রা
সে মহা-যন্ত্রণা ! তুমি হইলে সদয়

তা'রা না করিল কেহ আত্ম সমর্পণ !
দূরে গেল যাথ্রেবের পুতুলের খেলা
তোমাকে লইয়া সবে আনন্দে মাতিলা !"

* * *

"কিন্তু মনে এই তাপ জ্বলিল তখন
স্বদেশ রহিল অন্ধ—পাইল বিদেশ
ইস্‌লামের সু-প্রভাবে নব চক্ষু দান
তাই বুঝিবার তরে তাহাদের সাথে
একা আমি বেঁধেছিনু আমার জীবন ;
দূরে গেল মৃত্যু ভয়,—বার্দ্ধক্য জড়তা—
ধরমে অধিক যেন বুঝিল মমতা !"

* * *

"নিরাশ্রয়—দীন হীন এ ভব মণ্ডলে
কে আছে আমার মত ? তবু কৃপানিধি !
ধন্য এ তাপিত প্রাণ, ধন্য জন্ম হবে
যদি পারি জ্বালাইয়া যাইতে আগুন,
আমার মৃত্যুর (ও) পরে পুড়িবে জগত ;
অথবা যেমন, সুদূর যাথ্রেব ভূমে—
লভিয়াছে নব-প্রাণ লক্ষ নাগরিক,—
তেমতি যদ্যপি পায় তোমার করুণা
আমার এ ক্ষীণ-কণ্ঠে একটু বিস্তৃতি,—
ভুলে যাব শোক-দুঃখ যত অত্যাচার
ক্রন্দনের শেষে পুনঃ হাসিব আবার !"

* * *

"লীলাময় ! তব লীলা বুঝিব কেমনে,—
সেই অসম্ভব কথা—সুখ-নিশা-যোগে
যখন লভিয়াছিনু তোমার পরশ
অতুল নন্দন বনে,—অপ্সরী বেষ্টিত !

মোহ-মধুরতা ঢালি স্বপনের মত
কত কি সুখের কথা সমাপিলা আহা!
অবশ—অসাড় অঙ্গ দিব্য জ্যোতি হেরি
কেবল চাহিয়া র'নু তব মুখ পানে!"

* * *

"অস্তমিত আজি হায় সে সৌভাগ্য-রবি—
অতীত সে পুণ্য মাস—স্মৃতিতে অঙ্কণ;
মু'ছে গেছে দু'দিনের সেই সুখ-রেখা
ভেঙ্গে গেছে জীবনের সোণার স্বপন!
পুনঃ নিরাশ্রয় আমি দুরন্ত সংসারে,
পদে পদে দেখি প্রভো জীবন সংশয়,
সত্যের আলোক দেখি উদিতে ধরায়
পেচক কোরেশ কুল মুদিয়াছে আঁখি।
দিনে দিনে পলে পলে আমার মরণ—
শাণিত কৃপাণ-তলে হ'তেছে কল্পনা।
আজি ভীম রণ-স্থলে বধিবারে মোরে
করিয়াছে কুমন্ত্রণা না বুঝিয়া তারা;
দাও সাধু-মন্ত্র-বিন্দু আজি তাহাদেরে
লভুক নূতন আলো,—আঁধার জীবনে,
বুঝুক "নাহিক কেহ ঈশ্বর ব্যতীত—
এ জগতে দাস আমি তোমারি প্রেরিত!"

* * *

স্তব্ধ অন্ধকার ভূমি—স্তব্ধ ধরাতল,
আঁধারের দেহে মিশে বিশ্ব-চিত্রখানি
কেবল অনতিদূরে ছিল দাঁড়াইয়া!
আবার যেমন নিশা হইল তেমন
প্রগাঢ়,—প্রবল ভয়। যেন রে রাক্ষসী
গ্রাসিয়া সে কালমুখে তাবত জগৎ

থেই থেই নাচিতেছে ঢলিয়া ঢলিয়া !
ঘুমন্ত ভাবিয়া বিশ্বে,—কিন্তু ভয়ে ধরা
আঁধারে মিশেছে আহা সব একাকার ! !
এহেন ভীষণ কালে আকাশের পথে
কে যেন নির্ভীক হৃদে করিলা ঘোষণা—
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" কররে সাধনা" ! !
"দীন দীন সত্য দীন হবে মহম্মদী দীন
পাপ তাপ দূরে যাবে জনমের তরে,
আলোক পরশে যথা আঁধার পলায় তথা
হাসয়ে প্রকৃতি দেবী রক্ত-বিম্বাধরে !
অবসাদ হয় যথা পুনঃ অবসান
তেমতি ইস্‌লামে ধরা পাবে নব-প্রাণ" !
"সৃষ্টির আদিম কালে যে ধর্ম্ম অবনী ভালে
করিয়াছি সাধ করে চির প্রতিষ্ঠিত,
এই তার শেষ নবি (মোহন স্বর্গীয় ছবি)
আসিয়াছে ধরা পরে, আমার প্রেরিত।
যম-দণ্ড পাবি হায় তারি এই উপেখায়
তোরা রে কীটাণুকীট অতি তুচ্ছ নর
কেন না ভজিয়া সত্য হয়েছিস্ মোহ মত্ত
কেন রে লভিস্ এই বংশনাশী বর ?
তোরাই ডুবিবি ওরে তোরাই ডুবিবি—
না ডুবিবে ইস্‌লামের নবোত্থিত রবি !"
"প্রলয়-পয়োধি-নীরে ধরা যবে ধীরে ধীরে
লভিবে অনন্ত শান্তি অনন্ত নির্ব্বাণ,
তরিতে এ মহাসিন্ধু ইস্‌লামই প্রকৃত বন্ধু
রহিবে জগতী তলে সুখের নিদান!
আত্মত্ত উজলা বেশে— বরঞ্চ বিস্তৃতি শেষে—
ইস্‌লামই করিবে রাজ্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে,

সে মহান্ তাপ ভরে নিষ্প্রভ হইবে ডরে
কল্পিত ধরম যত,—শুনি বীর দাপে!
ভাই ভাই মোস্লেমেরা সুখ-আলিঙ্গনে,
ত্রিদিবের সুখ-শান্তি আনিবে ভুবনে!"
"আমার আকার নাই নিরাকার সব ঠাঁই
স্থান ভেদে তবে আমি সব রূপে আছি,
ওদের যে কায়া আছে ওদের যে ধ্বংস পাছে
তা' কি আর ভাব নাই?—সব মিছামিছি!
প্রলুব্ধ মনের ভুলে অন্ধ বিশ্বাসের ছলে
যা'দেরে রেখেছ করি অন্তিমে কাণ্ডারী,—
দুরন্ত কালের ঘায় তাহাদেরি আগে হায়
ডুবিয়া যাইবে ওরে ভগ্ন ধর্ম্ম-তরী!
প্রাণ হীন ধূলী তারা' ক্ষণস্থায়ী ভবে—
এখনি রয়েছে খাড়া এখনি মিশাবে!"
"মনে কিনা পড়ে আজি সেই মহা ভোজবাজি
যে দিন প্রণয়াস্পদ জন্মেছে আমার,
মহান প্রলয় বলে লুটিয়া ভূতল তলে
কি দশা হইয়াছিল তোদের ধাতার!
জ্যোতির্ম্ময়ী জলদাভ সুশীতল হেম নিভ
প্রজ্জ্বোল মোস্লেম-রাণী নামিয়া ধরায়—
দুঃখ তম বিনাশিয়া সুখ-সূর্য্য সমুদিয়া
শোভেছিল জগজুড়ি মরি কিবা ভায়!
দ্রুত ইরম্মদ বেগে সেই সে তপন।
দেখ না উদিছে ধরা করিতে রক্ষণ"!!
অপূর্ব্ব পুলক আসি ব্রহ্মাণ্ড লয়েছে গ্রাসি,
ফুটিছে সুধাংশু হাসি অই ঝলমলা,
ওরে রে পিশাচ নর তারে কেন অনাদর
করিতেছ পাপ-সুখে হইয়া উতলা।

আয় সবে হাসি হাসি আনন্দে যাইতে ভাসি
অজর অমৃতনদে—ধরিয়ে ইস্‌লামে,
আয় কোলে ওরে মূঢ় দেখাই সে ভাব গূঢ়
পিয়াস নিবারি মোর দয়াময় নামে।
আমি সত্য, সব মিথ্যা দেখরে ভাবিয়া
এখনও বাঁকা পথ চলহ ছাড়িয়া!"
আমি রে জগতপাতা সুখ-শান্তি মোক্ষদাতা
আমি স্বর্গ—আমি তীর্থ আমি ধর্ম্ম সার,
একেলা অনন্ত বল ভ্রমিতেছি অবিচল,
আমি প্রেম—আমি কাম্য—আমি একাকার!
একত্বে করিয়া সন্দ হইয়া জীবন অন্ধ
উন্মাদ সাজিয়া তোরা যাস্ কারোদ্দেশে,
তোদেরে পাগল দেখে শেল বিঁধে মোর বুকে
তোরা যে মোহিনী বলে পড়েছিস্ ফাঁসে!
পাপের কুহকে এবে যেয়ে হেসে হেসে।
অবহেলে আমারে যে হারাইবি শেষে!"
"দেখ্ ঐ মোস্লেম রাণী কোটী মরকত মণি
দিয়েছি আদরে আমি পরায়ে গলায়,
এই সত্য সনাতনী পতিত-পাবনী-ধনী—
কেমন পবিত্র জ্যোতি—ঢালিছে ধরায়।
সে দিন কি মনে হয় যে দিন সে দূত চয়
হতগর্ব্ব হয়েছিল এই তেজ কাছে,
জ্বলন্ত সত্যের স্পর্শে এ প্রাণ সঁপিয়া হর্ষে
আজো রাঙ্গাপদ-দুটী বুকে ধরি আছে।
কোরেশ কুলের মণি বীরেন্দ্র কেশরী—
আপনি ওমর(ও) ধন্য অই পদ ধরি!
"সত্য সনাতন পথ এই সে স্বর্গীয় রথ
এখন তেয়াগ তবে পাপের কল্পনা,

অলীক স্বপন সুখে কেন রে ডাকিস্ দুঃখে
স্বেচ্ছায় সৌভাগ্যমণি হারায়ে আপনা!
আমি এক—অংশ শূন্য লভহ অশেষ পুণ্য
আমাকে ধরিয়া ধ্যানে জীবনে-সম্বল,
এক সুরে বিশ্ব-সাধা আমাতে সকলি বাঁধা
মিথ্যা গর্ব্ব কর কেন স্মরি দেব বল?
পাথরের গড়া ওরা অসার মূরতি
মানুষের হাতে যে রে লভিয়াছে স্থিতি!"
"আমার পবিত্র গ্রন্থ মহান্—উদার মন্ত্র
ধররে মস্তকে এই পবিত্র কোরাণ,
লভিয়া আধ্যাত্ম তত্ত্ব হও জীব প্রেমোন্মত্ত—
দেখ আমি তোমাদের কত দয়াবান্?
অসার সংসার মাঝে বৃথা দেবতায় পুজে
পাপ-পথে বৎসগণ করোনা গমন,
নিত্য-শান্তি- সিন্ধু স্বামী প্রতি রন্ধ্রে দেখ আমি
মহাশক্তি মৃত্যুঞ্জয় বিপদ বারণ!
এস সনাতন পথে ভজরে ইস্‌লাম,
ত্যজ প্রস্তরের পুজা, হওরে নিষ্কাম!"
"এক ভিন্ন দুই নাই রূপে গুণে রসে তাই
দেখিতেছ আমাকেই মিশিয়া থাকিতে,
অমৃত পিয়িতে যদি আশা থাকে নিরবধি
নম এসে ইস্‌লামের রাঙ্গা চরণেতে!
দুষ্কর ব্রতের শেষে আমাকেই ভালবেসে
আমার "আমিত্ব' টুকু দেও রে বিলায়ে,
চাহিয়া আমার মুখ পাশর সকল দুঃখ
অনায়াসে ভব-সিন্ধু যাও রে এড়ায়ে।
শক্তিহীন প্রস্তরের বৃথা উপাসনে
কেন ক্ষয় করিতেছ অমূল্য জীবনে?"

ত্রিভুবন বিমোহিনী পুনঃ হ'ল দৈব বাণী
ব্যোম-পথে কি সুন্দর মৃদুল ঝঙ্কারে,
সু-কোমলা তর তর কিন্নরীর কণ্ঠস্বর
এক সঙ্গে আহা শত বীণার সুস্বরে !
"ন্যায় ধর্ম্ম নাহি যেথা কি হবে থাকিয়া সেথা
চ'লে যাও নিশাযোগে আজি দেশান্তরে,
আজি হ'তে তেয়াগিনু ভাগ্যরবি ডুবাইনু
পাপ-ভূমি আরবের নরক মাঝারে !"
রূঢ় কণ্ঠে তূর্য্য নাদ হ'ল সঘনন—
"আজি হ'তে তোমাদেরে করিনু বর্জ্জন !"
বিশাল শূন্যের ছায়া জ্যোতির্ম্ময় স্নিগ্ধ কায়া
ঘন-সৌদামিনী কোলে রোষভরে হেসে
বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত প্রায় প্রেরিত গৃহেতে ধায়
আত্মহারা—ভাবে ভোলা প্রেমের পরশে !
ঘোরতর অন্ধকারে অজানিত হাহাকারে
বিশ্ব যেন কত শোকে উঠিল কাঁদিয়া,
প্রকৃতি স্তবধ হয়ে হতাশে দেখিল চেয়ে
'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রবে যেন কাঁপিল শ্বশিয়া।
ফেনিল শোণিত খেয়ে চামুণ্ডা রূপেতে
নামিলা অলক্ষ্মী যেন কৃষ্ণ-পক্ষ-রথে !
তখন নির্দ্দয় স্বরে সুদূর অম্বর পরে
সুমধুর নৈশ-শান্তি করি আলোড়ন
কে যেন গর্জ্জিল ক্রোধে (সাধ্য কার শক্তি রোধে)
"অজ্ঞানতা অন্ধকারে ডুবিলে যখন,
তোমাদের যত গর্ব্ব হরিনু তখন !"

——o——

তৃতীয় সর্গ।

আবুসুফিয়ানের বিলাস-কক্ষ।

ভীম প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে বিজলী-সুন্দরী
দ্যুতিল দ্যুলোক জুড়ি, কি অশ্রাব্য রোল
পিশাচ তাণ্ডব নৃত্য ;—চপলা চমকে—
বাড়ব অনল যথা সাগর জীবনে,—
অথবা বিধাতা যেন পথভ্রান্ত গণে
রোষান্ধ নয়নে চেয়ে করিতে নিধন
দেখাইছে ভয়,—আহা তবু নরগণে
সত্যের সরল পথ দেখে না নয়নে !

* * *

হেনকালে আরবার অদূর পর্ব্বতে
রুদ্র তেজে মহাবজ্র গর্জ্জিল ঘর্ঘরে
কাঁপিল ধরণীধর,—কাঁপিল মেদিনী—
ভাঙ্গিয়া পড়িল যেন বিস্তৃত আকাশ—
একেবারে ধরণীর বক্ষ আবরিয়া !
একটা বিকট ভাব ভেদি অন্ধকার—
করিছে ভীষণ খেলা। পুনঃ অমানিশা—
ঢাকিছে কালিমা দিয়া প্রকৃতি বয়ান
মরুভূ ল'ভেছে যেন অনন্ত শয়ান !

* * *

বিচ্ছিন্ন-বারিদ দল হ'য়ে সচঞ্চলা
শন্‌শনি ছুটিতেছে,—উদ্দাম-প্রসারে,
বিধাতার গুপ্ত কোন অভিশাপ ল'য়ে
বিকট স্বর্গীয় দূত আসিছে ধাইয়া—

করে ধরি বজ্র-যষ্টি ; ঘোরা অমানিশা
তাহারি দাপটে যেন উঠিছে শিহরি,—
কাঁপিছে ত্রিলোক ! তাই তারকা-নিকর
লুকায়েছে প্রাণ ভয়ে,—দূর দূরলোকে !

* * *

আঁধারে আঁধার মিশি চৌদিশির আজি
অনন্ত নরক-নদে ঘটেছে নিরয়,
অবিরাম বজ্রপাত—কড় কড় নাদে
ফাঁটে বুঝি কর্ণ-রন্ধ্র,—মূর্চ্ছিতা বসুধা !
স্তব্ধ যেন দিগঙ্গনা,—উর্ব্বীরুহ দল
দূরে দূরে দাঁড়াইয়া হেরিছে নীরবে
উন্মাদ—উৎসবে মগ্ন শ্মশান ধরার
প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গ ! একি এ সময়ে
ওরা কে, কিসের তরে বসিয়া সদলে
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেছে ? কাল-মূর্ত্তিগুলি
কোন্ পাপ লালসায় হেন দুর্য্যোগেতে
ভাসিছে সুরার স্রোতে একত্র সকলি ?
নিশ্চয়—নিশ্চয় এই নরাধমগণ—
নিভাইতে যাবে আজি ইস্লাম তপন !

* * *

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ কক্ষ উজলিয়া
মাতোয়ারা সভাজন চন্দ্রাতপ তলে—
আরক্ত নয়ন দ্বয়,—কাঁপে ওষ্ঠাধর
কাঁপে যথা কামোন্মাদ অনঙ্গ-সন্ধানে—
বিলাসিনী রসিকার সোহাগ-পরশে !
অদূরে তাহারি মাঝে বৃদ্ধ এক জন
সে আমোদে মাতিয়াছে, কি বিভৎস খেলা !
হেন ভয়ঙ্করী নিশা,—ঘোর অন্ধকারে

অচেতন যবে বিশ্ব শান্তি-নিকেতনে,
হা বিধাতঃ! এ সময়ে কে এরা খঙ্গিয়া
ঢালিছে কাঞ্চন-পাত্রে বারম্বার সুরা?
বসুমতি!—হে আরব, "যাও রসাতলে,"
লইও না এত পাপ পাতি বক্ষস্থলে!

* * *

কেমন? এখানে না কি উঠে মা সঙ্গীত
রমণীর কম কণ্ঠে?—এবে কিবা দেখি—
ঢালে সুরা? নাচ, পিয়, সানন্দ-অন্তরে;
কিন্তু জে'ন হতভাগ্য—ওরে সুফিয়ান—
যেই পাপে আজি ধরা হ'ল কলুষিত
সেই পাপে কোরেশের ঘটিবে বিলয়।
"পৌত্তলিক কোরেশের" ডু'বে যাবে নাম
একান্ত এবার ধাতা তোমাদের বাম!
বৰ্দ্ধিত শোভনা। আহা ঘুঙ্গুর শিঞ্জনে
তালে তালে রাগ-মুগ্ধ কোমল চরণ—
ধরণীর বুকে বুকে সুখে আলিঙ্গিয়া
কেমন মধুর ধ্বনি তুলিছে ফু'টায়ে!
মনে হয় মূৰ্ত্তিমতী কলা-শিল্প নামি
একখানি চিত্রপটে দিতেছে জীবন;
চারি দিকে সু-বসন্ত মদনের মেলা
চারি দিকে সুকুমার সৌন্দর্য্যের খেলা!

* * *

বৈদুর্য্য মণির মত সুচারু চুমকি
রমণী সবার। তাহে স্বর্ণ-দীপ-জালে
হইয়াছে উদ্ভাসিত—ঝলসে নয়ন!
শত রুধিরাখ্য মিলি পূর্ণ দুটী গালে
আরবার পড়িতেছে,—পশে না নয়ন

এত কি সুন্দর! যেন,—রূপ, রসে মিশি
শতধা ফাটিয়া ধরা দিতেছে হাসা'য়ে।
অর্দ্ধস্ফুট কলি সম নব-গন্ধ-ভরা
নাচিছে বসন্ত সুখে মানস-বিহরা!

* * *

পাঠক! আবার অই রবাব সেতার
কেমন মধুর তালে হ'তেছে ধ্বনীত।
কোকিল-কূজন জিনি মধুর কাকলী
গ্রামে—গ্রামে—খলখলি তরঙ্গ উল্লাসে
কেমন উধাও স্বরে মাতাইছে প্রাণ;
রিনিকি ঝিনিকি অই শুন নুপুরের,
চল তবে এক বার হেরি এ আমোদ
সরস সুধার রস সঙ্গীত প্রধানে,
করি চিত্ত বিনোদন;—নিত্য হাহাকারে
পরাণ হ'য়েছে ভস্ম কঠিন সংসারে।

* * *

মঞ্জু-নিকুঞ্জ ছাড়িয়া, কে কোথায় পশে
স্বেচ্ছায় কণ্টক-বনে; তাই লো কল্পনে
কেন বঞ্চ এ সৌভাগ্যে? চল না সুন্দরি!
এক বার দে'খে যাই এ সুখের ছবি।
তুমি ত আমার সখি প্রিয় সহচরী,
আমারি সন্তুষ্টি শুধু মাগ যদি তুমি
তবে কেন অনুরোধ না রেখে আমার
ফিরিছ গৃহেতে? চল একটু দেখিয়া—
আবার আপন পথে যাইব ফিরিয়া!

* * *

একি—একি! উঠে যদি আমোদ-লহরী
প্রেমের তুফানে, তাহে এত ব্যভিচার

অভিনীত হয় কেন ? পাপের ধারায়
ভাসিছে সহাসে সবে সমাসনে ব'সে ;
যুবক কি বৃদ্ধ তার নাহি কোন ভেদ—
সকলি তন্ময় ভাবে,— সকলি বিহ্বল !
লো সুন্দরি ! কোথা যাও বাঁকাইয়া আঁখি
উড়া'য়ে অঞ্চল খানি ? ঢাক ঢাক রমে !—
বিবস অবশ অঙ্গ। অয়ি বরাননি !—
নাচ—নাচ—হাস হাস—এইবারি শেষ
এইবারি গেয়ে পিয়ে মিটাও পিয়াস,
অই দেখ কাল-মেঘ ভবিষ্য-আকাশে
কেমন ভীষণ ঘটা করেছে সরোষে ;
চূর্ণ হবে অহঙ্কার—দূরে যাবে পাপ
আরব এবার হবে মুক্ত-অভিশাপ !

* * *

ওরে রে জেহেল পাপি !—তুইও কিরে আজ
প'শেছিস্ কাম-রঙ্গে ? রে কামুক পশু,—
আজি শেষ, আজি হবে তরঙ্গ-উল্লাস
একেবারে চির রুদ্ধ !—কি জানিস্ পাপি,
যুগে যুগে যে আগুন দিয়েছিস্ জেলে—
আরবের জীর্ণ বুকে। সেই ভস্মানলে
আজিকে পুড়িতে তোরা এই আগুয়ান্ ;—
সম্বর—সম্বর এ কি ?—মেঘের গর্জ্জনে
একেবারে পশিতেছ বামা—উপাধানে ?

* * *

আবার রমণী-কণ্ঠে উঠিল ঝঙ্কার,
আবার উজল গৃহ পূরিল বামার—
কল কল কাকলীর উচ্ছাস কল্লোলে।
এ কি পুনঃ ?—তুমি কেলো বিজলী গঞ্জিনী.

জেহেলের পাশে ব'সে ? চিনেছি চিনেছি—
বলে কিম্বা ছলে পাপী ভুলায়ে তোমারে,
ভাসাইয়া কুল-মান সতী ধর্ম্ম তব
এনেছে পাপের তরে। হাস অভাগিনী
ক্ষণিক পাপের মোহে। মনে রেখ হায়—
হাসিলে ক্রন্দন শেষ রয়েছে নিশ্চয়!

* * *

চলুক চলুক নাচ—গাও—গাও গান,
চঞ্চল চরণ-পদ্মে খঞ্জন জিনিয়া
কর লো আনন্দ-নৃত্য ; কোকিল-কূজনে
উরলো বসন্ত-রাণী সু-কোমলা ধনী
করাও একটু পান কামের মদিরা
কামুক জেহেল তরে ;—কোকিল জিনিয়া
গাহ লো পঞ্চমে গান অয়ি বিনোদিনি !
কর শেষ আজি মনোরঞ্জন সবার
ঢালিয়া মদন-মন্ত্র—কটাক্ষের শরে ;
কামের পরাগ-মেখে দেহ-খানিময়,
ভুলাও—ভুলাও শেষ পাপীর হৃদয় !

* * *

নেত্র-নিলোৎপল-ছন্দে মধুপের দলে
হাসিতে,—খাইতে মধু তোমার যৌবনে,
ডাক সখি বঁধুয়ায় চুমুক অধর
বিলোল কটাক্ষ হানি ;—বিবসনা হ'য়ে !
পাপ—পাপ—মহাপাপ,—কি এ "পশু ভাব"
উলঙ্গ নিতম্ব কটি রমণী সবার ! !
নাচিছে উন্মত্তা হ'য়ে—অচেতন মদে ?—
যাও যাও সুখ-নিশা হে'র না এদিকে,
এ পাপে মজিয়া আর ক'রো না বিশ্রাম,

কামের আশ্রয়ে তুমি। পৈশাচিক রসে—
বেষ্টিয়া রমণী-অঙ্গ—চুমিছে অধর!
বাসনা-সলিল মাঝে হৃদি-সরোসিজ
কাম-গন্ধ মাখি অই হয় বিকশিত,
কি শুনিবে,—কি দেখিবে—যাও শান্তিরাণী
তোমার কর্ত্তব্যে ফিরি—তোষিতে মানবে
ত্যজিয়া এ পাপ-ভূমি সুখের বাসবে।

* * *

আবার—আবার মরি সে স্বর-লহরী
উঠিল কাঁপায়ে কক্ষ। পড়িল ঢুলিয়া
অবশ জ্রেহেল পাপী। ধরি সুফিয়ান
কহিলা তুলিতে কোলে রূপসীর তরে—
ধরে যথা রাজহংসী বেষ্টিয়া মৃণালে
সু-বঙ্কিম গ্রীবা-মূলে—হৃদয়েশ ভাবি
তেমতি। উঃ! সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ হ'ল
বিপ্লাবিত বক্ষস্থল,—ভাসে শ্মশ্রুরাজি
প্রবল সুরার স্রোতে। উৎকণ্ঠ-অন্তরে
সজোরে চুমিল পাপী বামার অধরে!

* * *

মনোসিজ!—ফুলময়!—হে বসন্তবীর!
এই যে নীরস ভূমি কঙ্কর প্রান্তরে
দ্বিপ্রহরা বিভাবরী নিদ্রিত ভুবন
শান্তির শীতল-কোলে। হে দেব, কেমনে—
এখানেও পশিয়াছ ফুল-ধনু-করে?—
নাশিতে বিবেক-রাজা কাম-সৈন্য-বলে!
ধন্য তুমি,—আর ধন্য তোমার এ খেলা
তুমিই জগত খানি করিলে বিহ্বলা!!!

অনেক্ষণে বামা-কণ্ঠে উঠিল ঝঙ্কার
"হে রজনি! সুখময়ি,—হে জীমূত ছায়া!
সকলি র'য়েছ আজি, নাহি সে কেবল
আমার হৃদয় রাজ। হও গাঢ়তর;—
আমি কাঁদি, কি করিব জন্মেছি যখন
কেবলি এ ধরাতলে করিতে ক্রন্দন!"
গান থামিল বামার। আহা! অই দেখ
বৃদ্ধ আবুসুফিয়ান কহিছে সোহাগে:—
"লো মোহিনি! এস হৃদে—এস একবার,
জুড়াও তাপিত প্রাণ;—আর না ভামিনী,
হানিও নয়ন-বাণ! এস গো পূরাই
জন্মের সাধনা মম,—কামের বাসনা,
একটু বুকেতে ধরি চরণ দু'খানা!!

* * *

এক নয়,—অই দেখ সবারি কোলেতে
একটী দুইটী ফুল—রক্তিম-বরণা
বসিয়া রয়েছে স্থির,—উলঙ্গ-বদনা—
উলঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ! একি দৃশ্য-পৈশাচিক
কেহ চুমে,—কেহ ধরে বক্ষে আবরিয়া।
কেহ বা মূর্চ্ছিত; শুধু আবু-সুফিয়ান
অস্থির—উন্মত্ত—র'সে! চারি দিক ঘেরি
জড়িত ভাষার স্রোত পড়িছে উথলি
পূর্ণ বসন্তের রাজ্যে—অনঙ্গ-সন্ধানে।
হেরিছে আঁধার পাপী তাবত জগত
কামের মোহের কাছে। তুচ্ছ ভাবি মনে
অতুল এ সিংহাসন,—ছার রাজ্য-ধন!
কামনা রূপিনী কত সৌন্দর্য্যের খনি
জ্বলিতেছে দক্ দক্, বাসন্তী পরনে।

ফুটে যথা অৰ্দ্ধস্ফুট গোলাপ কলিকা।
অথবা চম্পক ; বরষা বিধৌত হ'য়ে
শোভে যথা বিভাময়ী নবীন যৌবনে !
আধা-ফুটা সকলেরি তেমতি যৌবন,
তেমতি চঞ্চল হাসি,—আকর্ণ নয়নে
ফুটিছে বিদ্যুৎ-বেগে ; পুনঃ মিশে যায়
কামের মোহিনী বসে। কাঁপে দুরু হিয়া।
কেহ বা বৃদ্ধের দেহে পড়িছে ঢলিয়া।

* * *

কি আশ্চর্য্য ! যেই বৃদ্ধ দিবসে সভায়
কঠোর বজ্রের ভাষে গর্জ্জিল হুকারী ;
সেই এবে ঢুলিতেছে মাতাল হইয়া
ভাবিছে না কি ছিল সে হইয়াছে কিবা !
না ডরিছে জগতের কল-কোলাহলে—
বুকে ধরি যুবতীরে চাপিছে আবেগে
এ কেমন রঙ্গ ?—নাহি পারিনু বুঝিতে !
ওরে মূঢ় ! এ বয়সে রসিকার সনে
সাজে কি রে হেন খেলা ?—রসের উৎসব !
বিভোল যুবক হেন হইয়া অধীর
নিমগ্ন প্রণয়-তীর্থে মদন-পূজায় ?
দেশ-কাল-পাত্রে দিলি পাপের কালিমা।
ডুবাইলি কাল-রাত্রে আরব গরিমা !

* * *

এইবার কিবা ভাবি চকিত নয়নে
কহিলা সকলে বৃদ্ধ "শুন বীরগণ !
তৃতীয় প্রহর নিশা হ'য়েছে আগত,
আর না বিলম্ব সহে—লহ করবাল—
লহ অসি—বধ আজি ধর্ম্মের অরাতি !

অমর করহ নাম অবনী মাঝারে
রাখিয়া দেবের মান—অরপি জীবন
দেখাও উজ্জ্বল চিত্র—ত্যাগের মহিমা।
শিখাও নিষ্কাম-ধর্ম্ম জগতের ঘরে!
সার্দ্ধ-শত বর্ষ যারে বলে কি কৌশলে
পারিনি করিতে নাশ আজি সেই দিন—
সেই শুভক্ষণ আজি বধি আততায়ী
লভিব শান্তনা। হা!—হা! বুভুক্ষু কৃপাণ
শান্ত হবে ইস্‌লামের করি রক্ত পান!"

* * *

"পারিব না"—মুখে নাহি তুলিও কখন।
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিতে বিসর্জ্জন
যেই আঁরবের সুত অতি তুচ্ছ গণে,—
নাহি ডরে শমনের কাল-বিভীষিকা
তা'রা হ'বে হতবীর্য্য মোহাম্মদ কাছে?
পলাবি—পলাবি যদি রণে ভঙ্গ দিয়া
কি সুখ পাইবি প্রাণে; কোন্ মুখ ল'য়ে
আবার আসিবি ফিরি আরবী সমাজে?
মরণ—মরণ—তুচ্ছ সরম হইতে
এই ভেবে ক'র কাজ, কি কহিব আর
বীর্য্য বলে বলীয়ান্—বিচক্ষণ যাঁ'রা
তা'দেরে অধিক কিবা কহিব গো আর,
জগতে থাকে না যেন ইস্‌লামের নাম
কর্ত্তব্য ভাবিয়া সবে ক'রো আত্মদান।"
সুরা উত্তেজিত কণ্ঠে কহি এ সকল
সদর্পে ত্যজিলা বৃদ্ধ বিলাস-মহল!

* * *

গভীর ত্রিযামা। স্তব্ধ বিশাল প্রকৃতি
গম্ভীরে অশুভ মিশি সৌন্দর্য্যের দেশে,
কি প্রলয় কাল-ছবি !—একাকার শুধু
নির্জ্জনতা চারি পাশে—প্রগাঢ় আঁধারে !
আকাশে চন্দ্রমা নাই, নাই সে চকোর
এ পাপ-নিশীথে। আছে শীতল পবন
প্রকৃতি অঞ্চল-প্রান্তে করিতে ব্যজন !
হেন কালে মন্দিরের দ্বারদেশ হ'তে
"জয় দেবতার জয়" হ'ল আচম্বিতে ! !

* * *

ভীম প্রভঞ্জন এবে হয়েছে শমিত
কেবল আঁধার আছে বিশ্ব-বক্ষ-ঘেরি
নীরবে শুইয়া ! দেখে উপজয়ে ভীতি
এমন নীরস শোভা,—প্রেত-পুরী হেন।
সেই আঁধারের কোলে সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া
"জয় দেবতার জয়" উঠিল ভাসিয়া !

* * *

আবার যেমন নিশা হইল তেমন,
গর্জ্জিল কোরেশদল,—শিহরিল ক্রোধে ;
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে অরাতি নাশিতে
সে আঁধার ভেদ করি—জীবন সংগ্রামে।
আজি আঁধারের রাজ্যে—পাপ-কোলাহল,
ছুঁইতেছে কোরেশের জীবন-আকাশ,
প্রতিধ্বনী—সে শবদে উঠিছে শিহরি,
পুণ্য-প্রীতি চ'লে গেছে ধরা পরিহরি !

* * *

কহিলা আবার বৃদ্ধ "একান্তই যদি
পরাজিত হই মোরা তবু তার পদে

নাহি দিব বিসর্জ্জন স্বাধীনতা ধন।
ছি,—ছি,—ছি,—ছি, একি কভু হয় রে সম্ভব?
ক্ষীণ সে ইস্‌লাম-শক্তি দলিতে যাইয়া
পরাজিত হব? ভীত কাপুরুষ হেন
বুঝিব প্রাণের মায়া—শত্রুরে ছাড়িয়া!
কে তবে মোদের মত হতভাগ্য আর
কি কহিবে লোকে? বল কোন্ মোহাশায়
আবার এ কাল মুখে ফিরিব সেথায়?"।

* * *

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চলিল সবেগে
উলঙ্গ কৃপাণ করে; বহুক্ষণ পরে
লাগিলা কহিতে পুনঃ "হে রথীন্দ্র দল!—
এই খানে অপেক্ষহ সকলি তোমরা
আমিও এখান হ'তে সাধিব স্ব-কাজ;—
সকলের প্রয়োজন দেখিনা যাইতে
মুষ্টিমেয় ইস্‌লামেরে দলিতে আসিয়া!"
দশনে দংশন করি ওষ্ঠ-প্রান্ত খানি
কম্পান্বিত সেনাপতি বসিলা আপনি!

* * *

ভীত আবু-সুফিয়ান কাঁপিল তরাসে
কি যেন স্বর্গীয় ক্রোধে—মনের বিকারে
ঝরিল দু'বিন্দু অশ্রু সেই অন্ধকারে
না দেখিল কেহ,—শুধু বিশ্ব অধিপতি
দেখিলা পাপীর এই পূর্ণ অধোগতি।
আবার সাহসে পাপী কহিল সবায়,—
"কেন তবে আছ আর পুত্তলিকা প্রায়,—
যাও সবে,—একেবারে কর আক্রমণ,
নতুবা চৌদিক বেড়ি করহ বেষ্টন!"

অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত আকাশ পাতাল
কেবল নক্ষত্রমালা তখনো নীরবে
কত কি অশুভ-গাথা ছিলা ভাবিবারে,
চলিলা কোরেশ-সৈন্য। অত্যাশ্চর্য্য এ কি ?
বসিয়া পড়িল সবে—চলে না চরণ
কি করিবে আক্রমণ ?—নাশিবে অরাতি !
সত্য কি ভৌতিক কেহ না পারে বুঝিতে।
সম্মুখে-বিপদ হেরি—ত্রস্ত সেনাপতি
সাহসে বাঁধিয়া বুক উঠিল চীৎকারি—
"আজিকে পরীক্ষা শেষ। যাবে কি যাইব।
বেষ্টিয়া দু'খানি গৃহ থাক নিশাকাল,
প্রভাতে "নমাজ" তরে হ'লে নিষ্কাষণ
চির-জনমের মত করিও নিধন !"

*　　*　　*

দাঁড়াল কোরেশ-সৈন্য নায়ক-অ জ্ঞায়,
স্তম্ভিত কর্ত্তব্য-পথে—দলিতে শত্রুরে।
কিন্তু কি বুঝিবি ওরে পাষণ্ড কামুক
বিধাতা সহায় যাঁর,—অপ্সরী-কিন্নরী
চৌদিক ঘেরিয়া করে আনন্দ বর্দ্ধন,
শিরে শোভে মহা-জ্যোতি। পবিত্র পৃষ্ঠেতে
"মোহ্‌রে-নবুয়ত" ভাতে ;—সেই লোক-গুরু
বিধাতার পরাণের বান্ধবের তরে
কে নাশিবে ?—আপনারে স্বহস্তে নাশিতে !
কে করিবে পরিষ্কার নরকের পথ
একান্ত বিবেকশূন্য তোদের মতন !
ইস্‌লাম—ইস্‌লাম-সূর্য্য নাশি কুহেলিকা,
দেখ্‌রে কেমনে আনে প্রেমের বাহার,
উজ্জল ধরায়,—পাপ করিয়া সংহার

"ভয় নাই—ভয় নাই, আমি আসিয়াছি,
রক্ষিতে এ রুদ্র-তেজে, তুচ্ছ সুফিয়ান
কি সাধ্য তোমারে নাশে? যাও ধর্ম্মবীর
করহ পালন আজ্ঞা করিয়াছি যাহা।"
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ধ্বনীলা পর্ব্বতে
বিধাতার বিকট সে মহান হুঙ্কার!
উঠিলা সস্মিত মুখে বিভোল প্রেরিত,—
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় গন্ধে পূরিল চৌ-দিশি,
ত্রিলোক জুড়িয়া হ'ল আলোক সঞ্চার,
পূজিলা মানসে সাধু সে মনো-প্রতিমা;
কাঁপিল পাপীর হিয়া, নিভিল সাহস
সুধাংশু নিষ্প্রভ যথা দিনকর করে—
তেমতি এ পূত-বীর্য্যে—কি দৃশ্য ভীষণ!
ব্যোম-পথে ব্যোম-চর নামিলা সহাসে
উত্তরিলা সবে পুণ্য-পুরে। পদভরে
কাঁপিল আরব-বক্ষ থর থর থরি!!
কোমল পবিত্র স্বরে মহা ভাববাদী
তোষিলা দেবেন্দ্র-দূতে, শান্তি-হস্তচ্ছায়া
ভাতিল-ভূতলে-শূন্যে ভয়ঙ্করী রূপে!!

চতুর্থ সর্গ।

হজরতের পুরী-দ্বারে।

ঘোর অন্ধকার নিশা—নিথর প্রকৃতি,
সুপ্তি মগ্ন চরাচর,—কৃষ্ণাঙ্গী ধরণী
ঘন-ঘনঘটা-ব্যাপ্ত,—জীমূত ছায়ায়
থেকে থেকে শিহরিছে বিরহী বিজলী,—

দেখাইতে হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুন।
উন্মত্ত প্রণয়ী যথা প্রিয়ার বিরহে
চকিতে চমকি উঠে, স্মরণে শিহরে
পরাগ-পবন পেলে স্বপ্নাহত হেন
"এসেছ,—এসেছ" বলি ধরে আবেগেতে,
সেই মত চমকিছে আশার তাড়নে!

* * *

নীরব শর্ব্বরী তাহে নিবিড় জলদে
আরো গাঢ়তর যেন করেছে মেদিনী,
ধরিত্রীর সুস্থচিতে গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া
অশান্তির ধারা যেন হ'তেছে বাহিত!
সুখময়ী নিদ্রাদেবী প্রতি ঘরে ঘরে
বিরাজিত শিয়রেতে সন্তান-সোহাগে,
ক্রোড়ে ক'রে,—আশ্বাসিতে জীবন সংগ্রামে
সুখের কল্পিত-চিত্রে স্বপ্নের আড়ালে!

* * *

আঁধার আকাশ-তলে কাদম্বিনী কোলে
মুদিছে নয়ন তারা; কৃষ্ণবাসে দিশি
শুনাতে এসেছে আজি পাপ-রঙ্গালয়ে
মরণের কথা; তাই নৈরাশ্য-বিজলী
গগন-গবাক্ষ ভেদি উঠিছে ফুটিয়া।
দূর-ভবিষ্যতে কোন অমঙ্গল স্মরি
ভাসাইতে দুঃখ-স্রোতে, কাঁদাইতে ধরা
স্বরগের দেব-দূতে পরিবিষ্টা হ'য়ে
এ নর-নরক মাঝে; বিষাদ হুঙ্কারে—
মরণ সঙ্গীত গেয়ে হাসির ছলনে—
অলক্ষ্মী নামিলা যেন অশুভ-ক্ষেপণে!

দেখিলা প্রেরিত ;—ঘেরা চৌদিকে অরাতি
তূণ বাণ হস্তে কেহ,—কেহবা গরবে
কোদণ্ড টঙ্কারে দূরে ! উলঙ্গ কৃপাণ
ঝনান্ ঝনৎ রবে উঠে ঝক্‌ঝকি।
বীর-মদ প্রহরণে গম্ভীর নির্ঘোষ
নীরব বিমান-বায়ু উঠিছে বিদারি।
প্রতিশব্দে—কাঁপে ত্রাসে তুঙ্গ মহীধর
কানন-কন্দর। ঘোর কোলাহলে বিশ্ব
অচেতন ;—একি স্বপ্ন! নীরব অবনী।

* * *

তখনো ভাসিত গৌর-মূরতি বিরাট
অনম্বর পথে ! ঋষি কহিলা সহাসে—
—"উঠ বলি মহাবলী, হে বীরেন্দ্র আলী,
লহ মোর দেহ-বাস,—ঢাক বর-বপু।
বিদায়,—বিদায় শেষ পাপ-ভূমি হ'তে
মদিনায়। আছে প্রাণের দোসর মম
আপনি সিদ্দিক। থাক একাকী মক্কায়,
গতি-বিধি লক্ষ্য কর শত্রু-কোরেশীর।
অই দেখ চারিদিকে এ কাল-নিশিথে
কি মোহন-মেলা ! আহা দয়াময় আজি
কি মাধুরী ঢালিছেন ! প্রভো ! রক্ষ দীন-জনে
অকূল এ ভবার্ণবে। কল্যাণ হে,—এস
একবার ; দয়াদানে উরগো—ভিক্ষুকে
দেব ! আমি হতভাগ্য তাইতে নারিনু
তোমারে পূজাতে হেথা। তবে কি এসেছ
আশ্রিতে রক্ষিতে আজি ? ভাল, ভাল দেব!
অভয় হে ! একবার দাও পদ-ছায়া

প্রচারি মাহাত্ম্য তব; ধন্য হোক প্রাণ
এ ধরার। তব নাম করি কীর্ত্তিমান!"

* * *

সস্নেহে উত্থিত হ'ল সুস্বর-লহরী
তরঙ্গে তরঙ্গে। আহা, সুতানে কিশোরী
গাহিল কি রস-রাগ! অম্বরের পথে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—তোষিতে প্রেরিতে
কহিলেন মহারূপ,—"কি ভয় তোমার
হে সুহৃদ! মর-লোক বিনাশক মোরে
লোকে বলে। আমি উর্ব্বী-পতি। একবার
এই পাপে ডুবাইয়ে ধরা, করেছিনু
ছারখার। বারিধারে মহান্ প্লাবনে (১)
ডুবে ছিল নরলোক। আরো জান সখে!—
প্রেয়ময় নামে আমি পরিচিত লোকে
ত্রিদিব-রক্ষক। আমারি কৌশল-বলে
পুণ্যাত্মা "নুহেরে" আমি রক্ষেছিনু ধরি
রাতুল চরণ-দলে,—জানে তা' জগত।
সাধিল এ মহাব্রত—ইস্‌লাম-প্রচার
ঘরে ঘরে! বিশ্ব জুড়ি এ চরণদল
পূজিল। আমিও হইনু সুখী। আহা
পুনঃ পাপাচারে ধরা আঁধারে ডুবিল?
আমি দুঃখান্তক। জীবের মঙ্গল মোর
পদে বাঁধা। এই দেখ মিটাই এখনি
পাপীর মন্ত্রণা-জাল। এস বুকে ধরি—
বিপদ-তারণ নাম করি রে সফল!"

(১) এই বিশ্ব-ব্যাপী জল-প্লাবনের বিষয় ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জ্বলিল সহসা যেন অমর ভুবন
ক্ষীরোদ আবাস। জ্যোতির্ম্ময় মিশাল সুদূরে
চক্‌মকি! থর থর কাঁপিল নন্দন
যথা ঘোর ভূ-কম্পনে। মানস-মোহন
কাঞ্চন আসনে হেসে ঢালিলা কি স্নেহ
বিদারি অম্বর-গর্ভ,—বিজলী চমকে!

*

মহোৎসবে—মহানন্দে মহেন্দ্র-চরণে
নমিলা প্রেরিত-শ্রেষ্ঠ; তরুরাজি দূরে
শ্বসিল তা' শুনি যেন,—কুজনিল যথা
নিকুঞ্জে-বিহঙ্গকুল মঙ্গল-নিক্কণে।
সমীরণ বহিল স্বননে। উত্তরিল দূত,—
অরিন্দম রথী যথা রথচক্র-ধরি
দুর্ব্বার আহবে মাতে। ঘোর-নাদে নাদি
নিশঙ্কিলা প্রিয়জনে আশু-আশঙ্কায়।
কহিলা সুমতি পুনঃ—"হে দয়াল প্রভো!
ঘোর অন্ধকার নিশা, নিদ্রিত ভুবন
নিদ্রিত শত্রুতা এবে; তবু দেখ অই
পাষণ্ডেরা বধিবারে আমার জীবন
করিতেছে উঁকি-ঝুঁকি। দেহ হেন বল
রক্ষি যেন এ বিপদে তোমার প্রসাদে
অমর—অক্ষয় বরে!
এই ভিক্ষা শেষ
জগতে থাকে না যেন তিমিরের লেশ!"

* * *

নীরবিলা নবিবর। মহা রাজেন্দ্রজ
রুদ্র-মূর্ত্তি অপস্বয়া,—বিমোহন রূপে
স্বপ্নাহত প্রেরিতের কর-পদ্ম ধরি

দেখাইলা পথ। হেরি লীলা-মুগ্ধ আলী
প্রীতিদ-তরঙ্গ-ভঙ্গ। স্বীয় বস্ত্র খুলি
পরাইলা বর-অঙ্গে। বাহিরিল নবি
প্রতুল প্রমোদ-সুখে,—আনন্দ-বিভোর।
ঝলসিল চর্ম্ম-চক্ষু, না দেখিল অরি
প্রেরিতের অন্তর্দ্ধান গবাক্ষের পথে!
কে যেন স্নেহের স্বরে কহিল আবার—
"সুপ্রসন্ন,—আমি সখে, এই পিছে পিছে
চলেছি তোমার। তুমি ডরো না শত্রুরে;
তোমার সহায় আমি।—দীনের সম্বল।
ন্যায়েরি ছায়ায় মম পরিপুষ্ট দেহ,
তাই এ অভয় নাম; তাই সে প্রলয়ে—
বিচারিব পাপ-পুণ্য সে মহা হাশরে (১)
পাপীর।—পুণ্যাত্মারে করিব বরণ
সুখের মাধবী-ভরা বসন্ত-পীযূষে
তোষি—সুখ-ভূমি-প্রমোদ-প্রসাদে।
কোটি মরকতমণি উজলিবে যথা
কৌশেয় বসনে। গাবে বসন্ত আনন্দ
মদন-মোহিনী শত, কণকে-কৌস্তুভে
মহান্ সে কারুকার্য্য। স্ফটিক আবাসে
ঝরিবেক ঝর ঝর পীত-লালে-নীলে
বিজলীর হাসি সম প্রণয়ের হাসি!
ঝলিবে মুকুতা চারু মলয় সমীরে
ফুটিবে কলিকা-দল। অমৃত-ভাষিণী
ধরিয়া সখার গলা মজিবে হরষে
স্ফুট পারিজাত-বনে। মন্দাকিনী ধারা
নন্দনের পাদ-মূলে;—কি শোভা অতুল!"

(১) ইস্‌লাম ধর্ম্ম-শাস্ত্রোল্লিখিত সেই শেষ পাপ-পুণ্য বিচারের দিন।

প্রভাত হইল দেখি দুর্জ্জন কোরেশী
রোধিল প্রবেশ দ্বার। যেন মহম্মদ
কোন মতে নাহি পারে এড়াইতে হাত।
পাপ-চক্ষে পাপীগণ দেখিল চাহিয়া,
কেহ নাই,—আছে এক যুবক (১) শুইয়া!

পঞ্চম সর্গ।

পার্ব্বত্য-পথে।

নিদাঘ-শর্ব্বরী-অন্ত, স্নিগ্ধ- সমীরণ—
চুম্বিয়া লতিকা-বক্ষ বহে ধীরি ধীরি,
শান্তোজ্জ্বল পূর্ব্বাসার ভাতিলা পূরবে
নাশিতে বিশ্বের তমঃ,—হাসিলা প্রকৃতি
আনন্দে দোলা'য়ে শির; নিকুঞ্জ বল্লরী
সে উৎসবে মাতিলেক যেন এ ধরায়
সুখের স্বপন পে'য়ে! এ হেন সময়ে
দূরে,—অতি দূরে শ্রান্ত পান্থ দুই জন
আরোহিছে সন্তর্পণে, কভু দেখা যায়,
কভু বা পার্ব্বত্য-পথে অলক্ষ্যে মিশায়!

* * *

অতিক্রমি দুরারোহ তুঙ্গ-শৃঙ্গ-পথ
চঞ্চল-চরণ-ক্ষেপে পথিক-যুগল
সম্মুখে গহ্বর-দ্বার পাইলা দেখিতে;
যেই প্রবেশিতে তাহে হ'ল অগ্রসর

(১) এই যুবক বীর-কেশরী হজরত আলী (ক, ত, ।)

অমনি প্রবল রবে কাঁপিল পর্ব্বত
দূরে অশ্ব-পদ-শব্দে,—বীর-দম্ভ-ভরে!
দেখিলা পশ্চাতে ফিরি শাণিত ছুরিকা
পিপাসার শান্তি আজি করিতে ধরায়
মূর্ত্তিমান যম-করে শোভিতেছে হায়!

* * *

সঙ্গীকে করিয়া লক্ষ্য কহিলা অপরে,—
"মহম্মদ! অই দেখ শত্রু সম্মুখেতে!
এবার নিবিবে হেথা জীবন-প্রদীপ—
কর সদুপায়!" "আর সদুপায় কিবা
আপনি মহান্ তিনি নিত্য-সঙ্গী জীবে
ভয় কি সিদ্দিক! দেখ চারিদিকে চেয়ে,
ব্রহ্ম তেজে ব্রহ্মময়; মোরা তাঁর দাস,—
জীবন-মরণ যাঁর শুভ-অভিলাষ!"

* * *

স্মিত-নেত্রে পর্ব্বতের নির্জ্জন-প্রান্তরে
হেরিলা সিদ্দিক এক অপূর্ব্ব মাধুরী,
সে মাধুরী ভোগ যোগ্য,—উপমা-বিহীন
বর্ণ-গন্ধ-ময়ী-চিত্র কাব্য-শিল্প-কলা
পরাজিত তার কাছে; যে বুঝে সে বুঝে
সে চিত্র কোথায় পা'ব এ হিয়ার মাঝে!

* * *

দ্রুতবেগে ছুটিতেছে মত্ত-বীর-দল
সম্মুখের দিকে,— ছুটে যথা বাণ
বলবান কিরাতের মৃগ-মৃগয়ায়!
লক্ষ্য নাহি চারি পাশে যেন কোন আশে
উন্মত্ত,—উদ্‌ভ্রান্ত প্রায়। সফল হইলে
আবার গৃহাভিমুখে ধাইবে সকলে!

গেলা চলি বীরবৃন্দ, বিপন্ন পথিক
সকৃতজ্ঞ-চিতে বন্দি বিধাতৃ-চরণ
কহিলা আপন মনে ;—"হে অভয় প্রভো !
—সত্যের সরল পথে সত্য-প্রচারিতে
পাঠা'য়েছ যেই দাসে,—আজি দুঃসময়ে
রক্ষিলে চরণ-তলে কি মায়া-হৃদয়ে !"

* * *

এই সেই গার-হোরা—এই সেই পথ
এইখানে এক দিন জগতের গুরু
ছিন্ন বস্ত্রে, ম্লান-মুখে ফকিরের মত
অন্ধকার গুহা-তলে প'শেছিলা হায় !
এইখানে মহামতি সিদ্দিকের করে—
দংশিলো বিষাক্ত সর্পে—রক্ষিতে নবিরে !
আত্মত্যাগ হাসি-কান্না এক সঙ্গে মেলা
অভিভূত করে হায় মোস্লেমের প্রাণ !
প্রবল শত্রুর অস্ত্র নিবারিতে বিভু
ঊর্ণনাভ-জাল-তলে কপোতের ডিমে
ভ্রান্তি উপজিলা যেথা কোরেশীর হৃদে !
নমরে মোস্লেম সেই পুণ্য-গার-হোরে
ধন্য হও প্রণিপাতি কালসাক্ষী থরে !

* * *

পাঠক ! ফিরিয়া চল দেখি এক বার
মক্কায় কি হইতেছে !—হেথায় সকলে
প্রেরিতেরে না পাইয়া সিদ্দিকের গৃহ
লুঠিলা দস্যুর মত। বীরবর আলী
শত্রু-হস্তে বন্দীকৃত ! পর্ব্বতে-পর্ব্বতে—
গৃহে-গৃহে কোরেশিরা খুঁজি খুঁজি কার

অন্বেষিলা নবিবরে ; যে দিবে সে শির
লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার পাবে সেই বীর !

* * *

কোথায় প্রেরিত আজি ?—কোথায় শক্রতা
নির্ব্বাপিত হবে ? শুধু ভ্রান্ত কোরেশীরা
স্বদলে কলহ করি আত্মদ্রোহে জ্বলি
নিবারিছে ক্রোধ ;—যথা সারমেয় দল
আহার্য্য পাইলে মুখে ভুলে আত্ম-পর !
হায়রে ! সুমতি-হৃত উদ্‌ভ্রান্ত কোরেশী
কত দিন র'বে অন্ধ ?—জ্বলিবে না হৃদে
ইস্‌লামের তেজস্কর একত্ব-অনল ?
উঠিবে না এক তানে—এক মন্ত্র-ধ্বনী
"আল্লাহু আকবর" ! ঘোর বজ্র নাদে—
ইস্‌লাম লভিবে রাজ্য শক্র দলি পদে !

* * *

তিন দিন তিন রাত্রি অক্লান্ত-বিক্রমে
হুহুঙ্কারে বীরগণ ফিরিলা চৌদিশি
না পাইলা মহম্মদে। স্তব্ধ নর নারী
এ সংবাদে ! হত-গর্ব্ব মূর্খ কোরেশীরা
ভাবিল,—সত্য কি তবে দেববলে বলী
মহম্মদ ?—না,—না,—মিথ্যা প্রবঞ্চনা সব,
যাদু-মন্ত্রে ভুলাইছে ইস্‌লামের নামে
পাষণ্ড-দলেরে ! এই মোদের দেবতা
কত কাল যাঁহাদেরে সেবিয়াছি সুখে
লভে'ছি কামনা ; কত মনের বাসনা
সফল যাঁদের বরে ; তাঁহারা থাকিতে
একেশ্বর আর কেবা হইবে মহীতে ?

নির্জ্জন গহ্বর-গর্ভে হেথা মহম্মদ
ইস্‌লাম-তরণী-বক্ষে ভাসিছেন সুখে
এ বিপদ-পারাবারে। বিমুগ্ধ সিদ্দিক
নিরত ইস্‌লাম-সুধা করিবারে পান;
চাঁদের সুধার-ধারা চকোর যেমতি
সাগ্রহে করয়ে পান,—তেমতি সিদ্দিক
উৎকর্ণ হইয়া সেই প্রত্যাদেশ-বাণী
শুনিছেন অন্ধকারে! জ্বলিছে আলোক
হিয়ার মাঝারে,—যথা গুপ্ত খনি মাঝে
উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড করে দীপ্তি দান
নির্ম্মল বিভায়;—আহা সেই দিব্য জ্যোতি
ইহকালে পরকালে থাকে যেন সাথী!

* * *

পরিশ্রান্ত শত্রু সেনা প্রাণপণ করি
ফিরিলা গৃহের-পথে; অবকাশ পে'য়ে
ত্যজিলা প্রেরিত সেই অন্ধকার গুহা!
—দুর্ব্বার সে থর-গিরি ভীম গারহোরা
ঘোর অন্ধকার-ব্যাপ্ত ধূম্রময় দিশি
বিশুষ্ক স্খলিত-পত্র মর মর রবে
উপজয়ে ভীতি! আহা হেন প্রেত স্থানে
শত্রু হস্তে সুরক্ষিলা ইস্‌লামেরে বিধি!

* * *

প্রভাত-প্রকাশে সাধু উষ্ট্র আরোহণে
ধীরে ধীরে ধরিলেন মদিনার পথ,
হেন কালে চমকিয়া দেখিলা সিদ্দিক
ধাইছে কোরেশী পুনঃ,—রক্ষা নাহি আর
দুর্নিবার গিরি-পাশে! হেরি প্রভুবর
কহিলা সিদ্দিকে ডাকি—"আজি দেখ চে'য়ে

ইস্‌লাম কেমনে বাঁচে শত্রু-করে হেথা ;
অসময়ে অস্ত্রহীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসীর
কেমনে রক্ষয়ে প্রাণ জগতের পতি !
ভয় নাই,—অই দেখ স্বরগের দ্বারে
হাসিছেন বিশ্বনাথ দে'খে কোরেশীর
এ আস্পর্দ্ধা। চিরদিন জানিও অন্তরে
অন্ধকার নাহি র'বে আলোকের রড়ে !

* * *

তীক্ষ্ণাগ্র-সুদীর্ঘ বর্শা এখনি পড়িবে
প্রেরিতের বুকে ;—অই,—অই পড়ে বুঝি
সারাকার দৃঢ়কর ইস্‌লামের বুকে !
—মুহূর্ত্ত,—মুহূর্ত্ত আর,—গেলা বুঝি হায়
ইস্‌লাম-চন্দ্রিমা অস্ত। একি বিপরীত—
ভূমিতলে কেন বীর পড়িলা ঢলিয়া
স্খলিত তুরঙ্গ-পদ ;—শুষ্ক মুখে কেন
যাচিতেছে ক্ষমা-ভিক্ষা ? প্রেরিতের পদে
কি বেদনা তা'র ? না,—না তা'নয় তা'নয়
সত্যালোক পে'য়ে আজি আঁধার হৃদয়
হাসিয়া উ'ঠেছে বুঝি ! ধন্যরে ইস্‌লাম
নাশিলি অরাতি আজি বিনা-রক্তপাতে
আনিলি একত্ব-সুধা পিয়াতে জগতে !

* * *

শত্রু-জয়ে আত্মদান করিয়া সারাকা
ফিরিলা গৃহের মুখে ; শান্তি-প্রত্যাশায়
প্রেরিত, সিদ্দিক সাথে গেলা মদিনায় !

ষষ্ঠ সর্গ।

মক্কা ;—আবুসুফিয়ানের গৃহে।

"দেবতায় অবিশ্বাস? একেশ্বর কে সে?
কি বিশ্বাস, কি বন্ধন,—কি মন্ত্র তা'দের
বুঝে না হৃদয়! প্রাণ ল'য়ে দিন রাত
খেলা ; তাইতে আমরা দেখ নির্ব্বিকার মনে
দেবতার আরাধনে ডুবি। সুখ-দুঃখ
নিরাশায়—আশার আলোকে,—বহু দূরে
দূরলোকে মনে হয় ধ্রুব তারা হেন
জীবনের। না বুঝিয়া যা'রা সে ইস্লামে
সঁপিয়াছে উপহার দুর্লভ জীবন
চির-অন্ধ ভ্রান্ত তা'রা। কি জানি তা'দের
কি উপায় হবে? আহা মুগ্ধের জীবনে
ভুল এত সত্য হয় ভাবিনি স্বপনে!"

* * *

"এ সংসার সুখময়। প্রেমের বারতা
পীব-কণ্ঠে-উছলিত,—নির্ঝরের প্রায়
আমাদের বুকে বুকে!
এ সুখ তেয়াগি—
কোথায় দুর্ব্বোধ-স্বপ্নে হতাশের প্রায়
মাগিতে যাইব ভিক্ষা, ইস্লামের পদে?
সুখ আছে,—আমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে
কেন যাচি দুঃখ তাহে? অমৃতে স্বেচ্ছায়
হলাহল ঢালি নাহি দিব কোন কালে!
অন্ধের করের যষ্টি এ পূজা মোদের
সদা পুণ্যে,— সদা প্রেমে, মৃদু-কল্লোলিত

অমৃতের গন্ধময়। লালসার রেখা
পলে পলে ঢালে তীক্ষ্ণ উন্মাদনা আনি
সৌন্দর্য্যের সাথে।
মোহ-মুগ্ধ নহি ;—
অথচ জাগ্রত হ'য়ে স্বপ্ন হেন ভাবি
ধরি বুকে আবরিয়া। কি আছে ভিতরে
ভয়ে কিম্বা স্নেহে তাহা করি না বাহির
বিশ্বের এ রহস্য-সুন্দর!
এই সুখ,—
এই প্রেম, থাকে যদি নিত্য বিকশিয়া
কোরেশের দগ্ধ-হৃদে ; তবেই তাহারা
একটু লভিবে শান্তি। এ পথ ছাড়িয়া
কোন্ মূর্খ যায় বল ইস্‌লামে ভজিতে ?
থাকে যদি গাল-ভরা প্রাণ-ভরা হাসি,
থাকে যদি প্রেয়সীর সুন্দর যৌবন ;
বাসনার আধা-আধি ;—অপূর্ণ আশায়
কেন বিসর্জ্জিবে বল কাপুরুষ-প্রায় !"

* * *

কম্পিত,—রোধিত-শ্বাস বক্তার বদন (১)
ক্রোধে আরক্তিম যথা মন্দারের ফুল,—
সারহীন ;—শুধু আছে টুক্‌টুকে রং
শুধু আছে অহঙ্কার। দে'খে মনে হয়,—
পাপ যেন হিংসা ল'য়ে লজ্জায় ঘৃণায়
হলাহল ঢালিতেছে মোহিনী আবরে !!
ওদিকে আকাশ-পথে—বজ্র সু-গম্ভীরে
প্রত্যাদেশ প্রকাশিল জীমূত-মন্দ্রনে :—

(১) এই বক্তা—মদিনা নিবাসী আবদুল্লা-এব্‌নে উব্বে। সভায় মদিনার য়িহুদিগণ ও কোরেশীরা সমভাবে যোগদান করিয়াছিল।

"পাপ আছে ; পুণ্য আছে,—দেখ্‌রে কোরেশী
লয় আছে, স্থিতি আছে, উন্নতি-আনতি।
আজি তোরা বুঝিলি না, পুণ্য কা'রে বলে,
বুঝিলি শুধুই পাপ, না চিনিলি মোরে!
শুষ্ক ফুলে মজিলি রে ;—গুপ্ত রন্ধ্রে খুঁজি
আমি মধু,—প্রেমময়,—না দেখিলি তাহা।
অসারে মজিলি হায়, না চাহিলি সার—
চর্ম্ম চটিকার হেন পাপের তিমিরে
ছুটিলি আলোক-অন্ধ।
এ কি এই প্রেম
এ পথ—ও পথ শুধু ব্যবধান মাঝে।
নারিলি রক্ষিতে সত্য ;—অসত্যের ঘোরে
কলঙ্কিত ধর্ম্ম-ছবি দেখালি ধরায়,—
তথাপি আমার প্রেমে মজিলি না হায়!"

* * *

"বু'ঝে দেখ্‌,—বিনা দোষে দণ্ডি না রে আমি
অবোধ শিশুর মত নিত্য পায়ে ঠেলি—
অনিত্য ক' দিন আর পূজিয়া রহিবি?
ইস্‌লাম ; আমারি শক্তি,—আমারি কল্পনা
ও আলোক এ পথেতে জ্বালিয়াছি আমি।
বিশ্ব-বক্ষে-ব্রহ্ম-ছায়া, আমারি বিকাশ
আয় রে সাধের-সৃষ্টি মোর কোলে হাস!"
প্রেমে মজি—প্রেমময়—স্নেহের ঝঙ্কারে,
আশ্বাসে তুষিলা যেন পাপীর উদ্ধারে!

* * *

স-গর্ব্বে উলঙ্গ অসি করি আস্ফালন
কহিতে লাগিলা সুফি ;—"বৃথা কেন আর
বিবাদ করিয়া মরি! কি সাধ্য তাহার

আমরা থাকিতে করে ইস্‌লাম-প্রচার !
ভীত,—পলায়িত সে ত দূর,—মদিনায় ;
বুঝেছে এবার অন্ধ (?) দেবতার বল,
দেব-ভক্তি কত উচ্চ। তাহার "খোদায়"
এ রাজীব বর-পদে কে গণে কোথায় ?"

* * *

"অস্ত্র-শস্ত্রে সু-সজ্জিত হও বীরগণ
আহারীয় আহরণে ছুট দিকে দিকে।
সিরিয়া দেশেতে চল সঞ্চয়িতে বল
আমি নিজে সঙ্গে যাব বণিকের বেশে !
নব বলে বলীয়ান্ দুর্জ্জয় কোরেশ
মাতে যদি এক বার সমর খেলায়,
মাতঙ্গ সে কীট তুল্য নগণ্য-বিবেচি
যমালয়ে করে তার শেষ পিণ্ড দান !"

* * *

"মদিনার সিংহাসন ঘুচাইব তার,
ঘুচাব প্রচার-সাধ,—মিশাব ইস্‌লাম।
মূল হীন জীর্ণ তরু পড়ে যথা ভূমে
তেমতি বিলুপ্ত হবে অঙ্কুরেই পাপ !
অনুরাগে,—দেব বরে লভি আশীর্ব্বাদ
বিমল শান্তির রাজ্যে নিবসিব সুখে !"

* * *

"সাধু" "সাধু" রবে গৃহ হইল ধ্বনীত,
বসিল প্রাচীন পাপী—স্থির সু-গম্ভীর
শান্ত সিন্ধু যথা। কত আশা বুকে নিয়ে
হাসিতেছে কল্পনার সুকোমলা কোলে।
ভিত্তি নাই—শূন্য-পথে রাজ-হর্ম্ম্য গড়ে
এহেন অভাগ্য নর কে আছে সংসারে ?

সহাসে উঠিল পাপী জোহেল এবার,—
উঠে যথা প্রণয়ের মদির পরশে
কামোন্মত্ত নরকের কীট। কাঁপে অঙ্গময়
থর থর থরি; তবু সাহসে নির্ভরি
কহিলা:—"হে বীরগণ! বৃদ্ধ সুফিয়ান
যেই উপদেশ আজি দিয়াছে সবায়
অতি সদুপায়! এবে নহে সমীচীন
কাহারো দ্বিরুক্তি কিম্বা বিলম্ব ইহায়!
পাপ যদি দূর হয়, শান্তি যদি ফিরে
প্রাণ সম অর্চ্চনায় বিঘ্ন না ঘটিলে
পৃথ্বীতলে কেবা সুখী আমাদের মত?
কোষোন্মুক্ত ধর্ম্ম-অসি স্পর্শ করি আ'জ
সকলি প্রতিজ্ঞা কর,—ইস্‌লাম ধ্বংসিতে;
কুশাঙ্কুরে ক্লান্ত করে অত বড় করী,
মানুষ নারিব মোরা নাশিবারে অরি?"

* * *

প্রবল প্রবাহ যথা কলকলি ধায়
শুনি তথা এ সকল ছুটিল কোরেশী,
পাপের কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে মূঢ়গণ—
না ভাবিল ভবিষ্যৎ;—এ সত্য কেমন!

———o———

সপ্তম সর্গ।

মদিনা ;—হজরতের মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণে।

পূর্ণ-গর্ব্বা ধরণীর সতৃষ্ণ চাহনে
চারি দিক পাণ্ডু বর্ণা—অর্দ্ধ অন্ধকার
বিরস মলিনা অঙ্গে ; দু' চারিটী তারা
মিটি মিটি জ্বলিতেছে কিন্তু দীপ্তি হীন ;
উদাসিনী প্রকৃতির অলস কাতর
রোগজীর্ণা ছবি খানি করে মর মর
কখন কি হবে তার নাহি কোন ঠিক ;
শুধু অশ্রু প্রবাহিনী, শুধু হা হুতাশ
জীবনে তাহারে যেন করিছে নিরাশ !

* * *

অয়ি দিগঙ্গনে ! অয়ি সৌন্দর্য্যের খনি—
অয়ি বিধাতার ছবি—লো চারু-আননি !
এই দেহ লতিকার সুঠাম সুন্দর
চিকন-কাচুলী পরা রাগ-রস ভরা
কোমল চার্ব্বঙ্গে সতি ! কি আমি দেখিনি ?
এইখানে কত জ্ঞান, কত কি বিজ্ঞান
কত দর্শনের কথা, কত ইতিহাস
অতীতের স্মৃতি-মাখা অশ্রু-উপহার
হেরেছি হৃদয় জুড়ি ; বসন্ত-কাননে
কখন ভ্রমর হয়ে—এই কবি-বেশে
সৌন্দর্য্যের উপাসনে নিভৃত কান্তারে
কত নদী-তীরে কত কুঞ্জ-উপবনে
বেড়ায়েছি লো মানসি মহা-আরাধনে ;
আত্মহারা প্রেমোন্মত্ত—(যদিও পাগল)

কিন্তু দেবি! বল দেখি কেমনে ভুলিব
সে চির সৌন্দর্য্যরাশি,—আবক্ষ আবরি
অতৃপ্তির মাঝখানে আধেক ধেয়ানে
ভাঙ্গিয়া যা' প'ড়ে থাকে?—কেমনে তা ভু'লে
বেড়াব অকূলে ভেসে? তুমি পরিচিতা,
তোমাতে আমার কাম্য, পূজার-দেবতা
হেরিতেছি রন্ধ্রে রন্ধ্রে; দাঁড়াও লো দেবি
আমার মানস মাঝে অনন্তের রূপে
সাধনার পুরস্কার। করাও লো পান
একটু প্রেমের সুরা, শিখাও কবিতা
দেহ লো কবিত্ব-বিন্দু এ অধম জনে;
যাই চ'লে যাই অই সংসারের পথে
তোমার বিরাট রূপ ল'য়ে মনোরথে!

* * *

কল্পনে লো! চল আজি পুনঃ মদিনায়,
প্রাণ ভরি হেরি কোথা মহান্-পুরুষ
ইস্লামের কর্ণধার! চল লো সুমতি
এ জীবনে পূর্ণকাম হই আজি হেরি
জগতের শ্রেষ্ঠ ধনে,—হৃদয়-রতনে!
যাঁরে পাইবার তরে বিধাতা আপনি
সখা বলি সম্বোধন করিলেন সাধে,
সেই মহাপুরুষের চরণ-দর্শনে
পুরাই কামনা, ভাগ্য হাসুক গৌরবে!
চঞ্চল-গামিনী গিরি-জায়ার মতন
চল ত্বরা প্রক্ষালিতে সে যুগ্ম চরণ—
হৃদয়-শোণিতে; কিবা আছে বল আর
অপূত পরাণও যে গো নহে যোগ্য তাঁর!

নিস্তব্ধ প্রকৃতি বালা—ঝিল্লি মুখরিত
নহে আজি, খসিয়া প'ড়েছে যেন হায়
কণক-কীরিট ভূষা মালতী-মাহায় ;
শুষ্কমনা চিন্তামগ্না ভবিষ্যৎ ভয়ে
শিহরিয়া উঠিতেছে সে মালতী হেরি !
এহেন ভীষণ কালে ব'সে সভাতলে
সরোষে হামজা বীর উঠিলা গর্জ্জিয়া,
বীর দণ্ডে এক লম্ফে হয়ে আগুয়ান
প্রেরিতের পাদদেশে,—"ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি
এই অস্ত্র—এই ব্রত—ইস্‌লাম-রক্ষণ
করিনু গ্রহণ আজি ; আশীর্ব্বাদ মাগি
পূর্ণ মনোরথ যেন হই এ সমরে !
এত স্পর্দ্ধা—এত দম্ভ—মূর্খ কোরেশীর ?
এই যে আব্দুল্লা এই শঠের প্রধান
মৌখিক ইস্‌লাম-বন্ধু স্বার্থান্ধ কপট,
এত দিন জানি নাই গোপনে নারকী
কোরেশ-দলের-দৌত্য করেছে কেমনে !
মিষ্ট বাক্যে ভু'লে এর ইস্‌লাম জননী
অকুল সাগর-বক্ষে ডুবিলা আপনি !"

* * *

"পুনঃ কিনা শুনিতেছি কোরেশীর দল
করিয়াছে আয়োজন মহা সমরের
আক্রমিতে মদিনায়। নরকের কীট—
ক্ষুদ্রমতি কার্জ শুনি সেনাপতি তার !
যেই দিন গ্রাম-ভূমি করি আক্রমণ
নগরের পূর্ণ-শান্তি করিতে ভগন
নির্ভয়ে লইল লুঠি কাঙ্গাল-সম্পদ
মদিনার চারি ভিতে গুপ্ত চর দিয়া,

ভুলাইলা মোহবশে,—অথবা বধিয়া
করিল স্বদল-পুষ্ট ; পাপের লালসা
দিল জে'লে মহাবহ্নি, আশা পেল প্রাণে
বিমূঢ় কোরেশ-দল। আরো সুফিয়ান
দূরদেশে বণিকের অধিপতি হ'য়ে
বহু উষ্ট্র-সমবায়ে বাণিজ্যের তরে
গিয়াছে চলিয়া ; তা'রা অর্থ আহারীয়
সংগ্রহ করিছে এই সংগ্রাম কারণ।
অনিবার্য্য এ সমর ;—তাই আজ্ঞা মাগি,—
নাশি য়িহুদীর দল—এই বীরবাহু
দেখাক জগতে দেব ইস্‌লামের তেজ
বাজুক সমর রঙ্গে দফ্‌ ও বিষান ;
পূর্ণ হোক্ ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা-গরিমা
হউক মোস্লেম রাজ্য ; এত বড় কথা—
মৌখিক বক্তৃতা কিন্তু অন্তরে গরল !
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এই নরাধমগণে—
শত যুগ পুড়িলেও নরক আগুণে
এ পাপ হবে না ক্ষয়—দেহ আজ্ঞা রণে !"

* * *

"বিনা রক্তে সে পাপীরা নাহি করে কাজ
হেন অবিচার ? এই ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি
কহিতেছি বীরগণ করহ শ্রবণ :—
যেই দেশে—যেই ভূমে শান্তির লাগিয়া
বিধাতার প্রত্যাদেশ শিরোধার্য্য করি
আইনু আশায় ! সেই প্রকৃতির ক্রোড়ে,—
শান্তির বিশাল রাজ্যে, শ্যামলা সুখদ
অমৃতের নিতম্বিনী ক্ষীরদ-সলিলা—

পুণ্য পীঠ মদিনার সুখ-নিকেতনে
অশ্রু হাহাকার! ব্যথিত বীরের মতি,
তোমরা পুরুষ; কেমনে সহিয়া আছ
অবলার আঁখি জল—শিশুর হনন?
রক্ত-যজ্ঞ-অভিনয় করিব নিশ্চয়—
অবিলম্বে সাজ সবে করিও না ভয়!"

* * *

"জানি আমি নহ ভীত সম্মুখ-সমরে
জানি শ্রেষ্ঠ নহে প্রাণ অপমান হতে,
পৌত্তলিক বিধর্ম্মী সে কোরেশীর করে—
সম্ভব মোস্লেম সেনা হবে কি নিহত?
ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব-প্রেম-স্নেহের বন্ধনে
একত্বের একচ্ছত্র মধুর শৃঙ্খলে
যবে বেঁধেছিনু এই মদিনার লোকে
এই পদ-কোকনদে, কি স্বর্গীয় প্রেম
বিকাশিত করেছিল নিদ্রিত হৃদয়
দেখ ত ভাবিয়া; শুধু স্মরিলে সে কথা
থাকে না প্রাণের মায়া, লাগে ব্যথা হৃদে
দুঃখিনী মায়ের তরে; তাই বলি সবে
সময়ে স্বদেশ তরে সাজ রণে তবে!"

* * *

চিন্তাক্লিষ্ট স্নেহোজ্জল বদন তুলিয়া
সস্নেহে সম্বোধি বীর হামজার তরে
এতক্ষণে বিশ্বারাধ্য লাগিলা কহিতে
অমিয়া মাখান স্বরে—"স্থির হও বীর,—
অই নিত্য, অই সত্য, আলোক যা'দের
জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য,—কে পারে ট'লাতে
তা'দের চরণ বল? কেন ভীত হও

বিধাতা মোদের সাথী, নাহি প্রয়োজন
সমরে সাজিতে সবে। নেকালা-প্রান্তরে
আব্দুল্লা থাকুক একা, শত্রু-গতি-বিধি
নিরাপদে জানা যাবে; আজি বীরগণ
স্থির মনে গৃহ-মুখে করহ গমন!"
প্রচণ্ড আবর্ত্ত-শেষে অথবা ভাটায়
স্ফীতা কল্লোলিনী যথা হয় মৃদুশীলা,
তেমতি মোস্লেম-চমূ নির্ব্বাক অটল
গম্ভীর বিষাদ-ক্লিষ্ট চলিলা ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ-শ্বাস ভাঙ্গি নিস্তব্ধতা
প্রকাশ করিতেছিল হৃদয়ের ব্যথা!

---o---

অষ্টম সর্গ।

মরু-পথে।

দ্বিপ্রহর। মরুভূমি চিতার সমান
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্—বিদগ্ধ-প্রান্তর,
অদূরে সুউচ্চ গিরি উত্তোলিয়া শির
অসীম একের দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে
দিতেছে অভয়; হেন কালে শ্রান্ত পান্থ
দল-বলে উত্তরিলা শৈল-সানুদেশে।
পূরিল বিজন-মরু জন-কোলাহলে
শান্তিলা আতপ তাপে ক্লান্ত পিপাসিত
ধীরে ধীরে বীরগণ চলিলা প্রান্তরে
সত্রাসে,—নিশেষ-প্রায় নিপান-উদ্দেশে,—
হেরিলা বিস্ময়ে,—খর্জ্জুরের অস্থি-রাশি

ছড়ায়িত উষ্ট্রময় সাথে! চমকিলা
এ নিশ্চয় মদিনা-নিবাসী গুপ্তচর
এসেছিল আমাদের লইতে সন্ধান!
অকস্মাৎ ভীম-কণ্ঠে হইল গর্জ্জন :—
"উষ্ট্রারোহী মদীনার গুপ্তচর এসে
এখানে পিয়েছে জল, পেয়েছে সন্ধান
তোমাদের ; কৌশলে পূরা'য়ে অভিলাষ
বিনা বাক্যে চলে গেছে হও সাবধান!"
নীরব স্তম্ভিত যত কোরেশী বণিক
প্রাণের মায়ায় ; আরো যদিচ মোস্লেম
মুষ্টিমেয়,—তাও বীর্য্যে কে আঁটে তাদেরে ;
বেষ্টিত প্রাকার দৃঢ়,—দুর্ব্বহ জীবনে
এমন বিপদে কভু প'ড়েনি কোরেশী!
বজ্র-কণ্ঠে সুফিয়ান কহিলা গরবে—
"হাতে অসি থাকিতেও যে বীর-হৃদয়
কাঁপে মৃত্যুভয়ে, ওরে নারী বলি তারে
উপহাস করি আমি ধিক্ সে বর্ব্বরে!
কাপুরুষ,—কুকুর সে যোগ্য উপেক্ষার
বীরের সম্মান নহে উপযুক্ত তার!"

"ভাবিছ উন্মুক্ত বুঝি মরণের পথ
এ পাপ-পর্ব্বতে! তা' নয় সুহৃদ—
গুপ্ত পথে—গুপ্ত ভাবে নির্ভীক কোরেশী
নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাবে জনম ভূমিতে।
উঠ ত্বরা, বিলম্বেতে অশুভ কল্পনা
দহিবে সন্দিগ্ধ হিয়া ; শমন-যন্ত্রণা
শুধুই সহিবে কেন? মক্কায় যাইয়া
যথার্থ বীরের মত আক্রমিব আসি

মদিনায় ; শতমুখী প্রতিভার বলে
"একেশ্বর-বাদ" দিব অতল সলিলে !"

* * *

হেথায় মদিনা-ভূমি করে টলমল
যথা ঘোর ভূ-কম্পনে ! আসিছে কাফের
করিবারে অবরোধ শ্যামা জন্মভূমি ;
জীর্ণ ভগ্ন তরবারী করিয়া সম্বল
বদর প্রান্তর-পথে চলিলা মোস্লেম।

* * *

"বারিধি সমুখে আজ গোষ্পদ দাঁড়া'বে
দেখ্‌রে জগতবাসী সত্যের শকতি,
তক্ষকের ফণাতলে মণ্ডুক যুঝিবে
পাপে পুণ্যে ভেদাভেদ হের রে সুমতি !
ইস্‌লামের বন্ধু কে তা' কালই বুঝিবে,
দেবতার বল কত তাহাও দেখিবে !"
স্নেহ-বিগলিত-কণ্ঠে ইস্‌লাম-সন্তান
শূন্যপথে প্রত্যাদেশ করিলা শ্রবণ।
সে স্বরে এত কি মধু, এত প্রেম হায়,
ধরার তাবত স্নেহ নগণ্য তাহায় !

ওদিকে কোরেশ-ব্যূহ উন্মত্ত আবেগে
নাশিতে ইস্‌লাম রাজ্য তন্দ্রা-মগ্ন-সুখে।
ধূমান্বিত পাবক সে সহস্রেক বীর
উল্লম্ফিয়া চলিয়াছে শাখামৃগ যথা।
কাঁপিল বদর ভূমি অস্ত্রের নির্ঘাতে,
উষ্ট্র-খর-তুরঙ্গের বিকট চীৎকারে
প্রেতপুরী বিভাতিল পর্ব্বত-কান্তারে !

নবম সর্গ।

—০—

পর্ব্বত-শিখরে।

চন্দ্রমা-শালিনী আহা কি মধু-যামিনী
স্নিগ্ধতোয়া কমনীয়া কৌমুদী বিভায়
ফুটাইছে মহাপ্রেম প্রকৃতির বুকে ;
মেলিল সুচারুমুখী কুসুম-কলিকা
আনত-নয়ন, যেন ঊর্দ্ধে চাহি চাহি
কাতরে করুণা মাগে করুণালয়ের
বরপদে বালা। অনাঘ্রাত কুসুমের
এ প্রেম-রহস্য আহা কি কোমল-টানে
করে আত্মহারা! কাম-গন্ধে স-বিহ্বলা
বনভূমি ;—হাসিলা মন্মথ বুকে বুকে!

দুগ্ধস্রোতা তটিনীর ক্লান্ত মন্দস্রোত
বহিছে কল্লোলি ধীরে বিরহিণী সমা,
নবোঢ়া যুবতী হেন প্রকৃতি ঝর্ঝরি
খলখলি হাসিতেছে বস্ত্রাবাস টানি
সলাজে। সে সুকুমার কান্তি সমাবেশে
সমুজ্জ্বল দশদিশি—গরবিনী ধরা!
পুষ্প-গন্ধ-সমাশ্রিত কাব্যময়ী নিশা,
নগ্নবেশে আলু থালু দাঁড়াল বিবশা!

শত তানে শত লয়ে নীরবের গান
নীরবেতে তুলিছে ঝঙ্কার ; স্নেহময়ী
দিগ্বলয় আকুল সঙ্গীতে ;—মুখরিত
ঝিল্লি-মন্দ্রে। ফুলশর রচি নব নব
মিনা ছুটিল যেন হৃদয়ে হৃদয়ে!
প্রকৃতির সে উল্লাস বিচিত্র-কাকলী

যে শুনেছে একবার, হায়রে সে নর
প্রলোভন পূর্ণ ভবে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যধর !

বিদূরিতে কর্ম্মশ্রান্তি সোহাগিনী লতা
নিদ্রালসা—মদালসা—অবশ তনিমা
কি সুন্দর ! আনন্দ আকাঙ্ক্ষা চারি দিকে
পায় পায় ; স্নেহে ভাঙ্গে মরণের বেড়ী !
বিকচ-যৌবনা-দিশি বক্ষোবাস ফেলি
যুগ্ম-কুচ-অভিসারে কুঞ্জ অন্তরালে
ডাকিলা মনজে !—
দূরে দূর্ব্বাময়ী ভূমি
কি জানি কি দীপ্তিভরে উঠিল ভাতিয়া।
প্রবাহিত মলয় অনিল, জ্যোৎস্না-মাখা
ফুটন্ত ফুলের কোলে হাসির ছলনে
একবার পড়িল ঢলিয়া অকস্মাৎ !
"ছি" "ছি" বলি সরি গেলা বিকশিতা ফুল
কি দুর্ব্বোধ প্রণয়ের গুপ্ত বিচিত্রতা !
পিয়াস-দগ্ধ বিরহির মত—আবার
পড়িছে লুটি ফুলের অঞ্চলে পবন !
কি নির্লজ্জ—কি নিষ্ঠুর—প্রেমে অত্যাচার ?
—তা নয় ওটুকু শুধু প্রণয়ের রস,
মিলন তখনি মিটে,—বিরহই সুখ
তাই এত ঢলাঢলি "দিব না" "দিব না"—
অথচ উথলি পড়ে পরাণের মাঝে
আদরের ভরা নির্ঝরিণী ! ফুটে ফুটে
মিশে কথা,—হয় হয় হয় না বাহির ;
বুক ফাটে—মুখ বদ্ধ—কি লজ্জা গভীর !
বিমুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিতে গিরি-শৃঙ্গ-তলে

উপবিষ্ট মোহাম্মদ (দঃ) গভীর চিন্তায়,
নিমিলিত আঁখি যেন ঝলসি উঠিল
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মধুর আহ্বানে :—
"স্বর্গশ্রেষ্ঠ দূত আমি জিব্রাইল ; প্রভো !
আসিয়াছি নিবেদিতে বিধাতার বাণী
ও চরণ-দলে। প্রণমি তোমায় দেব !
প্রত্যূষে হইবে রণ, ভীম-প্রহরণে
রক্ষিবেন প্রভু নিজে স্বর্গীয় কৌশলে ;
পরাক্রমে পরন্তপ মদিনার বীর
দুর্জ্জয় অটল। বলি প্রাক্তন-লিখন
কে খণ্ডাবে কবে ? স্নেহ সহস্রদ বিভু
সহভাবী তব ; প্রয়োজনে সুসময়ে
পাঠাবেন পঞ্চ সহস্রেক ব্যোমচর।
নির্ভয় অন্তরে কালি হও অগ্রসর
এ কাল সমরে। তুচ্ছ আবু সুফিয়ান
পাপকীট জেহেল অধম কি করিবে ?
সত্যপথ-পান্থ তুমি কি ভয় হে বীর
সহগামী মোস্লেমেরে প্রদানি অভয়,
বিধাতার শুভ-আজ্ঞা করহ পালন!
নিশ্চয় হইবে জয়, রুষ্ট বিশ্বনাথ
পাপী-দলে ; সদা তুষ্ট সত্য প্রসারণে !"
অতি দূরে মিশে গেল পুণ্যময় জ্যোতি
অলক্ষ্যে আকাশে। প্রেম-সান্দ্র ভাববাদী
সকৃতজ্ঞ হৃদে—নমিলা মহেন্দ্র পদে ;
ম্লান চন্দ্র অস্ত-প্রায় সুরকন্যাগণ
প্রভাতী আনন্দ নৃত্যে মাতিলা স-সখী
পারিজাত বনে। মৃদু পদে নবিবর
চলিলা শিবির পানে প্রেমার্দ্র হৃদয়ে !

দশম সর্গ।

—০—

বদরে।

রবিকর-কর-জালে ছাইল মেদিনী
পাখীরা প্রভাতী গানে,
লহর তুলিল কাণে,
আনমনে দিশি দিশি ছুটিল সবায়,
নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইল ধরায়!

* *

উছলি পড়িল যেন সহস্র কিরণ
গাছে গাছে পাতে পাতে
শিশির কণিকা পাতে
শোভিল মুকুতাহার; লুটি পরিমল,
পবন ফুটায়ে গেল বন ফুল-দল!

* *

সহসা কাঁপিল গিরি রণবাদ্য-রোলে
দুর্ম্মদ কোরেশীগণ—
করি অস্ত্র আস্ফালন,
বজ্র সম হুঙ্কারিল বীর দাপ শুনে,—
পশু পক্ষী প্রবেশিল নিবিড় কাননে!

* *

ঝম্ ঝম্ ঝম্ রবে কোরেশী বাজনা
বাজিয়া উঠিল দূরে
যেন রে রাক্ষস পুরে
পিশাচ উৎসব-মগ্ন—আনন্দে অধীর,
ওদিকে সাজিল শত মহম্মদী বীর!

বেগে রড়ে দশ দিক হইল উদাস
শুনি অশ্ব-পদ-শব্দ
আকাশ-পাতাল স্তব্ধ
বিমান বালুকা-পূর্ণ শব্দিত অচল,
ভীমবল অরণ্যজ হইল চঞ্চল!

* *

মূর্চ্ছিত অস্ফুট-কলি—এ কি এ সহসা
নীরব প্রান্তর মাঝে
কেন রে বিষাণ বাজে
দক্ষের গভীর তেজে "দীন" "দীন" বলি
কেন রে মোস্লেম-সেনা রণ-কুতূহলী?

* *

ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ চক্ চক্ চক্
তীক্ষ্ণাগ্র কৃপাণ-মুখ
আতঙ্কে শিহরে বুক
কালানল উগারিছে প্রতি প্রতিঘাতে,
আজি কি দুর্দ্দিন হায় শান্তির রাজ্যেতে!

* *

বিস্তীর্ণ বদর ভূমি—বসতি-বিহীন
অতি দূরে তরু সারি
মর্ম্মরিছে ধীরি ধীরি,
স-চকিত খগদল করে কল কল
পাপভারে বুঝি ধরা যায় রসাতল!

* *

গৃহ-পার্শ্বে যদি কেহ সংযোগে অনল
পার্শ্বস্থিত গৃহী যথা
বিহ্বল নয়নে তথা

হয় ভীত; তেমতি এ প্রলয় হুতাশে
দুর্ব্বল বলাকা দল কাঁপিল তরাসে!

* *

নিরুদ্ধ অনিল যথা ঝটিকার আগে
তেমতি সদল-বলে
মোস্লেম-কাফের দলে
দু' দিকে দাঁড়া'ল আসি—কৃতান্ত শিয়রে,
শন্‌শনি ভীমা অসি ধাঁধিল বদরে!

* *

"এইবার এইবার হও অগ্রসর"
গর্জ্জিল ওতবা বীর
দাপটে মেদিনী শির,
চূর্ণিত হইল যেন গরবের ভরে,
জ্বলিল অনল-শিখা ফলক উপরে!

* *

কুপাঙ্গ কাফের-সেনা জয়োল্লাসে মাতি,
হইলেক অগ্রসর—
পুনঃ সিবা বীরবর
তীরবেগে ছুটিলেক ইস্‌লাম নাশিতে,
দুর্জ্জন ওলিদা বীর চলিলা পশ্চাতে।

* *

বর পদে প্রণিপাতি হামজা ওবেদা
সবেগে ধাইল বলে
বীরচূড়া আলী চলে,
যথা মত্ত-প্রভঞ্জন অথবা আলোক,
মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ-বেগে উজলে ভূলোক!

হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ ভীষণ শবদে
ক্রোধে সিবা নিরভয়
আক্রমিল হামজায়
শান্ত ধীর জলধিতে বুদ্বুদের প্রায়,
নারিল টলা'তে তিল বীরের হিয়ায়!

* *

খর অসি ঝলসিল মুহূর্ত্তের তরে
শ্রাবণের ধারা প্রায়
রুধির-প্রবাহ ধায়,
ভূতলে লুণ্ঠিত শির সিবা ওলিদার
ছুটিল হামজা, আলী, ফিরিয়া আবার!

* *

ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বহিল যোধের,
বিধর্ম্মী ওতবা সঙ্গে
ওবেদা সমর রঙ্গে
মাতিল; বধৈষী তাহে প্রবল গরজি
আকর্ষিল ওবেদার ধরি পদ-রাজি!

* *

আহত মৃগেন্দ্র যথা আক্রমে মানবে
তেমতি ওবেদা ধরি
ওতবারে যমপুরী
দেখাইল চির তরে; ভীত সুফিয়ান্,
হেরিলা শিবিরে বসি এ দৃশ্য ভীষণ!

রক্ত-যজ্ঞ-নিশেষিলা মহম্মদী দল;
শোণিত-প্রবাহে ভাসি
কোরেশ কবন্ধ-রাশি

ভাসিতে লাগিল তাহে বিকৃত বয়ান,
সাহসে কোরেশী পুনঃ যুড়িলেক বাণ!

*　　　　*

শন্ শন্ শন্ শন্ ছুটিল সে শর;
　　সাঁঝের আঁধারে মিশে
　　আশে-পাশে দিশে-দিশে
করাল ডাকিনীদল আসিল নামিয়া,
হইল শ্মশান-পুরি বদর ব্যাপিয়া!

*　　　　*

নিয়তি-নিগড়-বদ্ধ দুর্ব্বল মানব
　　অদৃষ্ট খণ্ডিতে নারে—
　　নিমেষের পর পারে
কি গভীর অন্ধকার,—দুর্লঙ্ঘ্য বিধান,
আঁধারে আঁধারে হ'ল রণ-সমাধান!

*　　　　*

বীরপ্রসূ মুসলমান বিধুমুখীগণ
　　বীত শোক মত্ত প্রাণা
　　নহে আর ম্রিয়মানা
মঙ্গল নিক্কণে বীরে শান্ত্বিলা এ খেদে,
ওবেদা ত্যজিল প্রাণ প্রেরিতের পদে!

*　　　　*

হাহাকারে চারি দিক পূরিল আবার
　　কহিলা প্রেরিত সবে—
　　"ধর্ম্মযুদ্ধে যে মরিবে
অনন্ত স্বর্গীয় শান্তি মিলিবে তাহায়,"
—আবার বীরের হিয়া ভরিল আশায়!

সে দিনে সে শুভক্ষণে যে মন্ত্র উঠিল—
সে মন্ত্রের মোহিনীতে
পরাণ সঁপিয়া দিতে—
আজিও মোস্লেম-প্রাণ উঠেরে নাচিয়া,
নির্ব্বিচারে সুখ-রাজ্যে যাবার লাগিয়া!

* *

শোক তাপ ডুবে গেল কালের গরভে
মিটি মিটি অন্ধকার
হইলেক একাকার
রঞ্জি সুধাকর-জালে পাতায় পাতায়,
ঝরিল কৌমুদী-রাশি সহস্র ধারায়!

* *

নিজ বাসে ঊর্দ্ধ শ্বাসে বিমূঢ় কোরেশ
চলিল ফিরিয়া আ'জ
নামিল সুখের সাঁঝ
শীতল মারুত বহি ধরার অঞ্চলে
জাগা'ল সাহসে শ্রান্ত মহম্মদী-দলে!

* *

অবসান বিভাবরি গুঞ্জরিল অলি,
পূরব-গগন-ভালে
সহস্রাংশু কর জালে
হে'লে দু'লে দেখা দিল হাসিয়া হাসিয়া
যাবার বিকট-বাদ্য উঠিল বাজিয়া!

* *

"এক সঙ্গে সবে আজি কর আক্রমণ
পতিত মোস্লেম কুলে,
দেওরে আগুণ জ্বেলে,

বেঁধে আর তাহাদের প্রেরিতের তরে,
আজি রে বাসনা পূর্ণ কর এ বদরে !"

*　　　　*

"কার্ম্মুক টঙ্কারি সবে ডুবাও ইস্‌লামে
শোণিতে তর্পণ করি
চল রে মক্কায় ফিরি
দেবতার নামে প্রাণ বিলাইয়া দাও,
কোরেশী অমর হোক্, যাও চ'লে যাও !"

*　　　　*

"পরাণ লইয়া যদি পলাবি মায়ায়
কোরেশ রমণীগণে
ঘৃণায় তোদের পানে,
যখন নয়ন তুলি দেখিবে না হায়,
কি সুখে জীবন লয়ে বাঁচিবি তথায় !"

*　　　　*

"মানুষ হইয়া যদি জন্মেছিস্ ওরে
আজি অর্কস্নু প্রায়
অরুন্তুদ অসি ঘায়—
নাশরে মোস্লেম-সেনা বীর-পদতলে,
দেবতার শান্তি-রাজ্য হোক্ ধরাতলে !"

"প্রজ্জ্বলিত হুতাশন বিক্রান্ত কোরেশী
নাহি জানে মৃত্যুভয়
নাহি জানে পরাজয়
কেবল মাগে রে জয়—ইস্‌লাম পতন
দগ্ধি এ পতঙ্গ রাশি উড়াও কেতন !"

"মাতঙ্গ পড়িলে যেই কোরেশীর করে
চৈত্র-শেষে তূলা প্রায়
পবনে উড়িয়া যায়
সে করে মোস্লেম কি রে পাইবে নিস্তার
পাষণ্ড-দলনে ত্বরা হও আগুসার !"

*   *

রোষদীপ্ত-করে অসি করি সঞ্চালন
জ্বেহেল গরজি ধায়,
মত্ত-প্রভঞ্জন প্রায়
ধাইল কোরেশ-সেনা বদর প্রান্তরে,
মাভৈঃ মাভৈঃ রব ধ্বনিল ভূধরে !

*   *

অকূল সাগরে ঝাঁপি পড়িল ইস্‌লাম,
প্রেরিত দেখিলা চেয়ে,
জ্যোতিতে আকাশ ছে'য়ে
স্বর্গ হ'তে নামিতেছে শূর-ব্যোমচর,
উলঙ্গ কৃপাণ করে ;—প্রফুল্ল অধর !

*   *

দেখিতে দেখিতে যেন বদর প্রান্তরে
ছুটিল শোণিত ধারা
বাণের স্রোতের পারা
পলা'তে লাগিল যত কোরেশীর দল,
শৃগাল সমান সবে ত্যজি রণস্থল !

*   *

এ কি রে, এ কি রে আজি পলা'স কোথায়,
কোথায় ফিরিয়া যাবি
মক্কায় কি স্থান পাবি

কলঙ্ক কি বীরত্বের অলঙ্কার হায়,
অসময়ে আজি সবে পলা'স কোথায় ?"

*   *

"বীর বীর্য্য—বীর দম্ভ সঁপি পর পদে
নিতান্ত আশ্রয় হীন
চলেছিস্ হ'য়ে দীন
এই কি রে কোরেশীর পরিণামে ছিল
জেহেল কোথায় আজি ভয়ে লুকাইল ?"

*   *

"এতগুলি বাক্‌বীর কোরেশ সেনানী
কোথায় পলা'য়ে গেল
"অপমান" না বুঝিল—
জীবনে কি এত মায়া ওরে নীচাশয়,
ইস্‌লামের দাস হবে কোরেশ তনয় ?"

*   *

"না—না—না—না তা' কি হয় দাঁড়ারে কোরেশী
ফিরিয়া চল না যাই
ইস্‌লামে নাশিয়া ভাই
কীর্ত্তি-মঠ স্থাপি আজ জগতের বুকে,
কেন রে আপন দোষে ডাকিছিস্ দুঃখে ?"

*   *

"মক্কার রাজত্ব যেই কোরেশীর ছিল—
মৃত প্রাণ সে কোরেশী
পরিবে দাসত্ব ফাঁসি
মোস্লেমের পদরজঃ করিবে লেহন
ভেবে দেখ্ কোন্ সুখে সে পাপ জীবন ?

"নরকের লোল-বহ্নি গ্রাসিবে কোরেশে
তাও তা'রা সহি নিবে
দাসত্ব না স্বীকারিবে
পরের পাদুকা নাহি লইবে রে শিরে
রক্ষিবেন দেবরাজ এ কাল সময়ে!"

* *

"চল তবে ভ্রাতৃগণ চলরে ফিরিয়া
দৃঢ় করে ধরি অসি
ডুবাও রে গ্রহ-শশী
কি সাধ্য মোস্লেমগণে কোরেশে বিনাশে,
এই হাতে কি না পারে করিতে কোরেশে ?

* *

"ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোদের জনমে
হেন কাপুরুষ ছেলে
জন্মিয়া মরিয়া গেলে
কোরেশ জননী বুঝি হ'ত না দুঃখিত,
কেমনে পলা'য়ে যাস্ হ'তে পদানত ?"

* *

দাঁড়াল কোরেশ-সেনা দুন্দুভি-নিনাদে
আবার চলিল ধেয়ে
পুনঃ অবসর পেয়ে
ঘোর যুদ্ধে মোস্লেমেরা পড়িল ঝাঁপায়ে
রণ বাদ্য চারি দিক তুলিল কাঁপায়ে !

প্রমত্ত স্বর্গীয় সেনা রণ কোলাহলে
ক্ষুধিত সিংহের মত
লাগিলা করিতে হত

পারে না সহিতে আর হেন পরাক্রম,
কোরেশী দেখিল চে'য়ে সমুখেই যম !

* *

মুখর আনন্দ-স্রোতে করিয়া হুঙ্কার
লুক্কায়িত মৃত-তলে
জোহেলে ধরিয়া বলে
বাহিরিল মসউদ প্রেরিতের অরি
জয়োল্লাসে মোস্লেমেরা উঠিল চীৎকারি !

* *

মুহূর্ত্তের তরে পাপী ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে
তৈল হীন দীপ প্রায়
জ্বলিয়া নিবিল হায়
রক্ত জবা ফুটিলেক আরক্ত নয়ন—
আঁধারে হাসিল যেন বিজলী কিরণ !

* *

সে মত্ততা নিমেষের ; কৃতান্তের করে
কতক্ষণ প্রাণ আর
এইবার এইবার
শাণিত কৃপাণ বুঝি পশিল গলায়,
জোহেল এ ধরা হ'তে লইল বিদায় !

* *

চন্দ্রার্দ্ধ কেতন তুলি ইস্‌লাম-সন্তান
"দীন" "দীন" উচ্চারিয়া
বদর কাঁপায়ে দিয়া
চলিল মদিনা পানে হরিষ অন্তরে,
আহত কোরেশ দল পলাইল ডরে !

পুণ্যের হইল জয় পাপ হ'ল ক্ষয়
পলাইল সুফিয়ান
লুপ্ত কোরেশীর মান,
স্বর্গ-সেনা গে'লা চলি, ধর্ম্মবীরগণ—
জ্বলন্ত প্রমাণ স্পর্শে বাঁধিল জীবন!

* *

সত্য-প্রাণ ত্রয়োদশ ইস্‌লামের দাস
বীত-ভয় বীত-মল
ফুল্লমুখ ঝলমল
অমর শান্তির রাজ্যে করিলা প্রয়াণ
সে এক অমৃত ভোগ পুণ্য পরিত্রাণ!

একাদশ সর্গ।

মদিনা ;—মসজিদ প্রাঙ্গণে।

কল্পনে লো! চল আজি পুনঃ মদিনায়
কি সুখ-উৎসব সেথা হয় অনিবার,—
ইস্‌লাম-সন্তানগণে একেশ্বর নামে
কি অসাধ্য সাধিয়াছে হেরি একবার!
অচল কাঁপিয়া উঠে যাদের গর্জ্জনে
তা'রা কেন শিশু হেন হেরিরে সরল,
প্রার্থনা করিছে বুঝি মন্দির-প্রাঙ্গণে
আহা কি সুন্দর—সাম্য—দৃশ্য সুবিমল!
ছোট নাই—বড় নাই—সকলি সমান,
এমন ভ্রাতৃত্বে বদ্ধ ইস্‌লামের প্রাণ!

অয়ি মাতৃভাষা!—মাগো কম-কণ্ঠে তব
কি শক্তি এ দীন-দাসে দোলাইবে মালা,
সাজা'বে তোমার তরে অনুরাগ ভরে
সুদুর্লভ পারিজাতে করিয়া উজলা!
শুধু যদি দয়া কর, স্নেহ টুকু লও
তবে মা হইব ধন্য হইব অমর,
পরাধীন সন্তানের মলিন শ্রদ্ধায়
আজি মা সান্ত্বনা লভি যাও দিয়া বর!
শক্তি আছে, সাধ্য আছে, বঙ্গ-সন্তানের,
কেবল আসক্তি নাই উপরে মায়ের!

*   *

কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে
লিখেছিলা হেন দুঃখ বল বঙ্গভাষা,
অনাহারে অবহেলে—পরিচর্য্যাভাবে
জীর্ণা শীর্ণা, হারায়েছ সকল ভরসা!
মুখের উপরে তব অন্ন তুলি খায়
তোমার সন্তানগণে কৃত্রিম আদরে,
ভুলিয়াছে স্নেহ মায়া তুমি দীনা-হীনা
পরের দুয়ারে মাগ, ভুল না তাদেরে,
হতভাগ্য বাঙ্গালীর অদৃষ্টের দোষে
তুমি মা কাঙ্গালী আ'জ আপনার দেশে।

*   *

কারে মা' বলিব দুঃখ—কে শুনে ক্রন্দন
কি মধু পিয়াব আমি বাঙ্গালী মোস্লেমে
ভাঙ্গা এ লেখনী-মুখে, অগৌরবা তুমি
কেমনে আঁকিব ছবি? তোমার মরমে
কেবলি যে দুঃখ মাতঃ কেবলি হতাশা,
কোথা পাব নন্দনের সুধা-নির্ঝরিণী

কেমনে এ মৃত বঙ্গ জাগাবি উল্লাসে
কেমনে মোস্লেম-রাণী হবে গৌরবিনী ?
কিন্তু আশা সুপবিত্র মহম্মদ নাম,
করিবে নীরস-কাব্য সুধা-অনুপম !

*   *

যেই শক্তি দিয়েছিলে হাফেজ সাদীরে
যে প্রসাদে হইয়াছে অমর ফেরদৌসী,
সে শক্তি লইয়া আজি কণ্ঠে বস মোর,
রচি এ নূতন কাব্য হে চির উদাসি !
দাতা তুমি, চিরদিন তোমার ও নাম
অক্ষয় ত্রিলোকে ; তাই যাচি গো সাদরে,
করুণ-নয়নে আসি স্নেহময় হৃদে
হৃদয় কমলাসনে ব'স দয়া ক'রে !
প্রাণের শোণিত দিয়া ধুইব চরণ
পাপের কালিমা মোর ক'রো প্রক্ষালন !

*   *

কাঁদার সময় আজি হয়েছে মোদের
মোস্লেম-সন্তান মোরা হেন দীন হীন,
ধর্ম্মহারা পথভ্রান্ত অলস অধম
কেবল গণিছি বসি মরণের দিন !
জগতে পতিত বলি ইস্লামের নামে
কলঙ্ক দিয়েছি ঢালি অভাগ্য আমরা,
তাই এ প্রাচীন চিত্র দেখাব আঁকিয়া—
কি ছিল কি হইয়াছে আজি রে তাহারা !
যে ধর্ম্ম উজ্জ্বল সদা পবিত্রতা-ভরে
লেপিয়াছি কালি মোরা তায় নিজ করে !

গৌরবের এক দিন দেখ্‌রে মোস্লেম
দেখ্‌রে কাফের বন্দী তোদের চরণে,
অই দেখ্—ক্ষমাভিক্ষা মাগিছে সবায়,
শৃঙ্খলিত যাথ্রেবীয় প্রতিহারী সনে!
এ সুখ অনেক দিনে অতীতে মিশেছে,
তবুও কাব্যের চিত্রে নির্জ্জীব জীবনে—
সমুখে আদর্শ পেয়ে জয়োল্লাসে মাতি
উন্নতির পথে ছুটি চল্ ভ্রাতৃগণে!
ফিরিবে ঐশ্বর্য্য-মান ফিরিবে গৌরব
দিগ্-দিগন্তরে হবে যশের সৌরভ!

*　　*

খর্জ্জুর-আসনে শোভে মদিনার পতি
স্থিরোজ্জ্বল অপলক দৃষ্টি সুগভীর,
নয়ন-নিলিমে ভাসি অন্তরের কথা
ক্ষণে ক্ষণে কত ভাবে হ'তেছে বাহির!
ফারুকের দিকে চেয়ে কহিলা সুমতি :—
"বন্দী দলে আন তবে সমুখে আমার,
দুর্ম্মদ কোরেশীগণ জীবনে মরণে
ইস্‌লাম ভজে কি না সুধি একবার!
প্রথমেই ওতবার করিব বিচার—
ক্রমে ক্রমে তারপরে হইবে সবার!"

*　　*

মেষ শিশু কাঁপে যথা মৃগেন্দ্র দর্শনে
তেমতি ওতবা বীর লাগিলা কাঁপিতে,
তা দেখিয়া ভাববাদী সানন্দে সম্ভাষি
মিষ্টভাষে বৈরি তরে লাগিলা কহিতে :—
"মনে কি না পড়ে আ'জ মক্কার সে পথে
প্রার্থনা-নিরত যবে ছিনু আমি ব'সে,

মানব-পুরীষ তুই দিয়েছিলি লেপি
আমার শরীরে ওরে কত হেসে হেসে ;
আবার গলায় বাঁধি উত্তরীয় তোর
কি যন্ত্রণা দিয়েছিলি মনে আছে মোর !"

* *

"জীবন মরণ সব বিভুর ইচ্ছায়,
অনিত্য এ মোহমত্ত মানবের সুখ,—
এ সুখ – অনন্ত দুঃখ ; শান্তি রাজ্য আছে
সেখানে রয়েছে সুখ ভরে যাহে বুক !
এমন ইস্‌লামে তুই পদতলে দলি
দয়াময় বিধাতার নাশিলি সম্মান,
তাই এ কঠোর দণ্ড দিনু রে ওতবা
বীরসিংহ আলী তোর লইবে পরাণ ;
আপন করম দোষে আপনি ডুবিলি—
নিকট আত্মীয় হয়ে অসত্যে মজিলি !"

* *

আহত ফণীর মত মহাবীর আলী
নবির আদেশ শুনি গর্জ্জিয়া উঠিল,
গদাঘাতে বিচূর্ণিলা ওতবার শির,—
এ দৃশ্যে কোরেশ-বন্দী ভয়ে শিহরিল !
সুমিষ্ট বচনে তোষি কহিলা প্রেরিত :—
"বৎসগণ ! অই দেখ মুক্তির সু-পথ,
ইস্‌লাম ছাড়িয়া কেন প্রতিমা অর্চ্চনে—
দুর্লভ মানব-জন্মে ধরেছ বিপথ ?
ভয়ের কারণ নাই মুক্ত-কণ্ঠে বল
ও পথ সরল কি রে এ পথ সরল ?"

* *

"জীবন হনন নাহি করিব তোদের
মোস্লেমের দাস হবি না হবে অন্যথা,

ইস্‌লাম-গ্রহণ যদি কর সাধু মনে,—
মুক্তি পাবে ;—এ জীবনে নাহি পাবে ব্যথা !
ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য আলো-অন্ধকার
সম্মুখে উন্মুক্ত আজি যাহা অভিলাষ,
প্রকাশ করিয়া বল অন্যায় বিচারে
কোরেশের বংশ নাহি করিব বিনাশ !
অসত্য ডুবিয়া যাবে সত্যের পরশে,
সু-দিনে অন্ধের আঁখি ফুটিবে সে যশে !"

*　　　*

আঁধারে আলেয়া যেন উঠিল জ্বলিয়া
দেখিলা কোরেশ-বন্দী হৃদয়ের মাঝে,
পদ্মরাগ-বিখচিত রত্ন সিংহাসনে
দিব্য এক সুপুরুষ হাসি মুখে রাজে !
মনের মন্দিরে পেয়ে এহেন রতনে
হতভাগ্য কে এমন সে পদ না সেবে,
জ্বলন্ত সত্যের ভরে আজি রে কাফের
ভক্তিভরে যুড়ি পাণি কহিলেক সবে :—
"এক সত্য,—মহম্মদ (দং) প্রেরিত তাঁহার,
উপাস্য নাহিক কেহ তিনি ভিন্ন আর।"

*　　　*

এমন প্রাণের টান যে ইস্‌লামে আছে
সে ইস্‌লাম সত্য নয় কে বলিবে হারে,
এমন বিমল জ্ঞান যাহে শোভা পায়
সে ইস্‌লামে তরবারি কি করিতে পারে ?
প্রাণের বন্ধন যদি না থাকে প্রবল
তরবারি কয় দিন ধর্ম্ম রক্ষা করে,—
সকলি আপন পথে যেত না কি ফিরে
এক দিন—দুই দিন—তিন দিন পরে !

পেচক যদ্যপি বলে সূর্য্য আজ নাই
অবিশ্বাস করিবে কি নিজ চক্ষু তাই ?

* *

তা' নয়, যা' বলে ওরা বলুক আপনি
তোরা রে আপন পথে থাকেক অটল ;
মুক্তি যদি পেতে চা'স্ রে জগত-বাসি !—
জীবনে মরণে কর্ ইস্‌লামে সম্বল !
সংসার-সংগ্রামে মত্ত ভ্রান্তি-কীট মোরা
শত শত ঈশ্বরের যদি ভক্ত হই,
শত টানে এ বিশ্বাস কেমনে থাকিবে—
সদা নিত্য এক পথে যদি নাহি রই ?
"দশ চক্রে ভগবান ভূত" হ'য়ে যাবে
এত পূজা—প্রাণ ক্ষয় কাজে না আসিবে !

* *

বিধর্ম্মী কোরেশী আ'জ লভিল ইস্‌লাম
মন্ত্রবলে মুগ্ধ যথা কাল-বিষধর,—
কঠিন কুলিশোপম হৃদয় যা'দের
নাহি করিলেক তা'রা সত্যের আদর !
রোষ ভরে ভাববাদী কহিলা সিদ্দিকে :—
"দাসত্ব বুঝিবা ছিল ভাগ্যে কোরেশের,
নিরূপায় আমি বল কি করিব আর
কোরেশ-রমণী হবে দাসী ইস্‌লামের !"
গম্ভীর আদেশ করি—ধর্ম্মাসন ত্যজি
সভা-ভঙ্গে ভাববাদী চলিলেন আজি !

দ্বাদশ সর্গ।

মস্জিদে।

কন্যা-শোকে শোকাতুর প্রভু মহম্মদ (দঃ)
পার্শ্বচর পরিবৃন্দ উদাস-নয়ন,
বিষাদ-বিক্ষুব্ধ যেন ব্যথিত হৃদয়
মর্ম্মভেদী নিরাশার নিদারুণ তাপে!
যোড় হস্তে ভাববাদী অশ্রু সম্বরিয়া
কহিলা দেবেশ-পদে "হে করুণাময়!
কি পাপ করেছি দেব তার প্রতিফলে
বার বার অভিশাপ ভুঞ্জিতেছি আমি!
হতভাগ্য এ ধরায় আমার মতন
আর বুঝি হে প্রাণেশ নাহি কোন জন!"

* *

"ধর্ম্ম রক্ষা—সত্য রক্ষা করিবার তরে
জীবন সঁপিয়া দিনু পদ-কোকনদে,
কন্যাশোক পাসরিতে না পা'নু সময়
আসিল কোরেশী পুনঃ লুঠিতে নগর!
বাল-বৃদ্ধ কেহ নাহি পারিল রক্ষিতে
শরম ভরম আর তাহাদের হাতে,
দুর্জ্জন কোরেশীদল নির্দ্দোষী জনেরে
নাশিল গর্ব্বিত-হৃদে বীরত্ব দেখা'তে!
শত ধিক্ কোরেশের পশু আচরণে
বীরত্ব প্রকাশে কি রে দীন-প্রপীড়নে?"

* *

"আর্ত্ত জনে রক্ষিবারে পশিলে মোস্লেম
প্রাণ ল'য়ে কোরেশীরা গেলা পলাইয়া,

"বিষকুম্ভ পয়োমুখ" য়িহুদীর দল—
অসন্তুষ্ট ইস্‌লামের এহেন বিজয়ে!
রচিয়া য়িহুদী-কবি কত বীর-গাথা
উত্তেজিলা মদিনার প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশব্যাপী অস্থুকুতে সত্য ইস্‌লামের
কিছুই হ'ল না ক্ষতি; তথাপি কাফের
বীর রসে কোরেশীর বীর্য্য-গাথা শু'নে—
আবার সাজিয়া এল কাল রণাঙ্গনে!"

* *

"সম্মুখে বিপদ হেরি ইস্‌লামে রক্ষিতে
আবার শোণিত-যজ্ঞে দিনু অনুমতি,
কহিনু তেয়াগি যাও পবিত্র মদিনা—
অথবা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম করহ গ্রহণ!
বিবাদ করিয়া শুধু অশান্তি ডাকিলে
অহিত নিশ্চয়; তবু পাতকী য়িহুদী—
আশ্রয় লইল দুর্গে আজ্ঞা অবহেলি;
পঞ্চদশ দিনে দুর্গ জিনিনু তাদের
বিজয় কেতন হর্ষে তুলিনু গগনে।
সপ্ত শত অস্ত্রহীন বিধর্ম্মী য়ীহুদী
গলবস্ত্র হ'য়ে গেল তেয়াগি যাখেব!
প্রাণদণ্ডে না দণ্ডিনু পরাভূত জনে
বণ্টন করিয়া দিনু সম্পত্তি স্বগণে!"

* *

"প্রথম জীবন হ'তে এ পর্য্যন্ত প্রভো,—
কি দুর্ব্বহ অত্যাচারে ভগ্ন মোর হিয়া,
জানি আমি দুঃখ-শেষে পারিব উঠিতে
আবার তোমার কোলে হাসিমুখ ল'য়ে!
তোমার ভকতগণে এত দহ তুমি

পরীক্ষা করিতে কি হে হৃদয়ের বল,
সত্যের সাধনা তরে দাসের জীবন
অত্যাচারে না ভুলিবে তোমারে কখন!
সুপন্থা দেখাও প্রভো পথহারা জনে
ইস্‌লাম জীবন্ত কর কাফেরের মনে!"

* *

"যেই দিন পরিশ্রান্ত পথিকের বেশে
উতরিনু শৈল-শিরে সিদ্দিকের সাথে,
কেরাওল আমিনে প্রভো সপ্ত শত নর
বদিয়ার পাছে পাছে ভজিল ইস্‌লামে।
আবার কোরবা-কাবা পুণ্যগ্রামে এলে
মরুতাপ প্রপীড়িত দাহিত জীবন
পূরিল নূতন সুখে স্বপ্নের মতন,—
কল্লোলিনী কল্লোলিত কুঞ্জময়ী-গৃহে
বসন্তে কলিকা-দল যথা মুঞ্জরিত!
ফকির হইয়া আমি রাজত্ব পাইনু—
অগণ্য মদিনা-বাসী ইস্‌লামে বাঁধিনু!"

* *

"সে ত গো তোমারি প্রেমে, তোমারি ইচ্ছায়
আমি তুচ্ছ দীন দাস চরণে আশ্রিত,
কালি ছিনু গৃহ-ভ্রষ্ট পথের ভিখারী,
আজি সিংহাসন দিলে সঁপিয়া আমায়!
লক্ষ লক্ষ শত্রু-সেনা দিবা নিশি যার
পরাণ নাশিতে প্রভো ছিল স-সজ্জিত,
তাহারি চরণ-তলে সদা আজ্ঞাবহ
শত শত মহারথী, কি রহস্য অহো!
সত্যের গৌরব-পুষ্ট কান্তি মনোহর
জ্যোতিতে করিল পূর্ণ দিগ-দিগন্তর!"

"পূর্ণচন্দ্র সমুদিত বাসন্তী নিশায়
যখন জেহেল পাপী তীক্ষ্ণ অসি তুলি
কহিল আমার তরে :—"ওরে মন্ত্রবিদ্ !—
কিসের প্রেরিত তুই, কোথা নিদর্শন ?"
তোমারি দয়ায় প্রভো হ'ল দ্বিখণ্ডিত
পূর্ণচন্দ্র। আকাশেও মন্ত্রবল হেরি—
বুঝিল বিধর্ম্মীগণ দুরাশ মায়াবী,
ভ্রমান্ধে নারিনু আমি বুঝা'তে ইস্‌লাম!
আততায়ী কোরেশীরা ছিল বলীয়ান্—
উপহাস করি গেল তৃণের সমান!"

* *

"শিশু ছিনু যবে নাথ ক্রীড়া স্থানে ধরি—
জিব্রাইল বিদারিল হৃদয় দাসের,
একে একে চারি বার প্রক্ষালিয়া তাঁহা
পাপের কালিমা-রেখা মুছিল প্রাণের!
পিতৃহীন—জন্মে নাহি হেরিনু চরণ
জনকের; মাতৃসমা পালিল হালিমা।
ব্যবসায়ী-বেশে প্রভো ভ্রমি দেশে দেশে
মাতামহ-সঙ্গে পুনঃ ফিরিনু স্বদেশে।
ধন-জন বিলাইয়া সন্ন্যাসিনী বেশে
খোদেজা পতিত্বে মোরে বরিলেক শেষে!"

* *

কোন্ কথা তব কাছে আছে লুক্কায়িত
তথাপি তোমারে নাথ নিবেদি আবার,
বিপদে পড়িয়া যদি অসহায় নর
তোমারে জানায় দুঃখ; জান তুমি বটে
সব কথা সে ভাগ্যের, তথাপি সে জন
প্রবোধিতে আপনার ব্যথিত হৃদয়

করয়ে মিনতি পুনঃ তোমারি চরণে ;—
(সকাতরে,—কারুণ্যের সাক্ষাৎ মূরতি !)
ভূত-ভবিষ্যৎ-তত্ত্ব জান তুমি প্রভো,
তবুও এ গত দুঃখ তোমাকে জানাব !”

* *

“সহ-পরিবারে শেষে মদিনা মাঝারে
আইনু ; হায় রে ভাগ্য কি কব সে কথা,
অভাগিনী রোকেয়ার অকাল মরণে
জীয়ন্তে ওস্‌মান আজি হইয়াছে মৃত !
সহানুভূতির ছলে কহিলা ওমর
হাফজায় বিবাহিতে ; শোকাতুর পতি
পত্নী-স্মৃতি না ভুলিতে অন্তরের খেদে
বিরোধিলা সে কথায় ; আত্মদ্রোহ ভয়ে
নিজে, আমি হাফজায় বিবাহ করিনু,
উম্মে-কুলসুমে পুনঃ ওস্‌মানেরে দিনু !”

* *

“গৃহানল গেল নিবে, স্বর্গীয় বন্ধনে
সে হ'তে একটু যেন আছি শান্তি সুখে,
প্রচারিতে সত্য ধর্ম্ম প্রাণ করি ক্ষয়
রক্ষিতে তোমার চিত্ত ঘুরি পথে পথে !
যে ইস্‌লাম এক দিন ছিল উপেক্ষায়
কত শত মহাবীর, কত শত সাধু,
সে পদে মনের সুখে ঘুমায় নির্ভয়ে
অন্তহীন পরকালে ত্রাণের আশায় !
শত্রু যা'রা—শেষে তা'রা মিত্র ইস্‌লামের
তথাপি সমরে শুনি আসিছে কাফের !”

* *

নীরবিলা নবিশ্রেষ্ঠ ; নীরব মন্দির,
আলোড়িয়া নিস্তব্ধতা কহিলা ওমর—

(প্রশান্ত সাগর বক্ষে ঝটিকা যেমন)
"এই প্রাণ এই হস্ত যতক্ষণ আছে
কার সাধ্য প্রবেশিবে মদিনায় আসি ?
সত্য তেজে বলীয়ান্ ইস্‌লাম-সেবক,
কাহারে ডরাই মোরা—কেন প্রভু খেদ ?
অদৃষ্টের ফল যাহা ফলিয়াছে তাহা।
সুকল্পনা পূর্ণ যদি হ'ল বিধাতার,
এ প্রাণ গেল বা তাহে ক্ষতি কিবা আর !"

* *

"বৃথা শোকে বিলাপন নহেক বিহিত
হে নৃমণি! চিন্ত আজি রণ সদুপায়,
আসিছে কোরেশী পুনঃ লক্ষ লক্ষ বীর
সমবেত এইবার পাপীষ্ঠ সুফির
পতাকার তলে। জগ শিরোমণি তুমি
ইস্‌লামের গুরু, কন্যা শোকে অধীর
শুনিলে,—রণগর্ব্বে মত্ত হ'য়ে আসিবে
কোরেশী; ধৈর্য্য ধরি হও অগ্রসর,—
নিকট শমন সম হুঙ্কারে কাফের !
সত্যের শকতি তলে অসত্য বিনাশি—
জয়োন্মাদে মদিনায় প্রবেশিব আসি !"

* *

"পিশাচী হেন্দার * কথা শুনিনু যখন
ঘৃণায় হৃদয় যেন হইল কুঞ্চিত,
কি করালা,—নারী হ'য়ে রাক্ষসীর মত

* হেন্দা—আবুসুফিয়ানের সহধর্ম্মিণী। সুফিয়ান যখন ওহোদ যুদ্ধের জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন পথে তাহারা আবোয়া নগরে উপস্থিত হয়। সেইখানে হেন্দা, হজরতের পূজনীয়া জননী আমেনা খাতুনের (রাজিঃ আঃ) সমাধি খনন করিয়া অস্থিপুঞ্জ চর্ব্বণে উদ্যতা হইয়াছিল; কিন্তু অনেকে বাধা দেওয়ায় পারিয়া উঠে নাই।

অস্থিরাশি আমেনায় করিতে চর্ব্বণ
হ'য়েছিল সমুদ্যতা ; প্রতিরোধে প'ড়ে
পারে নাই বিদারিতে সমাধি গহ্বর !
সমুচিত প্রতিদান দিতে হবে এর
হেন অপমান সহি র'বে না মোস্লেম ;
বুকে জ্বালি চিতানল কেমনে বাঁচিব—
শোণিত সমুদ্র-নীরে ওহোদে ডুবাব !"

* *

"সাজ সাজ রণবীর মহারথীগণ—
সাজরে মোস্লেম-সেনা আততায়ী বধি—
কাফেরের রক্তে আজি তীক্ষ্ণ করবাল
পবিত্র করিয়া লই ওহোদ-প্রাঙ্গণে !
ধর্ম্ম রক্ষা প্রাণ রক্ষা স্বদেশ রক্ষণ—
সম্মুখে, কেমনে হে বীর নিশ্চুপ রহিবে
শুনি রণ-ডঙ্কা-নাদ ? মনুষ্যত্ব ধরি
কোন্ নর হেন কালে রহিবে নীরবে ?
ভুজঙ্গ তুমরি রবে রয় কি বিবরে ?
ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মমদে হও আগুয়ান
সুখময়—প্রেমময় হবে পরিণাম !"

* *

"স্ত্রী-পুত্রের মায়া যদি থাকে রে হৃদয়ে
যদি মোস্লেমের বংশ না কর নিপাত,
মদিনার নাম যদি চাহ রক্ষিবারে
করবাল ল'য়ে তবে হও অগ্রসর !
কীর্ত্তি মঠ প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথ্বী বুকে
আরবীর নামে হবে শুভ হুলু ধ্বনী,—
নতুবা ঘৃণিত তোরা পর দাস হ'য়ে
কাফেরের পদরজ বহিবে পৃষ্ঠেতে।

রণ-তূর্য্য নিনাদিয়া ধর্ম্মবীরগণ—
"জয় ইস্‌লামের জয়" কর উচ্চারণ!"

*　　　*

অশ্ববহ অন্ত্রী-সেনা দুন্দুভির নাদে
আহব-আহ্বান ধ্বনি শুনিলা শ্রবণে,
রণ-রঙ্গে পশিবারে প্রমত্ত-আহ্বানে
তুলিলেক খর অসি খরাংশু প্রোজ্জ্বল!
শিবির-শকট-বাহী চতুষ্পদ দল
উন্মাদ সে কোলাহলে। শিরস্ক শিরষে
প্রেরিতের—হিম-স্বচ্ছ স্বর্ণ-চূড়া-সম
পর্ব্বতের! জ্যোতি-দীপ্ত তত্বজ্ঞ প্রেরিত
তারাদল মাঝে যথা হিমদ্যুতি রাজে
সৈন্যদলে শোভিলা তেমতি। দিগ্বলয়—
হিঞ্জির ঝঞ্জনে যেন হইল সভয়!

*　　　*

বুভুক্ষু কেশরী যথা শোণিত-আস্বাদে,
তেমতি ইস্‌লাম-সৈন্য রক্ত-প্রত্যাশায়;
পিপীলিকা শ্রেণী হেন—ত্রিভুবন জয়ী—
স্ব-বন্ধু-বান্ধব-হীন চলিলা ওহোদ!
বারিদ-প্রতিম-স্বনে মত্ত-অনীকিনী—
গর্জ্জিল হুঙ্কার দিয়া "ইস্‌লামের জয়",
সপ্তসিন্ধু বিকম্পিলা ভৈরব-নির্ঘোষে
শঙ্কা-ত্রস্ত জীবকুল তড়িতায় যথা!
সুকেশিনী রমাদল কল-কণ্ঠ-স্বরে
বীরের পশ্চাতে যেন মূর্ত্তিমতী তেজ
দাঁড়াইলা। বীরগর্ব্ব অস্ত্র-ঝলঝলে
বিপুল এ সৃষ্টি যেন যায় রসাতলে।

কম্বু-গ্রীব রক্তনেত্র শ্মশ্রুদল দোলি,
মনে হয় সিন্ধুনীরে উর্ম্মিমালা খেলে;
মমতার প্রতিমূর্ত্তি যোদ্ধ্‌বেশে যেন
কেমন সাদৃশ-হীন। তূণ-বাণ নহে
উপযুক্ত এ করের; এ কর-কৌস্তুভ
জ্ঞানময়—ভাবময় অজর কোরাণ—
ভবনদী তরণের ভারসহ ভেলা!
তথাপি বীরত্ব যেন মত্ততার মাঝে
অরুণ-নয়নে ভাসে; সুমিষ্ট ক্ষীরোদে,
অম্ল-সহোদ্ভব যেন হ'য়েছে সহসা!

* *

কুঙ্কুম-রঞ্জিত-বাস, সুবাস-সম্ভারে
সু-গন্ধী পবন। মধুকর, মধুলোভে
ফুলদল লুটে যথা;—তেমতি সকলে—
ধর্ম্মকথা—প্রেমমধু করিবারে পান
ঘেরিয়া চৌদিকে! অহো! কি সুন্দর কথা,
এক ফুল ফুটে যদি হেন মধু ল'য়ে—
বিয়াকুল তারি গন্ধে এত মধুকর;
এক মহম্মদ ফুটি জগতের মাঝে—
তাই কি ইস্‌লাম-পদে বাঁধি নর-প্রাণ
রাখিয়াছে সত্যমুগ্ধ? আশা,—সুখ-পরিত্রাণ!

* *

পীযূষ-প্রবাহ বহে, সৈন্য-সারি মাঝে
আশু-বিশ্বজয়া প্রভু ইস্‌লাম-রক্ষক
যশোরসে! ধীর-মন্দ্র-কম্প্র-দৃপ্ত—কিবা,
শূন্যভেদী উঠিতেছে সমর-নিনাদ।

* *

শরদেন্দু-নিভানন বিমল বয়ান,
কিন্তু ভ্রূযুগলে মনে হয় চন্দ্রে কালী

প্রতিভাত যেন। তা হ'লে কি হবে বল?—
কলঙ্কই অলঙ্কার শশী-লেখা সনে;
হীরক কালিমাময়—কালী সাজায়েছে
তারে। মূল্যবান্ দীপ্তিটুকু—গুণে মান!
অমন হীরক যদি হয় কালীমাখা,
তা' ব'লে কি সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি ঘটে?
বরঞ্চ অধিক হয়; অঙ্গার না হ'লে,
কখন ভাতে না ভাতি—প্রেম-ধর্ম্ম-শিখা;
তাই বুঝি প্রেমেও বিরহ—পোড়াইতে
মনু মন। যে জ্যোতি অঙ্গার হ'তে হয়,
নির্দ্দোষ—নিষ্কাম তাহা সৌন্দর্য্য আলয়!

* *

নীরজ-নয়ন দু'টী তরুণ-অরুণে—
বিকশিত যেন; সুঠাম নাসিকা;—তপ্ত
বর্ণ; অথচ প্রাখর্য্য-হীন স্নিগ্ধ রশ্মি
পাতে; মনে হয় পূর্ণিমার প্রস্ফুরিত
সে মুখ-চন্দ্রমা! কুন্দ-জিনি দন্ত-পাঁতি
বিমলীন। প্রাণের সারল্য মুখে চোখে!

* *

নরান্তক সম—অঙ্গত্রাণ বিভূষিত ব্যূহ,—
দাপটে মেদিনী ভয়ে কাঁপে থরথরি;
ধূলীতমো দশদিশি দিনে অন্ধকার,—
ধূম্রল নরেন্দ্র-মার্গ কুম্ভীপাক যথা!
ছাড়ি সৌধ-কিরীটিনী মদিনা-নগরী,
প্রবেশি পার্ব্বত্য-পথে চলিলা মোস্লেম;
বিজন যাথ্রেব ভূমি শ্মশান সদৃশ—
নির্জ্জনতা-মগ্ন—যথা ঘোরা নক্তমুখা।
চন্দ্রহীনা অমানিশা, পত্রহীনা তরু,—

স্বামীহারা সতী যথা, জনহীন মরু—
কাঁদিলা তেমতি তিতি মণিহারা ফণী,
বিরহ বিধুরা সুপ্ত মদিনা নগরী!
প্রফুল্ল থাকিলে পদ্ম মধু পানে ধায়
প্রমত্ত ভ্রমর;—শুকাইলে নাহি চায়!

*   *

তাই কেহ নাহি যায় মদিনার পথে—
সত্য-পথ-পান্থ হ'তে। আঁধার যাপ্রেবে
কি কাজ পশিয়া? মহাজন-পদ-ধূলী
যেইখানে পড়ে,—এমনি সৌভাগ্য যেন,
বাঁধা লক্ষ্মী চরণের রেণু—চিরদাসী!
প্রেম-উন্মাদিনী আ'জ লবঙ্গ-লতিকা—
যৌবন গরবে। ফুলময়ী ফলপ্রিয়া
বাংশক-বাসরে হাসিলেক নব-বধূ!
বিহঙ্গের সু কাকলী মুক্ত-গীতি-স্রোত,
মহান-দর্শন দৃশ্য—তত্ত্ব প্রকৃতির!

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাত্রি কাল;—ওহোদে।

তমোময়ী তমস্বিনী—গাঢ় অন্ধকার—
ঊর্দ্ধ-অধঃ আশে-পাশে তমিস্রা সাগর;
তারা হীনা নিরাশ্রয়া দুঃখিনী প্রকৃতি—
জীর্ণা শীর্ণা; অতীতের স্ফুট ইতিহাস!
মেঘাচ্ছন্না বসুমতী, মরণ-উন্মুখ
রোগীর মতন বিকার গ্রস্তা; তথাপি

ক্ষণিক যেন লভিছে চেতন, স্বজনে
আশ্বাস দিতে—চপলা চমকে! আবার
সে অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! ঐ শুন,
রূঢ় কণ্ঠে কহিতেছে বিকট পেচক:—
"আশু মিষ্ট পাপাচারে পরিণামে ভ্রাতঃ
কেবলই অনুতাপ—কেবল আগুন,
সত্যের আকুল ডাক এখনও শুন্!"
কি ভীষণ! ত্রাসে বুক কাঁপে দুরু দুরু;
হেন ভয়ঙ্কর স্থানে বিজন প্রান্তরে,—
মানব-সঙ্গম হীন হিংস্রক আবাসে,
কা'র হিয়া নাহি কাঁপে? কে এমন বীর
নরকের পথে এসে না ডরে জীবনে?
আরো ভয়,—শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনী শবদে
মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত হইছে পাপীর
রৌরবে! তাহারি রব থাকিয়া থাকিয়া,
করাল কালের ছায়া তুলিছে আঁকিয়া
হৃদয়ের মাঝে।
শ্মশানাগ্নি জ্বেলে যথা,—
তেমতি শিবির মাঝে দপ্ দপ্ দপি
জ্বলিয়া উঠিছে দীপ, তখনি আবার
অন্ধকার। দূরে—অতি দূরে চীৎকারিছে
অরণ্যজ! কাল রাত্রি কারে বলে আর?
একে সুপ্ত বিভাবরী, নিদ্রিত শিবিরে
প্রহরীর কণ্ঠ ভিন্ন আর নাহি কিছু
শুনা যায়! মদমত্ত সুফিয়ান সুখে,—
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যা করিয়া আশ্রয়,
নবীনা রূপসী বেষ্টি নিদ্রালস প্রেমে!
বীরত্বের ছায়া যেন কামের অতলে

আপনি ডুবিয়া গেছে ; কল্পনা সঞ্চারে,
দেখিলা ভীষণ স্বপ্ন কাঁপিলা কম্পিতা !

প্রথম স্বপ্ন।

"আমি রে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ওরে দুরাচার,
বার বার অবহেলি আমার আহ্বান,—
পদাঘাত ক'রেছিস্ বুকে, কিন্তু শোন ;—
সত্যে গৌরবিনী আমি অবিনাশী ধন,
তোর তরবারি আমি তৃণের সমান
মনে করি। বিধি-বলে মহাবলী যিনি—
সেই প্রভু মহম্মদ (দং) রক্ষক আমার।
দেখিবি আগামী রণে দরিদ্র ইস্‌লাম,
দৈব-শক্তি সমবায়ে সমর-সাগর
কেমনে লঙ্ঘিবে, তোর নিশ্চয় পতন।
চন্দ্রের জ্যোতির কাছে খদ্যোতের জ্যোতিঃ
কতক্ষণ র'বে ? এই দেখ্ ওরে রে দুর্জ্জন,-
আমার চরণ তলে মুক্তি-সিংহাসন !"

দ্বিতীয় স্বপ্ন।

"তোর সেই বন্ধু আমি, অভাগা জেহেল,
ভীষণ নরকে প'ড়ে
দেখা দিতে তোর তরে
আসিয়াছি একবার—কি দশা আমার,
নয়ন তুলিয়া ওরে দেখ্ একবার !"

"সত্যে না ভজিয়া ভাই পড়িয়া কুহকে,
প্রস্তরে করিয়ে পূজা,
অবশেষে এই সাজা।
ঐশ্বর্য্য বীরত্ব-গর্ব্ব লাগে না হেথায়,
ধর্ম্ম চাই;—এক ভিন্ন দ্বিতীয় কোথায়?"

* *

"যা হবার হইয়াছে ওরে সুফিয়ান,
ইস্‌লাম আশ্রয় ধরি
পরিত্রাণ লাভ করি
এ পারে আসিস্ ভাই; অনন্ত যন্ত্রণা
সহিতে হবে না তবে, উহু কি বেদনা!"

* *

"প্রাণ যায়, কে কোথায় প্রিয় পরিজন?
কোথায় দেবতা আজি
সব দেখি ভোজবাজী,
দিনগুলি কাটানের ক্রীড়নক ছিল,
আ'জ সে কল্পিত শক্তি কাজে না আসিল!"

* *

"সাবধান, সাবধান ওরে মূঢ়মতি!
আমি বুঝিতেছি এবে
ইস্‌লামেরে নাহি সেবে
কি অন্যায় করিয়াছি;—এ ভুলের ফলে,
অনন্ত নরক বাস আমার কপালে!"

* *

চমকি উঠিলা বীর অশুভ স্বপনে,
এ কি?—ভুল—ভুল শুধু মনের বিকারে—
দুঃস্বপ্ন-চকিত হিয়া! হতভাগ্য সুফি!
তোর ভাগ্যে এত ছিল? হায় রে দুর্ম্মতি

না বুঝিয়া কত পাপে ইচ্ছায় মানব
অনুক্ষণ ডুবিতেছে সঙ্কট সাগরে!
হায় ভাগ্য!—দুঃসাধ্য বুঝিয়া উঠা তোরে!
হাসিয়া আবার বীর করিল শয়ন,
আবার নয়ন দু'টী পড়িল ঢুলিয়া
তন্দ্রাবশে! স্বাধীন অলস চিত্তে
আবার দুঃস্বপ্ন যেন উঠিল ফুটিয়া!

তৃতীয় স্বপ্ন।

"দুরদৃষ্ট ওতবায় দেখ দুরাশয়,
তোর আজ্ঞাবহ হ'য়ে যে দশা তাহার;
এই শত নরকের বৃশ্চিক দংশন,
কালি রণস্থলে তুই সহিবি আবার!
হতভাগ্য ছিনু তাই প্রতিমা পূজিয়া,
এ যম-যন্ত্রণা নিজে আনিনু ডাকিয়া!"

* *

এইবার বীর-বীর্য্য দমিল ক্ষণেক,—
পবন পরশে যথা অস্থির প্রদীপ
নিবিয়াও নাহি নিবে; নয়ন উন্মিলি
পাপী দেখিলা বিস্ময়ে—
নিশা অবসান!

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সমর-ক্ষেত্র।

মধু-তীব্র স্নাত-উষা আধ-রৌদ্র-ছায়ে
মনোহারী ;—বহে বায়ু শ্রম-বিনাশিনী ;
মারুত-হিল্লোলে হেলি সুকোমলা লতা,
কত নীরবের গীতি সমাপিলা আহা !
কে বুঝিবে সে প্রাণের আকুল পিয়াসা,
কে বুঝিবে সে আহ্বান, সে অক্ষয় পূজা ?
পাপ-ভুষ্ট পৃথিবীর পঙ্কিল-প্রণয়ে,
কে দেখে এমন দৃশ্য ইচ্ছায় নয়নে ?
কিন্তু হায়,—ভাগ্য দোষে কবি-জন্ম নিলে,
অণু পরমাণু-তত্ত্বে জীবন নিঃশেষ !
তা'তে বা সাবাশী কই ? ভ্রূকুটী করিয়া
কত জনে উপহাসে—তুচ্ছি চলে যায়,
বলে—"ওটা প্রমত্ত পাগল !"—
প্রাণ-শেষে
ক্ষিপ্ত-আখ্যা, কবি-জন্মে ধিক্ !
কি ভীষণ !—
ওহোদে ছুটেছে আ'জ ক্ষিপ্র নরার্ণব,—
যথা ছুটে নদীর জোয়ার ! নবিবর—
সৈন্যদলে পরিবেষ্টি কহিলা আহ্বানি !
"জ্বলন্ত এ ইস্‌লামের সেবিতে চরণ
পরাণ ক'রেছ তুচ্ছ, অই শৃঙ্গ দেখ,—
কি দুর্জ্জয় স্থান ! শস্ত্র-হস্ত ত্রি-সত্তর
মহাবীর—এক সঙ্গে বেষ্ট অই স্থান !
পরাজয় কিম্বা জয় হয় ইস্‌লামের

হইও না স্থান-চ্যুত করিনু আদেশ!
আজি আসিয়াছে পুনঃ দলিতে ইস্‌লামে
কাপুরুষ কাফের সন্তান ;—ভাল কথা!
কিন্তু থেকো যথা-সাবধান। জানি আমি
মোস্লেমেরা নহে ভীত জীবন সঁপিতে
ধরমের তরে। জ্বালরে সমুদ্রবহ্নি
অই অস্ত্র,—সুফীর ও সৈন্য পারাবারে!
এই বার কর্ত্তব্য সম্মুখে ;—বৃথা কথা
আলাপনে নাহিক সময়। ফিরে দেখ
ধাইছে কোরেশী ;—সমুদ্র-রমণা যেন
ডুবে আজি রুধির পঙ্কিলে!"
হেন কালে—
প্রেমময় দৈববাণী ঝঙ্কারি উঠিল :—
"নিরুৎসাহ হ'য়ো না হে হও অগ্রসর,
নিশ্চয় এবারো রণে জিনিবে ইস্‌লাম ;
বিধাতার বিধি কেহ নারিবে খণ্ডাতে,
কিনিবে অমর নাম এ মর মহীতে!
দেহ আজ্ঞা সৈন্য দলে নির্ভয় অন্তরে
যাক্‌ অরি বিমর্দ্দিতে, প্রণমি তোমারে!"

* *

সৌর-দীপ্ত সুধাকর পূর্ণকলা যথা
তেমতি প্রভুর প্রাণ উঠিল উজলি,
বিধাতার শুভাদেশ শুনি ; ছুটিলেক
মত্ত-সেনা ঝটিকার মত তীর বেগে!
তীক্ষ্ণ অস্ত্র ঝন্‌ঝনি উঠিল। ওহোদ
কাঁপিল যেন প্রলয় কম্পনে। সত্রাসে—
চমকি উঠিল শত্রু! শক্তিধর-শক্তি
যেন টলিল বারেক ; সন্নাহ শবদে

সশঙ্ক দানব নর! প্রমত্ত তুরঙ্গ
দ্রুত চলিলেক দলি বিভ্রান্ত কোরেশ!
কোলাহল পরিপূর্ণ সমর-প্রাঙ্গণে
বাজিল মোস্লেম-বাদ্য ঝম্ ঝম্ ঝমি,
বাজে যথা অট্টহাস্য বিকট-নাদিনী
অস্ত্রপার। পারাবার ছুটিল শোণিতে!

* *

নাদিল কোরেশ দল—করাল-কবল,
সমস্বর-কণ্ঠস্বরে, চকিতে ধাবিল
ইরম্মদ বেগে; ক্ষিপ্ত অস্থিভক্ষ যথা
দংশিবারে ধায়, তেমতি ধাইল সবে
দংশিতে মোস্লেমে। অহংমদ কোরেশীর
গর্ব্বিত হৃদয়, আগ্নেয়-গিরির সম
একেবারে উঠিল উচ্ছ্বসি বীর মদে!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে মোস্লেম সন্তান,
আশুগতি সম শর নিক্ষেপিলা বলে,—
সন্ত্রস্ত,—শঙ্কিত শব্দে অচল মেদিনী!

* *

শিকারী যথা ধায় যথা লক্ষ্য-মৃগ পাছে
গভীর কাননে; তেমতি ধাইল পুনঃ
হামজা, মর্ত্তজা দিকে দিকে ব্যূহভেদী!
ভবিষ্য অশ্রেয়-চিত্র দেখিল কোরেশ
বিপুল আহব-ক্ষেত্রে! আর না আর না
সহে এ বজ্র-আঘাত! প্রাণভয়ে ভীত
সুফী, রণস্থল ছাড়ি—শৃগালিকা-শিবু
যথা বন্দুক-নিনাদে ত্যজে মুখগ্রাস,
তেমতি পালাল ভয়ে ত্যজি রণভূমি!

চতুর্দ্দশ সর্গ।

কে কার সংবাদ লয়,—ছত্রভঙ্গ হ'য়ে
ছুটিল কোরেশ-সেনা পৃষ্ঠ প্রদর্শিয়া !

*   *

আনন্দে বিজয় হর্ষে মোস্লেম-সন্তান
বাতাহত কদলীর দুর্দ্দশা যেমতি
তেমতি ধাইল সবে বিধর্ম্মি বধিয়া !
শোকে দুঃখে অভিমানে বৃদ্ধ সুফিয়ান,
লুকাল প্রাণের ভয়ে পর্ব্বত কন্দরে !
ছুটিল প্রমত্ত রক্ষি গিরি-শৃঙ্গ ত্যজি
কোরেশের পিছে ; শূন্য হেরি স্থান,
বিষম বিক্রমে গর্জ্জি কোরেশী খালেদ
কহিলা অধীন সৈন্যে :—
"মক্কার সন্তান !—
জননীর নাম যদি না ডু'বাতে চাও—
পরের পাদুকা যদি বহিতে মস্তকে
ঘৃণা মনে হয়,—তবে এইবার শেষ !
—এইবার শেষ চেষ্টা ; অই দেখ চেয়ে-
কি দুর্গম গিরি চূড়া অধিকারী ছিল
মুসলমান। চল ত্বরা আক্রমণ করি
এ সুযোগে ; অবরোধ করি একবার
কি দুর্দ্দশা মোস্লেমের করি দেখ হায় !"

*   *

মুমূর্ষু পুত্রের শেষ নিশ্বাসে যেমন
জননী সান্ত্বনা লভে, তেমতি বারেক—
পেয়ে এ সুবুদ্ধি বল—চকিতে কোরেশ
রোধিল অচল-শির ; দুর্জ্জয় সমরে
মোস্লেম হইল ক্লান্ত শিলা-প্রতিঘাতে !
দুর্ব্বার আহব-শ্রান্ত রুধিরাক্ত দেহে,

শত শিলাঘাত সহি বীরেন্দ্র হামজা
লভিল অনন্ত মুক্তি—অনন্ত নির্ব্বাণ ;
বিষাদে প্রেরিত-হৃদি হ'ল ম্রিয়মাণ !

*　　*

সন্ধ্যা সমাগত হেরি আহত মোস্লেম,
বেষ্টিয়া প্রেরিতে বলে হ'ল অগ্রসর,
গুলি-ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যথা ; এহেন সময়ে
পর্ব্বতের শৃঙ্গ হ'তে কহিলা চীৎকারি
কে যেন :—"মায়াবী সে মহম্মদ আজি,
কোরেশের বাহুবলে—অখণ্ড প্রতাপে,
চির জনমের তরে অকালে নিদ্রিত।
প্রাণ লয়ে পলাবার নাহি প্রয়োজন,
শক্তিস্বত্বে কোন্ বীর ত্যজে রণাঙ্গণ ?"

*　　*

শস্ত্রাস্ত্র-আয়ুধ-ক্ষেপে ক্লান্ত রক্ষিদল,
প্রাণপণে যুঝিবারে লাগিলা আবার ;
শূরশ্রেষ্ঠ অস্ত্রিদল নিহত সমরে—
অকস্মাৎ স্মিত-নেত্রে দেখিলা প্রেরিত ;
সম্মুখে মোস্লেম-যোধ আসিছে রক্ষিতে
দুঃসময়ে ! সুকৌশলে আনিলা নবীরে
দূর শস্পাবৃত ভূমে ;—সূর্য্যকান্ত মণি
কণক কীরিট-চূড়ে শোভিল যেন রে !
রক্ষোদ্যত মোস্লেম-সেনা দাঁড়া'ল চৌদিকে
প্রেরিতের ; প্রস্তরের বিষম আঘাতে,
স্খলিত একটী দন্ত সম্মুখ পংক্তির !

*　　*

বিক্ষত বিধ্বস্ত প্রায় ইস্লাম-শকতি,
বীতদন্ত ভাববাদী, শোণিতে রঞ্জিত

পরিধেয় ; কি কুক্ষণ ওরে! এক দন্ত
বিনিময়ে আজি যদি কেহ, পৃথিবীর
ধন-রত্ন লয় তবু হায়, কে দিবে গো
আবার হারাণ নিধি? দেখ্‌রে মোস্‌লেম,
এ পাপ-জীবনে তোরা নিমেষের তরে
দেখ্ আঁখি ভরি আ'জ ;—পরিত্রাতা নবি
তোদের মঙ্গল তরে,—ইস্‌লাম-বিস্তারে
কি যন্ত্রণা সহিছেন আপনা জীবনে!
হৃদয়-শোণিত দানে রঞ্জি রণস্থল,
আবার ইস্‌লামে নবি প্রদানিলা বল!

* *

এইবার কুহকিনী হেন্দা স-নর্ম্মদা
উতরিলা রণক্ষেত্রে, বিদারি হৃদয়
হামজার, হৃৎপিণ্ড লাগিলা ভক্ষিতে!
নির্ম্মদ ফকির বেশে জগতের গুরু
হেরিলা এ কাল-দৃশ্য ; সুধীর মোস্‌লেম,
বক্ষ চাপি দুর্ব্বিপাকে সচ্চিৎ-স্মরণে,
ফিরিলা তিমির ঘোরে আপন শিবিরে!

* *

নির্জ্জন শিবির-প্রান্তে বসি সুফিয়ান
কল্পনায় স্বপ্নরাজ্য বিরচনে রত,
হেন কালে দেখিলেক তুলিয়া নয়ন,
ভীষণ-প্রকৃতি এক অস্ত্রভৃৎ রথী!
(গর্জ্জিয়া কহিল যথা বজ্রাগ্নি চমক)
"ওরে পাপিষ্ঠ কোরেশি! ভেবেছিস্ বুঝি
ইস্‌লাম সহায়-হীন? আমি সে হামজা,
অন্যায় সমরে যারে ব'ধেছিস্ তোরা!
সত্যের সেবক আমি, বিধাতৃ-প্রসাদে

সৌভাগ্যে নিবসি স্বর্গে, - দেখ্‌রে নারকী !
নির্ধনের গতি মুক্তি একমাত্র ধাতা,—
কালি রণে ইস্‌লামের সম্বল কেবল।
সাজিতেছে স্বর্গদূত নাশিতে কাফের
প্রাণের ভরসা আর না রাখিস্ পাপী !
নখাগ্রে বিচ্ছিন্ন যথা হয় ভুজঙ্গিনী
সর্পারির, তেমতি আগামী রণে হবি,
ইসলামের অসি তলে পরমাণু সম
ক্রীড়নক ! বিঘ্ন-বিনাশন বিভু অই
প্রাণের ইস্‌লামে তাঁর রক্ষিবার তরে
মত্ত আয়োজনে। অনুকূল দয়াময়,
দয়ায় দ্বিগুণ বলে জিনিবে মোস্‌লেম !
বুদ্ধি দোষে জয়োন্মত্ত ইস্‌লাম-সন্তান
উপযুক্ত প্রতিদান পাইয়াছে আজি
ত্যাজি গিরি-চূড়া ! তা'তে ভাবিস্ না মনে
কালিও বিজয় লভি ফিরিবি সহাসে
শিবিরে ! শুনিস্ নাই,—এ কি চোখে নর,
একবার হাসি পরে কাঁদে পুনরায় !"

* *

বিরাট কল্পনা-বক্ষে ঘন অন্ধকার,
উপবিষ্ট সুফিয়ান, চিন্তায় কুঞ্চিত
ললাট-প্রদেশ। নিশ্বাসে নিশ্বাসে বহি
বিষাদের ভার আশ্বাসিছে হৃদয়েরে ;
আশা-নিরাশার মাঝে বসি সেনাপতি,
ভাবিতেছে আগামীর ভবিষ্য নিয়তি !

* *

পোহাইল বিভাবরী, উন্মত্ত মোস্‌লেম
সাজিল সৈনিক বেশে ; দুর্মদ কোরেশী

নামিল আহব-ক্ষেত্রে, রণবাদ্য রোলে
কাঁপিল ওহোদ ভূমি। মহাবীর আলী
চলিলা সবার আগে, ওস্‌মান সুমতি
পশ্চাতে তাঁহার। কৃতান্তের সম সাজি
চলিলা ওমর আর যত বীরগণ।
ধীর-পাদক্ষেপে প্রভু পশ্চাতে সবার,
রণভূমি অভিমুখে হ'লা অগ্রসর!

* *

হেন কালে প্রত্যাদেশ হইল প্রেরিতে :—
"শান্ত হও বীরবাহু আমি সঙ্গী তব,
সত্যের সেবক যত ইস্‌লাম সন্তান
তা'দের সহায় আমি; আজিকার রণে
এখনি স্বর্গীয়-সেনা করিব প্রেরণ
রক্ষিতে ইস্‌লামে। নিশ্চয় হইবে জিত
দুর্ব্বৃত্ত কোরেশী! হও সখে অগ্রসর,
রণে আজ্ঞা দেহ তুমি বিপন্ন মোস্‌লেমে!"

* *

মুহূর্ত্তে বিহ্বল প্রায় মদিনা-সন্তান,
দেখিল স্বর্গীয় সেনা অস্ত্র ঝক্‌ঝকি
নামিল সংগ্রাম ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কপোলে
ফুটিতেছে পুণ্যতেজ—হীরকের সম!
সাহসে বাঁধিয়া বুক সন্ত্রস্ত মোস্লেম
পড়িল শত্রুর মুখে;—ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যথা
পড়ে শিকারের স্কন্ধে। চকিতে কোরেশী
বিপদ বুঝিল ঘোর; শোণিতের ধারে,
অসংখ্য নৃমুণ্ড-মালা লাগিল ভাসিতে!

এইবার –এইবার—এইবার শেষ—
সহিতে পারে না আর বিচ্ছিন্ন কোরেশী
মোস্লেম কৃপাণাঘাত—বিষমুখ বাণ!
প্রভঞ্জন সম ছুটি মহাবীর আলী
লাগিল বধিতে সেই অগণ্য রথীরে!
বাত্যাহত তরী সম, কোরেশীর দল
বারেক চঞ্চল হ'ল, দেখিল চাহিয়া
হত যত মহাবীর, ভীত সুফিয়ান
কহিলা চীৎকারি :—
"আর নাহি কোন আশা,
চল ফিরে!"
পঙ্গপাল উড়ে যথা দেশে,
তেমতি ওহোদ-ভূমে বিজিত কোরেশী
ছুটিল মক্কার পানে; পশ্চাতে মোস্লেম-
চলিল হুঙ্কারি ভীম নাশিয়া অরাতি;
শাণিত কৃপাণ-মুখে কন্দুকের প্রায়,
শত শত শত্রুসেনা লইল বিদায়!

* *

বাজিল বিজয় ভেরী, উড়িল ওহোদে
অর্দ্ধচন্দ্র-বিখচিত ইস্লাম-পতাকা
পতপতি। আহ্বানি কহিলা প্রভু সবে :-
"হত মহাবীরগণে সমাধিস্থ করি
চল ফিরে মদিনায়; অবশিষ্টগণে
লহ সঙ্গে রথীবৃন্দ! আত্মীয় স্বজনে
প্রদানিবে তাহাদেরে সমাধি সেথানে!
বীরেন্দ্রকেশরী আলী যাক্ মদিনায়,
ঘোষিত হউক জয়, মদিনা নগরে
উঠিতেছে হাহাকার; দুষ্ট শয়তানে

পরাজয়, মৃত্যু কত করিয়া ঘোষণা
করিয়াছে ম্রিয়মাণ অধিবাসিগণে!
যাও শীঘ্র মদিনায় দেহ এ সংবাদ,
মোসেলম লভেছে জয়, শান্তি নির্ব্বিবাদ!"

পঞ্চদশ সর্গ।

মদিনা ;—দিবা তৃতীয় প্রহরে।

স্বদীন আসনে বসি মহান পুরুষ,
উৎফুল্ল নয়ন তুলি কহিলা সম্ভাষি :—
"আজি বিপ্লবের শেষে আনন্দিত ...
কিন্তু তবু জ্বলিতেছে হৃদয় আমার,
দুর্ব্বৃত্ত পারস্থ আর বসোরা-পতির
নিষ্ঠুর অভদ্রোচিত হেরিয়া আচার!
জন্মভূমি দেখিবার সাধ ক'রে মনে,
অস্ত্রহীন গেনু মক্কা, তথাপি কোরেশী
পারিল না বিশ্বাসিতে ;—একটী বৎসর
আজি হইতেছে গত, হ'য়েছি অধীর,
দেখিতে জনম ভূমি করিয়াছি স্থির!"

* * .

"ভীষণ ওহোদ যুদ্ধে পরাজিত অরি ;—
একটী বৎসর মাত্র না হইতে গত
আক্রেমিল মদিনায় ; প্রবল বাহিনী,
একমাত্র বিধাতার অনুগ্রহ বলে
হইলেক বিতাড়িত। তারপর পুনঃ—
জন্মভূমি হেরিবার প্রবল ইচ্ছায়,
অগ্রসর হ'য়ে যদি গেনু মক্কা-পথে,

কোরেশী সন্দিগ্ধ-হৃদে দিল না আমায় ;
পশিবারে পূতভূমি ভূস্বর্গ মক্কায় !"

*　　*

রণোন্মত্ত হ'লে সবে আবার যখন,
দেখিনু সময় নহে, পুণ্য জেলহজ্জে
হইবে শত্রুতা বৃদ্ধি ; কৌশলে কোরেশে,
সন্ধিপাশে নিরোধিনু। দশটী বৎসর
নিশ্চিন্ত হইনু শুনি আনন্দে অন্তর
নাচিয়া উঠিল হায় ! প্রচার আশায়,
অগণ্য দূতের তরে করিনু প্রেরণ,—
সত্য ইস্‌লামের ভেরী করিতে বাদন !"

*　　*

"হায় সে দুরাশা বুঝি হ'ল না সফল,
শুনিতেছি দুঃসংবাদ ; কখন কোথাও
ফুটিছে সত্যের আলো বিজলীর মত
ক্ষণেকের তরে। তাহে কি করিব আর,
যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে আমার,
নিত্য ইস্‌লামের তরে করিব প্রচার !"

*　　*

"পুনঃ শুনিতেছি সেই সমর-বারতা,
পুনঃ সম্মিলিত যত তাড়িত য়িহুদী,
বিস্তীর্ণ খয়বর প্রান্তে নাশিতে ইস্‌লামে ;
চল সেথা একবার, চল বীরগণ—
জন্মভূমি—ধর্ম্মবল করিতে অক্ষয়,
খয়বরে তাদের তরে করিতে বিজয় !"

*

নীরবিলা সাধুবর, ক্রোধান্ধ ওমর,
তীক্ষ্ণ তরবারী তুলি কহিলা সবায় ;

"ধর্ম্মবীর মহারথী তোমরা মোস্লেম,
বদর ওহোদ ভূমে দিলে পরিচয় ;—
এইবার চলি তবে খয়বর প্রান্তরে—
নাশিতে বিধর্ম্মীদল ; কর বীরগণ—
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু আজি প্রাণ বলী দান !"

* *

গর্জ্জিল মোসলেম-চমূ সিংহ-পরাক্রমে,
কাঁপিল আকাশ-পথ অচল-সাগর ;
উলঙ্গ খর্শান তুলি প্রতিজ্ঞা প্রকাশে,
সম্মতি জ্ঞাপন যেন করিলা সকলে।
গৃহে গৃহে সমরের মহা আয়োজনে,
মদিনা কাঁপিল পুনঃ প্রবল স্বননে !

* *

কহিলা সুমতি সবে,—"চল বীরগণ,
আজিকেই রণমুখে হই অগ্রসর ;—
কালি বিধর্ম্মির তরে করিয়া নির্ম্মূল,
ফিরিব সুখের-গৃহে সানন্দ অন্তর !"

* *

"সজ্জিত মোস্লেম-সেনা আততায়ী বধে,
তুচ্ছ গণে প্রাণ তা'রা ধরমের তরে ;
শুভক্ষণে করি যাত্রা আজিকেই তবে,
নাহি বিঘ্ন ধর্ম্মহেতু, না ডরি কাহারে !"
উত্তেজনে আস্ফালিত করি তরবারী,
সাজিল মোস্লেম-সেনা বধিবারে অরি !

ষোড়শ সর্গ।

খয়বরে।

প্রভাত হইল বিভাবরী,—
গাছে গাছে পাতে পাতে,
সোণার কিরণ পাতে,
বসুমতী হইলা উজল ;
সাজিল কৃতান্ত সম দু'দিকে দু' দল!

* *

অশ্বের দাপটে কাঁপে দিক্,
শাণিত কৃপাণগুলি,
বজ্র সম করে তুলি,
মোস্‌লেম হইল অগ্রসর ;
আজিকে সমরে বুঝি র'বে না প্রান্তর!

* *

অন্ধকার আকাশ-পাতাল,
দিবাকর ধূলি মগ্ন,
কি কুক্ষণ কি কুলগ্ন,
[illegible]ান হইল য়িহুদী ;
[illegible] রবে কাঁপিল জগতী!

* *

[illegible]দিল রণ-ডঙ্কা নাদ,
ভীত য়িহুদীর দল,
স্মরিল দেবের বল,
ডাকিলা আপন প্রভুগণে,—
রক্ষিতে অনাথ জনে এ ভীষণ রণে!

ফেরুপাল ব্যাঘ্র হেরি যথা,
জীবন রক্ষার আশে,
বিজনে পলায় ত্রাসে,
তেমতি য়িহুদী দল হায় ;—
যে দিকে পাইল পথ লইল আশ্রয় !

*　　　　*

রক্ত-নদী বহিল খয়বরে,
অগণিত শত্রুশিরে,
মনে হ'ল আজি কিরে
নরক হইল ধরাতল ;—
সহসা শান্তির রাজ্যে এ কি কোলাহল !

*　　　　*

"জয় ইস্লামের জয়" রবে ;—
চমক ভাঙ্গিল যেন,
য়িহুদী ফিরিল পুনঃ—
বরিষার বারিধারা প্রায়
আবার তুমুল রণ হইল সেথায়।

*　　　　*

বীর-পরাক্রমে অস্ত্র ধরি,—
ধাইল মোস্লেম দল,
জ্বলিল সমরানল,
ডু'বে গেল য়িহুদীর বল ঃ—
দাপটে খয়বর-ভূমি হইল চঞ্চল !

*　　　　*

উড়িল বিজয়-কেতু ধীরে ;
আনন্দে বিজয় গান,
গাহিল মোস্লেম প্রাণ ;

সুখের হিল্লোল চারি ধারে;
আবার উঠিল বাদ্য কাঁপা'য়ে অম্বরে !

* *

কহিলা প্রেরিত, সৈন্যগণে ঃ—
"বন্দী দলে আন এবে
সমুখে হউক তবে—
ইস্‌লামের পূর্ণ অধিকার ;
করিব বিহিত মত তাদের বিচার !"

* *

আজ্ঞা মাত্রে বন্দী দলে আনি ;—
প্রেরিতের পদতলে
সারি দিয়া সকলেরে,
উপস্থিত করিলা তখন ;
সাদরে প্রেরিত কহে মধুর বচন !

* *

"অসার মায়ায় ভুলি ভাই ;—
কেন হইয়াছ মত্ত
এ ইস্‌লাম নিত্য সত্য,
বধিবারে মোস্‌লেম জীবন ;—
কেন রণ আয়োজন ক'রেছ এমন ?"

* *

"ঘোষিবারে একত্বের জয় ;—
জীবন করেছি পণ,
বিচলিত নহে মন,
জে'নে শুনে আবার তোমরা,
আসিলে সমরে ভাই নির্দ্দোষী আমরা !"

"প্রাণের ইস্‌লামে রক্ষিবারে,
বিধাতা ধরার পরে
পাঠাইয়া মোর তরে,
দিয়াছেন করিতে প্রচার ;—
এ নহে অলীক ধর্ম্ম এ নহে অসার !"

* *

"বন্দী হইয়াছ যদি আ'জ ;—
মোর আজ্ঞা শিরে ধর,
বশ্যতা স্বীকার কর,
ফিরে যাও স'পিনু জীবন ;—
কর দানে বাধ্য হ'লে রাখিও স্মরণ !"

* *

নত শিরে য়িহুদীর দল ;
মানিয়া প্রভুর জয়,
হারাইয়া উষ্ট্র-হয়,
বিপন্ন ছুটিল গৃহ পানে ;—
ইস্‌লাম লভিল জয় খয়বর প্রাঙ্গণে !

সপ্তদশ সর্গ।

মদিনা ;—মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণে।

অতীত প্রহর নিশা নীরব অবনী,—
শান্ত সুগম্ভীরে মিশি প্রশান্ত হৃদয়ে,
যেন ধাইতেছে ধীরে দিবসের আশে,
সুদূরে করিয়া লক্ষ্য—দেখিতে আলোক !
হেন কালে মন্দিরের দীপ্তি বেদী হ'তে
উঠিল মধুর স্বর, কহিলা প্রেরিত :—

"নির্ব্বিবাদে শান্তি-রাজ্য স্থাপিতে কোরেশ,
সন্ধি-বন্ধে আবদ্ধিলা ; ভাবিনু তখন—
দশটী বৎসর মোর ইস্‌লাম-প্রচারে
ঘটিবে না কোন বিঘ্ন ;—এবে দেখিতেছি,
পুনঃ ভ্রষ্টাচার দলে হ'তেছে মন্ত্রণা,—
নাশিতে ইসলাম-রাজ্য—সুখ-স্বাধীনতা !
আবার সমরানল জ্বলে বুঝি হায়,
ভাবিতেছি বিনা রক্তে কি এর উপায় !"

* *

"একটী বৎসর এই হইয়াছে গত,
সন্ধির সর্ত্তানুসারে পশিনু মক্কায় ;
শান্ত-শিষ্ট কোরেশীর হেরিয়া আচার,
মনে হ'ল হিংসা দ্বেষ শেষ এইবার।
কিন্তু তবু সন্দেহের ক্ষীণ রশ্মি টুকু
থাকিল হৃদয়ে মোর, যখন তাহারা
দিল না মোস্‌লেম-সুতে থাকিতে সেথায় ;
ভাবিল অধিক দিন রহিলে আমরা,
বন্ধুতায় ডু'বে যাবে শত্রু কোরেশীরা !"

* *

"বীরকুল অগ্রগণ্য বিক্রান্ত খালেদ
পবিত্র ইস্‌লামে যবে সঁপিল জীবন,
আনন্দে নমিনু ভূমে বিধাতার পদে,
কস্তুরিকা গন্ধে যেন মোদিল হৃদয় !
সতী মইমুনার তরে করিয়া গ্রহণ,
খালেদের মনোবাঞ্ছা করিনু পূরণ !"

* *

"তারপর বসোরার বিখ্যাত সমরে,
পাঠাইনু খালেদেরে করিয়া আদর ;

কহিনু জৈইদ তরে, নিজ হস্তে তুমি
ইস্‌লামের জয়-চন্দ্র করিও ধারণ!
তোমার মৃত্যুর পরে সুধীর জাফর
পতাকার অধিকারী; একান্ত সে যদি
দৈববশে হয় হত, আব্দুল্লা তখন
করিবে পতাকা হস্তে; সেও ভাগ্যদোষে
যদি লভে শেষ-শয্যা, খালেদ তখন,
করিবে ইস্‌লাম-চিহ্ন স্বহস্তে ধারণ!"

* *

"অক্লান্ত বিক্রমে যুঝি পূর্ণ ছুটী দিন,
কৌশলে লভিল জয় সাহসী খালেদ;
বিধাতার নামে হ'ল জয় জয়কার,
হৃতবল রোম-সৈন্য গণিল প্রমাদ!
রাহুগ্রস্ত দিবাকর লুকায় যেমতি,
রোমীয় প্রাণের ভয়ে পলা'ল তেমতি!"

* *

"কিন্তু দেখ এইবার নির্দ্দয় কোরেশী,
নিরাশ্রয় বেনীখুজাদলের উপর
করিতেছে উৎপীড়ন; পারিনা সহিতে
দুঃখীর এ হাহাকার,—আশ্রিত দুর্দ্দশা।
অনিবার্য্য হ'ল বুঝি এবারো সমর,
অনিচ্ছায় রক্তপাত অতি ভয়ঙ্কর!"

* *

"যাও তবে গৃহ-মুখে কর আয়োজন,
একবার পশি সবে মক্কার ভিতর,
ইস্‌লামের শেষ ভেরী করি নিনাদিত,—
চূর্ণ করি অহঙ্কার যত দেববল!
সত্যের বিকীর্ণ ভাতি পূরিছে ধরায়,

আঁধার স্বদেশ মোর এই দুঃখ মনে;
দিবানিশি ভাবিতেছি ইস্‌লামের কথা,
কেমনে প্রচার-কার্য্য করিব সাধিত!
শোকে দুঃখে মুহ্যমান নিরাশ হৃদয়,
হেরি ইস্‌লামের দশা কত কথা কয়!"

* *

নীরব হইলা নবি আঁখি নত করি,
চিন্তায় ললাট দেশ হইল কুঞ্চিত;
দীর্ঘশ্বাস ফেলি যত ইস্‌লাম সেবক,
উঠিল সস্মিত-মুখে ভাবি ভাবী কথা।
নির্ব্বাপিত অগ্নিশিখা জ্বলিল হৃদয়ে,
উষ্ণ-রক্ত-স্রোত যেন গেল তরঙ্গিয়া;
আরক্ত লোচন তুলি গম্ভীর বদনে,—
চাহিলা প্রভুর আজ্ঞা, রণে-অভিমতি।
সু-অভিবাদনে তুষি প্রেরিতের তসে,
চলিল মোস্লেমদল নিজ ঘরে ঘরে!

অষ্টাদশ সর্গ।

মক্কা-প্রান্তরে।

বিস্তীর্ণ শিবির আজি মক্কার প্রান্তরে
পড়িয়াছে অই দেখ; দেখ লো কল্পনে!
কি ভীষণ জনস্রোত—জলস্রোত হেন,
চৌদিকে ভ্রমিছে আজি যমের মতন!
কহ শুনি কবিরাধ্যা চির পুণ্য-লীলা,—
কিসের এ কোলাহল,—কেন এ শিবির;—

তবে কি আবার হবে প্রলয় এখানে—
তাই মত্ত-প্রাণ হেরি মোস্লেম-নন্দনে ?
আইস, নেহারি মোরা এক প্রান্ত হ'তে,—
কি হয় এখানে দেখি ঘোর রাত্রিকালে ;
কিসের শরম দেবি, পুরুষের তরে ;
কে দেখিবে আসিয়াছ ভীষণ প্রান্তরে !
চল মোরা অই খানে ছু'জনে বসিয়া,—
ভবিষ্যের কথা গুলি দেখি বিচারিয়া !

* *

অই শুন শৃঙ্খলের ঝণন্—ঝণৎ— !
দাঁড়াও এখানে দেবি, দেখি কিবা হয় ;
পূরা'য়ে মনের সাধ আজি সারা নিশা,
ফিরিব আলয়ে পুনঃ স্বকার্য্য সাধিয়া !
মায়ারাজ্য বিচরণ কর মহারাণী,—
ললিত ঝঙ্কারে আজি রচি মধু-বাণী !

* *

আর না !—দেখ লো সখি—অই দেখ আসে
বন্দী আবু-সুফিয়ান মোস্লেমের করে,
অপরূপ বিধাতার বুঝিনু কৌশল,—
সত্যের নিশ্চয় জয়, অধর্ম্ম বিজিত !
চল তবে প্রেরিতের শিবিরের কাছে,
আড়ালে দাঁড়ায়ে মোরা শুনি তাঁর কথা ;
কি আদেশ হয় দেখি শত্রুর উপরে,
কেমন সারল্য-ধৈর্য্য সাধুর অন্তরে !

* *

দেখ লো রুক্সনে !—এই দুর্ম্মুখ কোরেশী
মানব-নামের কালি,—মূর্ত্তিমান পাপ !
তা' না হ'লে হেন নরে এত দুঃখ দিয়ে,

কেন দহিতেছে সবে বারবার তবে?
অই শুন, সন্ধি-বন্ধ করিয়া লঙ্ঘন,—
মোস্লেমে করেছে বাধ্য করিবারে রণ!

* *

প্রবল-বাহিনী চয় হের ইস্লামের,
খ্যাত চরাচরে যার বীরত্ব অসীম;
অই সে ওমর, আলী, খালেদ, ওসমান্,
সিদ্দিক;—সকলি বসি প্রেরিতের পাশে!
তীব্র-লক্ষ্যে রক্তনেত্রে দংশিছে অধর—
তুলিছে উলঙ্গ-অসি বধিতে সুফিরে!
বারবার মহাপ্রভু করিয়া বারণ,—
নিবারণ করিছেন ক্রূর আচরণ।

*

মেঘ-মন্দ্রে যামিনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গি,
কহিলা প্রেরিত,—"শুন আবু-সুফিয়ান;
কোরেশের প্রভু তুমি,—পাপীর অধম,
না বুঝিলে নিত্য সত্য ইস্লাম-রতন।
দহিয়াছ ইস্লামেরে দিয়া যত দুঃখ,
আজি অনুতাপ তুমি ভুঞ্জিবে তাহার;
শত তরবারী হ'তে মনের এ গ্লানি
দহে মানবের প্রাণ! কি কহিব আর,
এমনি সত্যের তেজ—ধর্ম্মের বিজয়,—
আচম্বিতে হ'লে বন্দী এ কাল সময়!"

* *

"একেশ্বর ধ্রুবসত্য তেয়াগ পুতুল,—
নহে ওরা চিরারাধ্য, ওরা শক্তিহীন
প্রস্তর মূরতি শুধু, কর্ম্মবীর তুমি,—
মাতি এ ইস্লামে লভ নূতন জীবন!

ধর্ম্মবীর নামে হও বিখ্যাত ধরায়,—
ধীরত্বে মহত্ত্বে পূর্ণ হোক্ ও হৃদয় !"

*　　　*

শুনি প্রেরিতের হেন মধুময় বাণী,
যুগ্ম-পাণি যুড়ি কহে আবু সুফিয়ান ;—
"নিশ্চয় সত্যের তেজ এমনি দুর্জ্জয়,
বুঝিলাম এতদিনে অধর্ম্মের ক্ষয় !
শত আয়োজনে আমি দীন ইস্‌লামেরে
করিয়াছি ক্ষতিগ্রস্ত ; ক্ষম অপরাধ,
আজি মাগি কৃপা তব হে ইস্‌লাম-মণি !
আশ্রিত জনের এই আন্তরিক সাধ,
পূরাও ইস্‌লামে বাঁধি যাক্ অপবাদ !"

*　　　*

আবার বিধাতৃ-সখা কহিলা সুফিরে ;—
"ধন্য আজি তব প্রাণ, কহ তবে মুখে,
ইস্‌লামের আদি-মন্ত্র ; সদয় বিধাতা
ক্ষমিবেন অপরাধ হ'য়ো না বিহ্বল !
দ্বিতীয় আরাধ্য নাই, একমাত্র তুমি
প্রেরিত হে মহম্মদ (দং)—পথ-প্রদর্শক ;
ভজিনু ইস্‌লাম-পদ ;—বৈর নির্য্যাতন,
জঘন্য জিগীষা দূর চিরতরে হোক্ !
হৃদয়ের গূঢ় আশা করিনু পূরণ,
ইস্‌লামই মহান্ সত্য উজ্জ্বল রতন !"

*　　　*

সস্নেহে সাদরে কর করিয়া মর্দ্দন,
পাশে বসাইয়া ধারে মোস্লেম-সন্তান ;
"ভাই" বলি আলিঙ্গনে তুষি সুফিয়ানে,
ইস্‌লাম-মাহাত্ম্য কত করিল বাখান।

প্রেমাপ্লুত কোরেশীর উজল হৃদয়ে—
জ্বলিল গ্লানির তাপ,—অশ্রু ঝর ঝর
লাগিল বহিতে, যথা অনল পরশে,
গলে শুক্ষ মোমবাতী ফোঁটায় ফোঁটায়!
আনন্দে তুলিয়া নবি জ্যোতির্দীপ্ত শির,
কহিলা সুফির তরে "ধৈর্য্য ধর বীর!"

* *

পদ-প্রান্তে পড়ি আজি যেই সুফিয়ান
নীরবে কাঁদিছে; হায়, সেই একদিন;
বধিতে ইস্‌লাম তরে কি না করিয়াছে?
এমনি ধাতার ইচ্ছা,—এ ইস্‌লাম দীন!
ভ্রমে পড়ি কেন ওরে অজ্ঞান মানব,
আজিও না চিনিতেছ হেন কোহিনুরে;
অই ডুবে কালস্রোতে জীবনের-বেলা,
আর না ফিরিবে আয়ু।—ফুরায় যেমন
অগ্নি-সহযোগে তীক্ষ্ণ বারুদ-সম্ভার
নিমেষের মাঝে! তেমতি আমরা সবে
নিমেষে বুদ্‌বুদ হেন এসে ভেঙ্গে যাই,
আইস,—এখন ভজ ইস্‌লামেরে ভাই!

* *

সম্ভ্রমে চরণে নমি কহিলেক বীর,—
"যদিও হইনু আমি ইস্‌লামের দাস,
অগণিত কোরেশী সে আক্রমণ তরে
হইয়াছে সম্মিলিত। কি জানি তাহারা
প্রভাত না হ'তে হ'তে শিবির দুয়ার
করিবেক আক্রমণ। যদিও দুর্ব্বল—
তথাপি নির্ব্বাণ-প্রায় দীপের মতন,
শেষ একবার বুঝি ছাড়িবে তখন!"

প্রেমের হইল জয় কহিলা প্রেরিত ঃ—
"ভয় নাই, নাহি ডরে মোস্লেম-সন্তান
সম্মুখ-সংগ্রামে কভু ; আজিকার মত,
যাও তবে গৃহে-গৃহে নিশা প্রায় গত !"
স-সম্মানে পদ-প্রান্ত করিয়া চুম্বন,
উঠিলা বীরেন্দ্রদল—সানন্দিত মন।

*　　　　*

প্রভাত হইল নিশা মৃদু সমীরণ,
চুম্বিয়া বিটপী-শির লতার অধর,—
চলিলা জগতে যেন করিতে ঘোষণা—
নিমেষের সুখ তার—ক্ষণিক মিলন।
অতিদূরে মহীধর তুলি উচ্চ শির
হেরিছে বিস্মিত-নেত্রে মোস্লেম শিবির,
ভাবিছে কি হয় আজি রক্ত-যজ্ঞ শেষে
তরঙ্গ ছুটিবে বুঝি রণ-পয়োধির !
বীরসাজে সুসজ্জিয়া দাঁড়া'ল মোস্লেম,
দেখিলা কোরেশ-সেনা আসিছে ধাইয়া
ভীম প্রভঞ্জন সম। তীক্ষ্ণ অসি তুলি
সবেগে ধাইল পিছে মোস্লেম নন্দন !

*　　　　*

হুঙ্কারে কাঁপিল ভূমি, ত্রস্তা-দিক্-বধূ
সম্বরি স্খলিত-বাস উঠিলা চমকি
ভীষণ শবদে। কহ কহ,—লো কল্পনে,—
চঞ্চল-সৌভাগ্য কার বদ্ধ শ্রীচরণে ?
"মত্ত অনীকিনী রঙ্গে দিকে দিকে পশি,
অই দেখ রক্ত-স্রোত বহায় হে কবি ;—
মোস্লেম লভিবে জয় কহিনু নিশ্চয় ;
সত্য এ ইস্লাম ধর্ম্ম—সত্য শেষ নবি !"

শুনি কল্পনার কথা, দেখিনু চাহিয়া,
মিথ্যা নহে বাণী তার ; সভয়ে কোরেশী
ধাইছে মক্কার পথে ;—রক্তসিন্ধু মথি,
দ্রুতবেগে পশিতেছে মোস্‌লেম-সন্তান
পশ্চাতে পশ্চাতে। এই হ'ল বুঝি জয়,
শ্মশান হইল যেন রণ-ভূমি-ময় !

* *

সগৌরবে চন্দ্রকেতু হইল উড্ডীন,—
বাজিল বিজয়-বাদ্য ; বিজেতৃ প্রেরিত
বেষ্টি বীরদলে আজি সৌভাগ্যের সনে,
পশিলা পাপের রাজ্যে। হুতাশন সম
মাতি ধর্ম্মবীরবৃন্দ আক্রমিল কাবা ;
সার্দ্ধ-তিনশতাধিক দেবতা-নিচয়ে
ভাঙ্গি দিল কোরেশের হরষে মোস্‌লেম।
পুষ্পবৃষ্টি হ'ল শিরে হাসিল বিধাতা,
মোহান্ধ হেরিল আজি সত্য পরিত্রাতা !

* *

কহিলা প্রেরিত তবে মহারথগণে ;—
"আজি প্রায় ব্রত শেষ,—হ'তেছে পূরণ
আমার প্রাণের সাধ। পৌত্তলিক ভূমি
হইল সত্যের রাজ্য ;—করহ বিশ্রাম !
মধ্যাহ্নের উপাসনা করি সমাপন,—
সাফায় করিব মহাসভা আবাহন !"

——:o:——

উনবিংশ সর্গ।

সাফা—পর্ব্বতে।

বিশাল মরুভূ-বক্ষে উচ্চ মহীধর—
জীর্ণ দেহ শীর্ণকায়—শূন্য-আভরণ,
কালের ভীষণ-চিত্র ধরিয়া হৃদয়ে
আছে যেন বজ্রাহত; উষ্ণ বায়ু রাশি
কখন পবন-সঙ্গে মিশি দূরান্তরে,—
আসিতেছে ঘুরি-ফিরি;—কখন সুদূরে—
কদাচিৎ উষ্ট্রদল করিতে চারণ—
দেখা যায়। জনহীন শুষ্ক দিকচয়,
হাহাকার করি যেন কাঁদে নিরাশায়!

* *

আহূত বিরাট-সভা তাহারি উপরে,
সহস্র সহস্র কণ্ঠে উঠে জয় রব;—
আবার নীরব হয়; সুকণ্ঠে প্রেরিত—
করিছেন সুধাসম ধর্ম্ম-আলাপন!
প্রেমে-মুগ্ধ ধর্ম্মবীর তুলি নত শির
হাঁসিয়া কহিলা সবে—যেন চন্দ্র হ'তে
ঝরিল অমিয়া-কণা; মোস্‌লেম-চকোর
লাগিলা করিতে পান।ঃ—
"অই ভ্রাতৃগণ!—
আজি কি সুখের দিন ইস্‌লামের তরে,
আজি কতকাল পরে বিপ্লবের শেষে
পূরেছে আকাঙ্ক্ষা মম। স্বদেশী তোমরা
বধিতে আমার প্রাণ করিলে মন্ত্রণা,
উৎপীড়নে ছাড়াইলে গৃহ-জন্মভূমি!

ভাবি নাই তার তরে, বিধাতার নাম
সুখে-দুঃখে ধরিয়াছি তাপিত হৃদয়ে ;—
নিরাশ্রয় দীন আমি সত্য-প্রচারক
আসিয়াছি ; বুঝি নাই সুখ-দুঃখ ভেদ !
তখনো খর্জ্জুরপত্র শয্যা ছিল মোর,
এখনো তাহাই আছে ; চাইনা ও ধন,
চাই না রাজত্ব গর্ব্ব রত্ন-সিংহাসন।
শুধু লক্ষ্য ইস্‌লামের বিস্তৃতি আমার,
বিধাতার নামে যাহে হয় জয়কার !"

"পুতুলের ক্রীড়া স্থান এই মক্কা ভূমি,
জ্বলন্ত সত্যের পদে সঁপেছে জীবন ;
এর চে'য়ে কি সৌভাগ্য ! নাহি কাম্য কিছু
বিধাতার নাম ভিন্ন এ ধরায় মোর।
এই সত্য জ্যোতি ভাতি পবিত্র কাবায়,
উজ্জ্বল করিবে ক্রমে তাবৎ ধরায় !"

"এখনো সামান্য আছে মনের বাসনা,—
এখনো সম্পূর্ণ নাহি হয়ে'ছে সফল ;—
আউদান-অধিবাসী বেদুইন দল,
মজিয়া র'য়েছে ঘোর পৌত্তলিকতায় !
খালেদ যাইবে সেথা করিতে সমর,
ফিরে যাব আমি এবে মদিনা নগর !"

* *

"অধিক সময় নাই নিবসিতে হেথা,
যাব পুণ্য মদিনায় ; আবোয়া নগরে—
জননী-সমাধি-হেরি শোকার্ত্ত জীবন

করিব শীতল প্রাণ্তঃ! এবে এ মক্কায়,
সুশাসন-প্রতিষ্ঠায় গৌণ যাহা কিছু ;—
ইস্‌লামের বাঁধহ মন, হইও না পিছু !"

*   *

মুগ্ধ মধুকর যথা মকরন্দ পানে
মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হয় আপনার কথা,
তেমতি কোরেশ-দল শুনি এ বচন
দলে দলে ইস্‌লামেরে করিল গ্রহণ।
পাপ-রাজ্যে পুণ্য আসি লভিল আসন,
মরুভূমি হ'ল আজ নন্দন-কানন !

বিংশ সর্গ।

ব্রত-উদ্‌যাপন,—পরিত্রাণ।

আজি কিবা শুভদিন দেখ্‌রে চাহিয়া
একবার দেখ্‌রে চাহিয়া ;—
হাস্যময়ী ফুল-বীথি,
উছলিত প্রেম-প্রীতি,
ঝঙ্কারিত মধু-গীতি মুখরিত হিয়া,
জ্বলেছে সত্যের আলো ভেদিয়া তিমির
আঁখি তুলি দেখ্‌রে চাহিয়া !

*   *

প্রেমে যেন মাতোয়ারা বুকে-বুকে বাঁধা
এতগুলি বিশ্বের পুতুল ;—
শুনিয়া মধুর বাণী,
একত্ব-বংশীর ধ্বনি,—

পাশে-পাশে মহাপাশে জু'ড়েছে দু'কুল,
কুয়াসা ছুটিয়া গেছে,—তরুণ-অরুণে—
মানবের ভাঙ্গিয়াছে ভুল!

* *

প্রদীপ্ত স্মৃতির মঠে আজি উঠে জাগি—
নিরাশার বিলুপ্ত-সম্ভাব,
নূতনে-নূতন মিশে
আনিছে আনন্দ ভেসে,—
দিশাহারা জগজন একি মন্ত্র-তালে,
নাচিছে প্রেমের-ছায়ে কি সাম্য-সুন্দর
বিশাল এ ভুবনের তলে!

* *

ভীষণ ঝটিকা-শেষে শান্ত-বসুধায়
বহে যথা শীতল পবন;
পূর্ণ-দীপ্ত কিসলয়
সতেজ—সগর্ব্ব হয়,
অনুরাগে ভরি উঠে প্রেমিকের মত,
আজিরে তেমতি ধরা সাজিয়াছে দেখ
শত সুখে মাধুরী-মণ্ডিত!

* *

বদর, ওহোদ গেছে খয়বর-প্রান্তরে
তৃণাদপি যেই দীন হীন;—
বিশ্বাসে করিয়া ভর,
তেয়াগি মমতা ডর,
যে বিজয়-মহাকেতু-করেছে-উড্ডীন,
আজি সে নিশান-তলে কত জন খাড়া
দেখ রে চাহিয়া এই দিন!

ত্রিংশ সর্গ।

নীরব করুণ-ভাষা কত সুখ আশা
কত সাধ অবাধ কল্পনা ;—
মরমের স্তর ভেদী,
প্লাবিছে হৃদয়-নদী,
নিরবধি উথলিছে তরঙ্গের তান ;—
ইসলাম করিছে পূর্ণ জীবনে মরণে—
আধা-ফুটা ভাঙ্গা-চুরা গান !

*　　　　*

এ শক্তি প্রেমের শক্তি এ মহান্ গীতি
চিরদিন অমর—অক্ষয় ;
আলাপি বচন সুধা
আকাঙ্ক্ষার মহাক্ষুধা
নিবারিছে ;—কি জীবন্ত ভাবের আবেশ,
মদির নয়ন তুলি স্নেহময় চোখে
দেখ সবে ইস্‌লামের বেশ !

*　　　　*

স্বপ্ন নয় ;—অই সত্য দুয়ারে দাঁ'ড়ায়ে,
দেখ প্রেমে ডুবায়ে জীবন ;
আধেক চেতনে থাকি—
তৃষিত জীবন-পাখী,
ডাকিছে যখনি দু'টী পাখা ঝাড়া দিয়া
একটা মধুর পূজা হয় নিরাকারে
মায়াময় সংসার ব্যাপিয়া !

প্রাণময়ী—প্রেমময়ী মোস্লেমের রাণী
হেসে উঠে একত্বের নামে ;
কল্পনা অকূলে টুটে
অযুত তরঙ্গ ছুটে,

হৃদয় আকুল হ'য়ে ভূমে পড়ি লুঠে,
এই সে ইস্‌লাম আ'জ সবার দুয়ারে,
সকলের হিয়ার নিকটে!

* *

লও কোলে;—কি দেখিছ ওরে রে জগত
চিরোজ্জ্বল পবিত্র ইস্‌লামে?
কোটি কোটি নর প্রাণ
আজি এই অবসান,—
হইতেছে ত্রয়োদশ শতাব্দি ব্যাপিয়া,
একি সুর—একি লক্ষ্য—এক স্বরে উঠে
জীবনের কামনা লইয়া!

* *

অই স্বর্গ,—এই মর্ত্ত্য—বহু দূরে দূরে
মাঝখানে দেখরে চাহিয়া,—
একেতে সকলি বাঁধা
এক লয়ে বিশ্ব সাধা,
অসীম একের রাজ্য অন্তরে বাহিরে,
ইস্‌লামে এমন শিক্ষা, এমন মহান্,
বিপথেতে কেন যাও ফিরে?

* *

জ্ঞান বিজ্ঞানের বলে অবনীর মাঝে
নাশিয়াছে মোহ-অন্ধকার;
বিশ্বাস প্রদীপ্ত জেলে
উন্মাদ মানব দলে,
যে আগুন করিয়াছে আপন আহুতি,
"পাগলের ধর্ম্ম" তাহা নহে রে পাগল
অসীমের সরল সঙ্গতি!

কোটী শত্রু পরিবৃন্দ যাহার জীবন
একাকী সে মরুভূমি মাঝে,
যুঝিয়াছে দিবা রাত্তি
ছড়া'তে ধর্ম্মের ভাতি,
বিশাল বিশ্বটী ঘেরি আজি যার গান,
সে নহে "বঞ্চক" কভু সে ধর্ম্ম কখন
নহে ওরে "স্বপন সমান"!

* *

যার নামে জাগি উঠে পাগলের মত
আজি ওরে সারাটী পৃথিবী;
যা'র অগণিত শিষ্য,
ঘিরেছে তাবত বিশ্ব,
সহায়-সম্পদ-হীন কণার ভিখারী
যাদুমন্ত্রে কত দিন ভুলাইতে পারে
জ্ঞানদৃপ্ত এত নর নারী?

* *

যাঁ'র নামে আস্ফালিত শত্রুর কৃপাণ
পুরস্কার হইত ঘোষণা;
অন্ধকার গৃহ-তলে
"হা শিষ্য" "হা শিষ্য" ব'লে
যে ভিখারী চলে গেছে ছিন্ন-বাস পরি,
সে যদি "মায়াবী" হ'ত এত দিন পরে
ধরা যে'ত তাঁহার চাতুরী!

* *

সত্য যাহা—পূত তাহা আপনি উজল
কূলে কূলে ভরা সে পিরিতে;
অভাব কোথাও নাই
পিয়াসা সকল ঠাঁই,

দৈন্য নাই, আছে শুধু পূর্ণত্ব লইয়া,
প্রাণ ছুটে বিয়াকুল বিভোল আবেশে
সঙ্গীতের সে রসে মজিয়া!

* *

যা'র বাণ তা'রি বুকে বিঁধিল আজিরে
পৌত্তলিক মজিল ইস্‌লামে;
ব্রত উদ্‌যাপন-শেষে,
আজি দেখ শশী-পাশে
তারাদল যেন হাসে সেই সে কাফের,
ইস্‌লামে এমনি মধু—এমনি শকতি
বিজড়িত বন্ধন ভাবের!

* *

যেইখানে শঙ্খ-মন্ত্রে হ'ত হুলুধ্বনি
লীলাভূমি মূরতি পূজার;
সেই দেশে সেই ঘরে
ইস্‌লাম প্রভুত্ব করে,
ফকির গৌরব-ভরে দেখিল চাহিয়া,
শিশিরের কণা হেন ঝরিছে ধরায়
বিধাতার প্রেমের অমিয়া!

সঙ্গীহীন—বিত্তহীন—নির্ধন কাঙ্গাল
হয় যদি জগতের গুরু;
কে এমন মূর্খ ওরে,
তাহারে বলিতে পারে,—
"এক হস্তে অসি আর কোরাণ লইয়া,
মহম্মদ, দ্বারে-দ্বারে অনিচ্ছার মাঝে
এ ইস্‌লাম গে'ছে প্রচারিয়া?"

এক পূর্ণ অন্তহীন তা'রি কল গান
শত মুখে শত কাব্যে গায় ;—
বিরাট প্রকৃতি-বক্ষে—
দেখ দেখি প্রেমচক্ষে,—
একেরি সহস্র রূপ—শতবর্ণ মাখি
কেমন হাসিছে আহা—কি-তত্ত্ব গম্ভীর
কা'রে দেখ, তারে নাহি দেখি ?

* *

সেই নদী,—সেই ধর্ম্ম—দু'কুল প্লাবিয়া
জাতিভেদ ভাসাইছে বুকে ;
উচ্চ-নীচ সঙ্কীর্ণতা
বৈষম্যের এ হীনতা,
উপাড়িয়া ফেলিয়াছে সাম্য মন্ত্র-বলে,
ইস্‌লাম মন্দিরে যে'য়ে দেখ সেই ছবি
কি জীবন্ত পবিত্রতা খেলে !

* *

ধূপ নাই—ধূনা নাই,—আড়ম্বর হীন—
নিষ্কামের জ্বলন্ত-চিত্রণ ;
আছে দৃঢ় হিয়া-বল
আছে প্রেম ,—লক্ষ্যস্থল—
এক বিভু ; একমাত্র কোরাণ তাঁহার
পথ-প্রদর্শক এই জগতের মাঝে—
একে এত শক্তির সঞ্চার !

* *

বিজন মরুভূ মাঝে "বিধাতার বলে"
অন্ধজনে দেখা'ল যে পথ ;
মূর্খ কোরেশীর দলে
যে সত্যের মহানলে

প্রেম আঁখি ফুটাইল দেবতা করিয়া
সে ধর্ম্ম কখন কিরে বলহীন হ'বে
সে কি পারে যাইতে "মরিয়া" ?

* *

বন্ধুহীন,—স্নেহহীন ছিল যবে ইহা
কে নাহি আদরে যাচিত ;
তখন অরাতি দলে
বলে কিম্বা সু-কৌশলে,
যে সত্য ডুবা'তে নাহি পারিয়াছে আহা
সে ধর্ম্মের এতগুলি থাকিতে স্বজন
কে তোরা ডুবাবি আ'জ তাহা !

* *

প্রস্তরে দংশিলে যথা মত্ত বিষধর
কর্ম্মদোষে দন্তহীন হয় ;
তেমতি ইস্‌লামে যদি
দংশে শত্রু নিরবধি ,
আপনি ডাকিবে সেই অশুভ আপন;
অক্ষয় অক্ষত র'বে অমর হইয়া
এ ইস্‌লাম নিরেট এমন !

* *

প্রাণ গে'ছে স্মৃতি আছে স্বর্ণ-ইতিহাসে—
ইস্‌লামের সেই আত্মত্যাগ ;
সদাফুল্ল ধর্ম্ম-পদে
কর্ম্মবীর মহামদে
লক্ষ শত্রু দলিয়াছে পার্ব্বত্য-প্রান্তরে,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ঢাল অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়া
ধর সবে হৃদয়-মন্দিরে !

পথের ভিখারী যেই তারি ব্যবস্থায়
বজ্রদণ্ডে শাসিত জগত ;
চাহিয়া দেখরে ভ্রান্ত
প্রেমোজ্জ্বল দিক্‌প্রান্ত
হাসিছে সে মহালোকে,—চন্দ্রমা উদিলে
হাসে যথা দিক্‌বধূ। শুভ আশীর্ব্বাদ
আজি শিরে লহ সবে তুলে !

* *

পিতৃহীন মাতৃহীন দীন-সন্তানের
পদতলে মাণিক লুটায় ;
সে চায় ইস্‌লামি দীন,
ধন-রত্নে উদাসীন,
সে চাহেনা অহঙ্কার উচ্চ অভিলাষ,
সে চাহে একেতে মতি স্নেহ-বিধাতার,
কি উদার স্বর্গীয় বিকাশ !

* *

সত্য সে প'ড়েছে বটে বিপদের মুখে
কত বার কত পরীক্ষায় ;—
অনলে পুড়িলে স্বর্ণ—
তবে হয় শুদ্ধ-বর্ণ,—
যে হ'বে "জগত গুরু" "অকুলে আশ্রয়,"
কোথায় পাইব শিক্ষা সে জীবন বিনা
এ মহান আদর্শ-নিচয় !

* *

সুখ কি পায়নি সে রে এ জগতি-তলে
কামনা কি ছেড়েছে লভিতে ?—
প্রাণের ইস্‌লামে সেহ—
ক্ষয় করি নিজদেহ—

প্রচারি গিয়েছে, যার প্রেম-তরী ধরি
এ অকূল ভবার্ণবে কু-তরঙ্গ মথি
সদানন্দে যাইব উতরি !

*　　　　*

"এক সত্য,—মহম্মদ তাঁহারি প্রেরিত"
অনন্ত এ ইস্‌লাম-সাগর ;—
প্রাণে-প্রাণে বাঁধি আজ
আয় বিশ্ব,—রে সমাজ,
ডুবি এই মহাতলে রত্ন-আহরণে,
না ডুবিলে কোথা পাবে পরশ-রতন
—সাধনার সাফল্য জীবনে ?

*　　　　*

লক্ষ্য এক,—লক্ষ পথ প্রসারিত তা'র,
—কিন্তু দেখ কোন্‌টা সরল ;—
এক যেথা—দুই নাই,
এক টান,—এক চাই ;
একি নিত্য,—সুমহান্‌—সরল সবার,—
এ ছাড়ি যে অন্য পথে করে রে গমন
শত ধিক্‌ বিবেকে তাহার !

*　　　　*

আলোক-আঁধার পূর্ণ-অপূর্ণ র'য়েছে
পুণ্য আছে পাপ আছে জানি ;
অপূর্ণে মজিবে কেন
সম্মুখে পাইয়া হেন
মুক্তির সুপথ,—বুঝি সেই অভাজন,
পূর্ণে না মজিয়া অন্নে শুধু ছায়া হেরি
মোহে হিয়া করে অরপণ !

জলন্ত পাবক কুণ্ডে পতঙ্গ পড়িলে
না পুড়িয়া কতক্ষণ থাকে ?
পুণ্যবলে পাপ ধ্বংশ,
লুপ্ত কোরেশের বংশ,
অবশিষ্ট নত শির ইস্‌লাম-চরণে,
কোথা আবু সুফিয়ান্—কোথায় জেহেল
কার সাধ্য সত্য বিনাশনে ?

*   *

পশি জতু-গৃহে যদি কোন ভ্রান্ত নর
অনল-সংযোগ করে তায় ;
মুহূর্ত্তে সে দহে যথা
ইস্‌লামে বিধর্ম্মী তথা,
পু'ড়েছে কর্ম্মের দোষে, জীবন সঁপিয়া
অথবা গিয়াছে ফিরি কোন সাধুজন
নিদানের অমৃত পিয়িয়া !

*   *

নির্ব্বাপিত কালানল পতিত কোরেশী
লভিলেক নূতন জীবন ;
নবালোকে সুফিয়ান
লভিল নূতন প্রাণ,
খালেদ মাতিল প্রেমে আত্ম বিকাইয়া,
ইস্‌লাম লভিল রাজ্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
বিভাসিল ইরাণ সিরিয়া !

*   *

মহাসিন্ধু প্রশান্তের পুণ্য তীরদেশে
অঙ্কুরিত হ'য়েছিল যাহা ;—
ভূ-মধ্য করিয়া জয়
আজি রে জগতময়,—

ধাইয়াছে হুহুঙ্কারি সেই সে ইস্‌লাম,
এ ধর্ম্ম "অসার" নহে দেখ রে বুঝিয়া,
এই সত্য—সরল—নিষ্কাম !

* *

দুর্দ্দান্ত বেদুইন-জাতি মাতিল ইস্‌লামে
ব্রতশেষ হ'ল মোস্লেমের ;—
ইস্‌লাম বসন্ত-রাজ্য,
মহম্মদ চির-পূজ্য
কোকিল সে কাননের, মধুর সঙ্গীত
যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন ধরা
ততদিন হ'বে যশ-গীত !

* *

জবল্‌ আরফাত মাঝে যেই শুভক্ষণে
দেখা দিয়ে সত্যের পথিক ;—
সুমিষ্ট বচনে তুষি
ধর্ম্মকথামৃত ভাষি—
করিলা মক্কায় শেষ উপদেশ দান,
হইল আকাশ-বাণী "আজি হ'তে সথে
ধর্ম্ম তব করিনু পূরণ !"

* *

ছত্রে ছত্রে বিশ্ব-কাবা করিয়া মন্থন
পাইয়াছি ইস্‌লামে অমৃত ;
শত রসে শত ছন্দে
মৃদু-মন্দ গীত-গন্ধে
করুণা দিয়েছে ঢালি পাপ-দগ্ধ বুকে,
পারের ভরসা পেয়ে প্রবাসী আমরা
নিশিদিন জাগি সুখে-দুঃখে !

আনন্দে-পঞ্চমে পিক গাহুক সুস্বরে—
পাপীর হইল পরিত্রাণ!—
মাটীতে মিশাল মাটী
সত্য যা' রহিল খাঁটি,
কোরেশীর পূজনীয় হইল বিনাশ,
ইস্‌লাম হইল সেতু তরিতে এ নদী
বাড়ি গেল প্রেমের পিয়াস!

* *

পর্ব্বতে-কাননে কিম্বা জলে-স্থলে অই
হের উড়ে গৌরব-কেতন;
সাধিতে ধরার হিত
উঠিছে মঙ্গল গীত—
একতা সেখানে শুধু,—শান্তি নিকেতনে
আয় রে প্রমত্ত নর—ভাই ভাই মিলি
নমি আজি একের সদনে!

* *

ভ্রমে দৈন্যে পথভ্রান্ত সংসার-সাগরে
ধরিয়াছি ইস্‌লাম তরণী;
সত্যে যেন থাকে মতি
সেবকের এ মিনতি,
আলোকে-আলোকে যেন হয় অবসান,
ও রাজীব পদ-তলে, কালিমা
অভাগার ক'রো পরিত্রাণ!

